www.banglainternet.com

Sojan Badiyar Ghat

(1933)

Jasimuddin

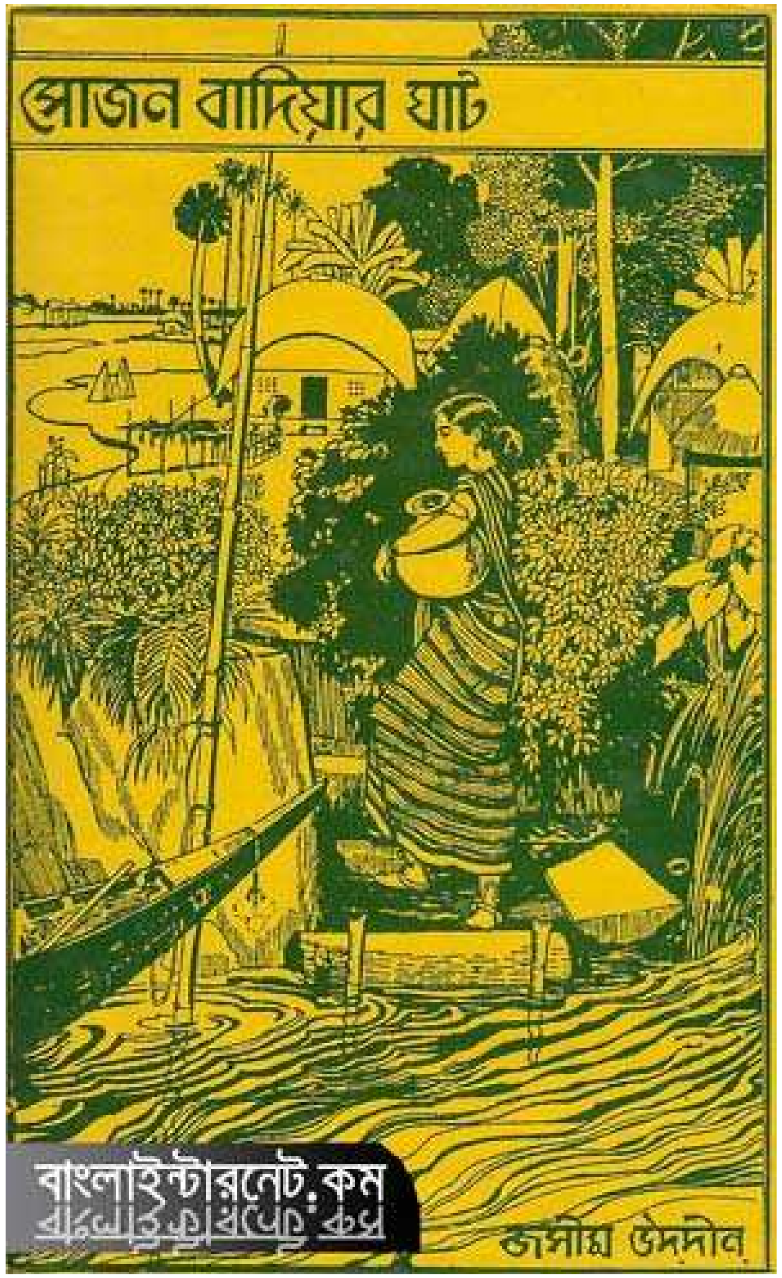

সোজন বাদিয়ার ঘাট

জসীম উদ্‌দীন (পল্লীকবি)

সোজন বাদিয়ার ঘাট

এক

"যাদু! এ তো বড় রঙ্গ, যাদু! এ তো বড় রঙ্গ,
চার কালো দেখাতে পারো, যাবো তোমার সঙ্গ।"
"কাক কালো, কোকিল কালো, কালো ফিঙের বেশ,
তাহার অধিক কালো, কন্যে, তোমার মাথার কেশ।"
— ছেলে-ভুলান ছড়া

ইতল বেতল ফুলের বনে ফুল ঝুর ঝুর করেরে ভাই,
ফুল ঝুর ঝুর করে ;
দেখে এলাম কালো-মেয়ে গদাই নমুর ঘরে।
ধানের আগায় ধানের ছড়া, তাহার পরে টিয়া,
নমুর মেয়ের গায়ের ঝলক সেইনা রঙ নিয়া।
দূর্বাবনে রাখ্‌লে তারে দূর্বাতে যায় মিশে,
মেঘের খাটে শুইয়ে দিলে খুঁজে না পাই দিশে।
লাউয়ের ডগায় লাউয়ের পাতা, রৌদ্রে উনে যায়,
সেই লতারি সোহাগ যেন মাখা তারি গায়।
যে পথ দিয়ে যায় চলে সে যে পথ দিয়ে আসে,
সে পথ দিয়ে মেঘ চলে যায়, বিজলী বরণ হাসে।

বনের মাঝে বনের লতা, পাতায় পাতায় ফুল,
সেও জানে না নমু মেয়ের শ্যামল শোভার তুল।
যে মেঘেরে জড়িয়ে ধরে হাসে রামের ধনু,
রঙীন শাড়ী হাসে যে তার জড়িয়ে সেই তনু।

গায়ে তাহার গয়না নাহি, হাতে কাচের চুড়ি ;
দুই পায়েতে কাঁসার খাড়ু, বাজছে ঘুরি ঘুরি।
এতেই তারে মানিয়েছে যা তুলনা নেই তার ;
যে দেখে সে অমনি বলে, দেখে লই আরবার।
সোনা রূপার গয়না তাহার পরিয়ে দিলে গায়,
বাড়ত না রূপ, অপমানই করতে হত তায়।
ছিপ্‌ছিপে তার পাতলা গঠন, হাত–চোখ–মুখ–কান,
হেলছে দুলছে মেলছে গায়ে গয়না শতখান।

হ্যাচড়া পুজোর ছড়ার মত ফুরফুরিয়ে ঘোরে,
হেথায় হোথায় যথায় তথায় মনের খুশীর ভরে।
বেথুল তুলে, ফুল কুড়িয়ে, ভেঙে ফলের ডাল,
সারাটি গাঁও টহল দিয়ে কাটে তাহার কাল।
পুতুল আছে অনেকগুলো, বিয়ের গাহি গান,
নিমন্ত্রণে লোক ডাকি সে হয় যে লবেজান।
এসব কাজে সোজন তাহার সবার চেয়ে সেরা,
ছমির শেখের ভাজন বেটা, বাব্‌রী মাথায় ঘেরা।

banglainternet.com

কোন্ বনেতে কটার বাসায় বাড়ছে ছোট ছানা,
ডাহুক কোথায় ডিম পাড়ে তার নখের আগায় জানা।
সবার সেরা আমের আঁটির গড়তে জানে বাঁশী,
উঁচু ডালের পাকা কুলটি পাড়তে পাড়ে হাসি।
বাঁশের পাতায় নথ গড়ায়ে গাবের গাঁথি হার,
অনেক কালই জয় করেছে শিশু মনটি তার।

তাগ্ ধুমাধুম বাদ্যি বাজে কাল শিয়ালের বিয়ে,
শিয়াল চলে শ্বশুর বাড়ি খালুই মাথায় দিয়ে।
পদ্মাবতীর বরের বাড়ি সাত সাগরের পার,
নীল হলুদে সাঁতার খেলে ধরি তাহার ধার।
উলু উলু মাদারের ফুল তুলতে গেলাম বনে,
দেখে এলাম গাছের ডালে চম্পাবরণ কনে;
চম্পাবরণ কনে নালো—কঙ্কাবতীর সই,
খবর তাহার কেউ জানে না তারা দুজন বই।
নানান সুরের ছড়ার নূপুর জড়িয়ে দুটি পায়,
গেরাম ভরি নাচে তারা গাঙ-শালিকের প্রায়।

দুই

নানান বরণ গাভীরে ভাই একই বরণ দুধ,
জগৎ ভরমিয়া দেখলাম একই মায়ের পুত।
— গাজীর গান

শিমুলতলী গাঁয়ে,
গাছের পাতা বাতাস করে মাটির শীতল ছায়ে।
নমু মুসলমানের আবাস, গলায় গলা ধরি,
খেড়ো ঘরের চালগুলো সব হাসছে মরি মরি।
নমু পাড়ায় পূজা পরব, শঙ্খ কাঁসর বাজে,
বউ-ঝিরা সব জয় জোকারে উৎসবেতে সাজে।
মুসলমানের পাড়ায় বসে ঈদের মহোৎসব,
মেজবানী দেয় ছেলে বুড়োয় করিয়ে কলরব।
মোরগ ডাকে, মুরগী ডাকে, পেঁয়াজ রসুন বাটি,
তরকারিতে দেয় যে ফোড়ং; বাতাস হলে ভাটি।
নমু পাড়ায় গন্ধ তাহার যায় যে মাঝে মাঝে,
এতে তাদের হয় না ব্যাঘাত কোন রকম কাজে।

চড়ক পূজায় গাজন গাহি নাচে নমুর দল,
চৈতী ঢাকের বাদ্য শুনি, গাঁও করে টল্‌মল্।
কীর্তনেতে তুলিয়ে বাহু জাগায় কলরোল,
মসজিদে তার বাজনা গেলে হয় না কোন গোল।

banglainternet.com

বরং সেথা মাঝে মাঝে ইহাও দেখা যায়,
হিঁদুর পূজায় মুসলমানে বয়েত গাহেন গায়।
সরস্বতী পূজার লাড়ু গড়িয়ে দু-চার জোড়া,
মুসলমানের ঠোঁট ছুঁয়েছে তাও দেখেছি মোরা।
ছোঁয়া-ছুঁয়ির এতই যে বাড়, পীরের পড়া জল,
নমুর পোলার পীড়ার দিনে হয়নি তা বিফল।
দরগাতলায় করতে প্রণাম ভালের সিঁদুর দিয়ে ;
নমুর মেয়ে লাল করে যায় শুকনো মাটির হিয়ে।

নমু বাড়ির তমাল তরু মেলি চিকন ডাল,
মুসলমানের উঠান বেড়ে দুলছে চিরকাল।
মোল্লাবাড়ির জাঙলা হতে ঢাকাই সীমের লতা,
ভাজন নমুর ঘরটি ধরে কইছে মনের কথা।
কিবা নমু, কি মুসলমান কারো তরফ হতে,
ইহার কোন প্রতিবাদই হয়নি কোন মতে।
গরীব তারা, ছোট-খাটো সুখ-দুঃখ লয়ে,
শিমুলতলীর গাঁয়ের মাঝে আছে যে এক হয়ে।
মুসলমানের মরলে ছেলে যে দুখ সহে মায়,
নমু মেয়ের তুলসীতলায় প্রদীপ দোলে তায়।
স্বামীরে তার চিতায় দিয়ে বিধুর নমু-নারী,
শ্মশানঘাটায় শঙ্খ সিঁদুর যায় যখনে ছাড়ি ;
তখন তাহার আপন জনের যেমনি ব্যথা হয়,
মুসলমানী সখীর ব্যথা কম তা হতে নয়।

কবরে যে ঘুমায় ব্যথা, চিতায় যে দুখ জ্বলে,
এক হয়ে তা নমু মুসলমানের বুকে দোলে।
এ-সব তারা শিখল কোথায়? কোরান পুরাণ পড়ে,
পায়নি ইহার হদিস তারা বলছি শপথ করে।
মাথায় তাদের একই আকাশ দোলায় নীলের মায়া,
একই বাতাস দোলায় তাদের বনের কাজল ছায়া।
মাঠে তাহাদের সমান ঢালু, বৃষ্টি পড়া জল,
এদিক থেকে ওদিক যেয়ে করে যে টলমল।
মুসলমানের বেড়ার ফাঁকে যে চাঁদ পশে ঘরে,
নমুর উঠান বেড়ি সে চাঁদ নিতুই খেলা করে।
তেমনি এরা একের ব্যথা লয় যে সবার ভাগে,
একের ঘরের সুখের দোলা আরের ঘরে লাগে।

নমুর মধ্যে নমুর সেরা গদাই মোড়ল নাম,
দেখতে যেমন নামেও তেমন—তেমন তাহার কাম।
বড় ঘরের চালের আগা আকাশ ছুঁতে চায়,
সুপুরি গাছ বাড়িয়ে বাহু বারণ করে তায়।
আথালে তার দশটি বলদ, চারখানা বায় হাল,
দশটি রাখাল সামাল সামাল রাখতে তাদের তাল।

গরব তাহার মস্ত বড় আছে ধানের গোলা,
আর আছে তার জোয়ান জোয়ান সাতটি ভাজন পোলা।

banglainternet.com

আরেক গরব গিন্নী আছেন, হয়ত বা ভুল করে,
লক্ষ্মী দেবী নিজেই বাঁধা পড়েছে তার ঘরে।
পাড়ায় পাড়ায় কোঁদল করে যে ধারে তেল নুন,
ফেরেন তিনি মল বাজায়ে গেয়ে তাহার গুণ।
পান হতে তার চুন খসাবে এমন বাপের ছেলে,
শপথ করে বলতে পারি দশ গাঁয়ে না মেলে।
সাত ঘাটে জল এক করে সে ভরতে পারে ঘড়া,
পাতাল পুরীর সংখ্যা বালির নখেতে তার পড়া।

আরো গরব আছে যে তার হাতের লাঠিখানি,
থাকতে হাতে ভয় করে না কোনই জন-প্রাণী।
ইহার চেয়েও গরব তাহার লক্ষ্মী মেয়ে ঘরে,
দুলালী নাম, দুলী বলেই ডাকে আদর করে।
সারাটা দিন খেলেই বেড়ায় এঁদো পুকুর কোণে,
বন-বাদাড়ে ফুল কুড়ায়ে ফেরে সখীর সনে।
পায়ে তাহার কাঁসার খাড়ু ঝামুর-ঝুমুর বাজে,
সারাক্ষণই ব্যস্ত আছে নানান রকম কাজে।
পুতুলগুলির অন্নপ্রাশন, কুকুর ছানার বিয়ে,
দিন যে তাহার যায় এমনই কত না কাজ নিয়ে।
বলেছি ত সকল কাজেই সোজন তাহার জুড়ি,
হাজার খেলার ফন্দী আঁটে সারাটি গাঁও ঘুরি।

তিন

আয়রে ছেলের পাল মাছ ধরতে যাই
মাছের কাঁটা পায়ে ফুটলো, দোলায় চেপে যাই;
দোলায় আছে ছপণ কড়ি গণতে গণতে যাই।
ও নদীর জলটুকু টলমল করে,
এ নদীর ধারেরে ভাই বালি ঝুর ঝুর করে,
চাঁদ মুখেতে রোদ লেগেছে রক্ত ফেটে পড়ে।
—ছেলে-ভুলান ছড়া

নমুদের মেয়ে আর সোজনের ভারি ভাব দুইজনে,
লতার সঙ্গে গাছের মিলন, গাছের লতার সনে।
সোজন যেন বা তটিনীর কূল, দুলালী নদীর পানি,
জোয়ারে ফুলিয়া ঢেউ আছাড়িয়া করে কূল টানাটানি।
নামেও সোজন, কামেও তেমনি, শান্ত স্বভাব তার,
কূল ভেঙে নদী যতই বহুক, সে তারি গলার হার।
দুলালী সে যেন বনের হরিণী, সোজন তাহার বন,
লতা পাতা ফুল ছায়া বিছাইয়া হরণ করিছে মন।
বনের হরিণী থাকে বনে বনে, জানে সে বনের ভাষা,
সে বন ঘিরিয়া মনখানি তার বাহিরে যায়নি আশা।

banglainternet.com

সোজনের সাথে তার ভারি ভাব, পথে যদি দেখা হয়,
যেন রাঙা ঘুড়ি আকাশে উড়াল, হেন তার মনে লয়।

পিছন হইতে সোজন আসিয়া যদিবা হঠাৎ ডাকে,
কুড়ায়ে পাইল পাকা আমটিরে দুলীর এমনি লাগে।
সোজন আসিয়া জাম গাছটির আগডালে যেন উঠি,
মেঘের মতন কালো জামগুলি তুলিতেছে মুঠি মুঠি।
যেন কে তাহারে ধরিয়া রেখেছে এত উঁচু করে তুলে,
কাঁদির খেজুর দুহাতে ধরিয়া সে পাড়িছে মনের ভুলে।
সোজনের সাথে তার ভারি ভাব, গোলাপ ফুলের গায়,
ছোট বুলবুলি বাসা বেঁধে যেন পাখার বাতাস খায়।
টুনটুনি পাখি উড়ে এসে যেন তাহার খোঁপায় নাচে,
লাল পোকা যেন ঘুরিছে ফিরিছে তাহার চুড়ীর কাঁচে।
সোজনের সাথে তার ভারি ভাব, দুলীর ইচ্ছে করে,
সোজনেরে সে যে লুকাইয়া রাখে সিঁদুর-কৌটো ভরে।
আঁচল খানিরে টানিয়া টানিয়া বড় যদি করা যেত,
সোজনেরে সে যে লুকায়ে রাখিত কেউ নাহি খুঁজে পেত।

সোজন না এলে দুলীর সেদিন চারিদিক আন্ধার ;
পুতুল তাহার ভেঙে যায় যেন চরণের ঘায়ে কার।
সেই ত সেবার অসুখ করিল দুলী উঠে খুব ভোরে,
সাতটা মহিষ মানিয়া আসিল রক্ষাকালীর দোরে।
একুশ বামুন খাওয়াইবে দুলী সোজন সারিলে পর,
দুশ মোমবাতি মানিয়া আসিল জেন্দা পীরের ঘর।
সোজন যেদিন সারিয়া উঠিল, কি খুশী দুলীর মনে,
খেজুরের আঁটী যত ছিল জমা বিলাইল জনে জনে।

ও পাড়ার সেই পুটি—যারে দুলী চক্ষে দেখতে নারে,
ঠ্যাংভাঙা তার ছোট পুতুলটি দিয়েই ফেলিল তারে।
সেদিন তাহার মনে এত খুশী, সে খুশীর সরোবরে,
কালী-মাতা তার সাতটি মহিষ হারাইল অকাতরে।
একুশ বামুন ভোজন ছাড়িল, জেন্দা না বলে পীর,
আদায় করিতে পারিল না দাম দুশটি মোমবাতির।
সোজনেরে ছেড়ে চলেনাক তার—কখনো নাহি চলে,
কোন কাজ তার হতে পারেনাক সে নাহি নিকটে হলে।

সেই একবার সোজন কেবল গিয়াছিল মামা বাড়ি
চারিটি দিনের কড়ার করিয়া, মনে আছে সব তারি !
মামার দেশেতে তল্লা বাঁশের খুব ভাল বাঁশী হয়,
দুলীর জন্য এগারটি বাঁশী আনিবে সে নিশ্চয়।
নানান রঙের সজারুর কাঁটা কত পড়ে আছে বনে,
এক বোঝা তার যদি সে না আনে দেখে নিও তক্ষণে।
মামার দেশেতে পদ্ম পুকুরে রঙিন ঝিনুক ভাসে ;
সাদা দাঁড়কাক ঘুরিতেছে বনে কাউয়ার ঠুঁটীর আশে।
ঘন-বেত ঝাড়ে বেথুল ঝুলিছে, কেউ পায়নিক খোঁজ,
কাঁদিতে কাঁদিতে খেজুর পাকিয়া ঝরিয়া পড়িছে রোজ।
এর সব কিছু নিয়ে সে আসিবে, তারপর ও-ই বনে,
সারাদিন ভরি অনেক গল্প করিবে যে দুই জনে।
ও পাড়ার মাঠে সেদিন যে তারা দেখে এলো চক্ষেতে,
কটার বাসায় ছাও হইয়াছে কুসুম-ফুলের খেতে।

banglainternet.com

দুলী যেন রোজ যাইয়া তাদের আদর করিয়া আসে,
কলমী ফুলের নোলক পরায়ে দেখে যেন আর হাসে।
বনের যেখানে শিমুলের ডালে বাঁধিয়াছে তারা হাঁড়ী,
কোন্ পাখি সেথা বাসা বাঁধে দুলী খোঁজ রাখে যেন তারি।
বেগুনের ডালে টুনটুনি পাখী ডিম যদি পেড়ে যায়,
কারেও কবিনে, সাবধান, যেন কেউ নাহি টের পায়।
এতটুকু দুটি ছোট ছাও হবে, দেখিস একটা ধরে
খোপায় যে তোর বেঁধে দিয়ে তারে উড়াইব মজা করে।
অর শোন্ দুলী, তোদের বাড়ির বিড়ালের ছাওগুলি,
এরই মাঝে যদি চোখ মেলে চায় মোরে যাসনাক ভুলি।
একটি আমারে দিতেই হইবে, কেহ যেন নাহি লয়,
মোরে ছুঁয়ে তুই কীরা কাট দেখি—বাস, হল প্রত্যয়!

সকল শপথ রেখেছে সোজন আমরা বলিতে পারি,
এত লোক গাঁয়ে, সাধে কি সোজন মনের মতন তারি!
সোজনের মত ছেলেই হয় না, তোমরা কি জান তার,
রাঙা ঘুড়িখানি তার চেয়ে ভাল পারে কেহ উড়াইবার!
সোজন বলেছে, দরকার হলে ঘুড়ির সূত্র ধরে,
ও-ই আকাশেতে উড়িয়া যাইতে পারে সে হাওয়ায় ভরে।
সেখানে নিতুই কত তারা-ফুল ফুটিয়া ফুটিয়া হাসে।
সেথায় গাঁথিয়া তারার মালা সে বসিবে চাঁদের পাশে।
শেষ রাতে দুলী উঠানে আসিয়া তারে যেন ডাক দ্যায়,
পোড়া চোখে তার এত ঘুম তাই ডাকিতে পারেনি তাই।

amarboi internet.com

আচ্ছা, সোজন মানুষ না হয়ে হত যদি ফুল–তারা,
চাঁদ যদি হত তখন তাহারে মানাত কেমন ধারা!
তাহলে হয়ত সোজন তাহারে চিনিতেই পারিত না,
হয় হোক সে যে চাষীদের ছেলে, কম তা বলে ত না।
বাপ যদি তারে সোজনের সাথে দিয়েই ফেলে বা বিয়ে,
ধোৎ—তা হলে সে কেমনে বাঁচিবে লজ্জা সরম নিয়ে!

সোজনেরো বড় ভাল লাগে এই নমুদের মেয়েটিরে,
তার জীবনের অনেক কাহিনী লেখা আছে এরে ঘিরে।
সোজন যখন বড় হবে খুব—খুব বড় একেবারে,
যখন তখন ইচ্ছা মাফিক যা কিছু করতে পারে;
তখন সে হয়ে দূরদেশী কোন পাটের নায়ের ভাগী,
যাবে সে পারায়ে কত খাল বিল সুদূর হাটের লাগি;
সেথায় জমায়ে বহু টাকাকড়ি ফিরিয়া আসিবে ঘরে,
শপথ করে সে মধুমালা শাড়ী আনিবে দুলীর তরে।
দুলী কহে সেথা সিঁদুর কৌটা শঙ্খের চুড়ী আর,
ময়ূরের পাখা যদি মেলে যেন ভুলে না সে কিনিবার।

সোজন যখন কৃষাণ হইবে, সবগুলো খেত ভরি,
কুসুম ফুলের করিবে সে চাষ মনের মতন করি।
ফাগুনে যেদিন সারা খেত ভরি আঁকিবে রঙের চিন,
কুসুমে কুসুমে চরণ ঘষিয়া কাটিবে দুলীর দিন।

banglainternet.com

পাট মেরে সে যে নিড়াইয়া দিবে বউ-টুবানীর চারা,
খেত ভরি হবে ফুলের বাহার দুলীর খুশীর পারা।
বাড়ির পালানে কুমড়া লাগাবে নহে কুমড়ার তরে,
কুমড়ার ফুল ভালবেসে দুলী যদিবা খোঁপায় পরে।

মদনের বাপ ভাল লোক নয়, তাহার খেতের মাঝে,
মোটরের শাক তুলিতে গেলেই গাল দেয় বড় ঝাঁজে।
বাছাই করিয়া করিবে সোজন মাঘী মটরের চাষ,
শাক তুলে তুলে সেদিন দুলীর পূরিবে মনের আশ।

জমিরের খেতে ছাই মিঠে আলু দেখো সোজনের খেতে,
শাকের মামুদ আলু হবে কেউ হেরেনি যা চক্ষেতে।
দুলীর সঙ্গে তার ভারি ভাব, দুলীর খুশীর তরে,
হেন কাজ নাই যাহা কোনদিন সোজন না পারে করে।

চার

দুবুলার শীষে যেমন নিহারের পানি,
কোন জনা বেইমানে কইছে এই দেহ হাপনি।
বড় ঘড় বান্দ্যাছাও মনা-ভাই, বড় করছ আশা,
রজনী প্রভাতের কালে পঙ্খি ছাড়বে বাসা।

— মুর্শিদা গান

দীঘিতে তখনো শাপলা ফুলেরা হাসছিলো আনমনে,
টের পায়নিক পাণ্ডুর চাঁদ ঝুমিছে গগন কোণে।
উদয় তারার আকাশ-প্রদীপ দুলিছে পুবের পথে,
ভোরের সারথী এখনো আসেনি রক্ত-ঘোড়ার রথে।
গোরস্থানের কবর খুঁড়িয়া মৃতেরা বাহির হয়ে,
সাবধান-পদে ঘুরিছে ফিরিছে ঘুমন্ত লোকালয়ে,
মৃত জননীরা ছেলে-মেয়েদের ঘরের দুয়ার ধরি,
দেখিছে তাদের জোনাকি আলোয় ক্ষুধাতুর আঁখি ভরি।
মরা শিশু তার ঘুমন্ত মার অধরেতে দিয়ে চুমো,
কাঁদিয়া কহিছে, "জনম দুখিনী মারে, তুই ঘুমো ঘুমো।"
ছোট ভাইটিরে কোলেতে তুলিয়া মৃত বোন কেঁদে হারা,
ধরার আগুনে সাজাবে না আর খেলাঘরটিরে তারা।

banglainternet.com

দূর মেঠো পথে প্রেতেরা চলেছে আলেয়ার আলো বয়ে,
বিলাপ করিছে শ্মশানের শব ডাকিনী-যোগিনী লয়ে।

রহিয়া রহিয়া মড়ার খুলিতে বাতাস দিতেছে শীস,
সুরে সুরে তার শিহরি উঠিছে আঁধিয়ারা দশদিশ।
আকাশের নাট্যমঞ্চে নাচিছে অপ্সরী তারাদল;
দুগ্ধ ধবল ছায়াপথ দিয়ে উড়াইয়া অঞ্চল।
কাল পরী আর নিদ্রা পরীরা পালঙ্ক লয়ে শিরে,
উড়িয়া চলেছে স্বপনপুরীর মধুমালা–মন্দিরে।

হেনকালে দূর গ্রাম পথ হতে উঠিল আজান-গান,
তালে তালে তার দুলিয়া উঠিল স্তব্ধ এ ধরাখান।
নিত্য শুনি যে আজানের সুর— পরাণ হরন গান,
কি মধুর যেন পেলব পরশে জুড়াইয়া যায় প্রাণ।
আজকে সে সুরে, ধ্বনিতেছে যেন কি এক অশুভ বাণী,
কোন সে ভীষণ ঘটনা ঘটিবে কোথায় যে নাহি জানি।
কঠিন কঠোর আজানের ধ্বনি উঠিল গগন-জুড়ে—
সুরেরে কে যেন উঁচু হতে আরো উঁচুতে দিতেছে ছুঁড়ে।
পূর্ব আকাশে রক্ত বরণ দাঁড়াল পিশাচী এসে,
ধরণী ভরিয়া লহু উগারিয়া বিকট-দর্শনে হেসে।
ডাক শুনি তার কবরে যাইয়া পালাল মৃতের দল,
শ্মশান ঘাটায় দৈত্য-দানার থেমে গেল কোলাহল।
গগনের পথে সহসা নিভিল তারার প্রদীপ মালা
চাঁদ জ্বলে জ্বলে ছাই হয়ে গেল ভরি গগনের থালা।

তখনো কঠোর আজান ধ্বনিছে, সাবধান সাবধান!
ভয়াল বিশাল প্রলয় বুঝিবা নিকটেতে আগুয়ান।
ওরে ঘুমন্ত—ওরে নিদ্রিত—ঘুমের বসন খোল,
ডাকাত আসিয়া ঘিরিয়াছে তোর বসত-বাড়ির টোল।
শয়ন-ঘরেতে বাসা বাঁধিয়াছে যত না সিঁধেল চোরে,
কণ্ঠ হইতে গজমতি হার নিয়ে যাবে চুরি করে।
শয়ন হইতে জাগিল সোজন, মনে হইতেছে তার,
কোন অপরাধ করিয়াছে যেন জানে না সে সমাচার।
চাহিয়া দেখিল, চালের বাতায় ফেটেছে বাঁশের বাঁশী,
ইঁদুর আসিয়া থলি কেটে তার ছড়ায়েছে কড়ি রাশি।
বার বার করে বাঁশীরে বকিল, ইঁদুরেরে দিল গালি,
বাঁশী ও ইঁদুর বুঝিল না মানে সেই তা শুনিল খালি।

তাড়াতাড়ি উঠি বাঁশীটি লইয়া দুলীদের বাড়ি বলি,
চলিল সে একা রাঙা প্রভাতের আঁকা-বাঁকা পথ দলি।
খেজুরের গাছে পেকেছে খেজুর, ঘনবন-ছায়া-তলে,
বেথুল ঝুলিছে বার বার করে দেখিল সে কুতুহলে।
ও-ই আগ্‌ডালে পাকিয়াছে আম, ইস্‌রে রঙের ছিরি!
একে টিলেতে এখনি সে তাহা আনিবারে পারে ছিঁড়ি!
দুলীরে ডাকিয়া দেখাবে এসব, তারপর দুইজনে,
পাড়িয়া পাড়িয়া ভাগ বসাইবে ভুল করে গণে গণে।
এমনি করিয়া এটা ওটা দেখি বহুখানে দেরি করি,
দলীদের বাড়ি এসে পৌঁছিল খুশীতে পরাণ ভরি।

"দুলী শোন্ এসে—ওকিরে এখনো ঘুমিয়ে যে রয়েছিস্?
ও পাড়ার লালু খেজুর পাড়িয়া নিয়ে গেলে দেখে নিস্!
সিঁদুরিয়া গাছে পাকিয়াছে আম, শিগ্‌গির চলে আয়,
আর কেউ এসে পেড়ে যে নেবে না, কি করে বা বলা যায়!

এ খবর শুনে হুড়মুড় করে দুলী আসছিল ধেয়ে,
মা বলিল, "এই ভর সকালে কোথা যাস্ ধাড়ী মেয়ে?
সাতটা শকুনে খেয়ে না কুলোয় আধেক বয়সী মাগী,
পাড়ার ধাঙড় ছেলেদের সনে আছেন খেলায় লাগি!
পোড়ারমুখীলো, তোর জন্যেতে পাড়ায় যে টেকা ভার,
চুণ নাহি ধারি এমন লোকেরো কথা হয় শুনিবার!"

এ সব গালির কি বুঝিবে দুলী, বলিল একটু হেসে,
"কোথায় আমার বয়স হয়েছে, দেখই না কাছে এসে!
কালকে ত আমি সোজনের সাথে খেলাতে গেলাম বনে,
বয়স হয়েছে এ কথা ত তুমি বল নাই তক্ষণে।
এক রাতে বুঝি বয়স বাড়িল? মা তোমার আমি আর
মাথার উকুন বাছিয়া দিব না, বলে দিনু এইবার।"
ইহা শুনি মার রাগের আগুন জ্বলিল যে গিঠে গিঠে,
গুড়ুম্ গুড়ুম্ তিন চার কিল মারিল দুলীর পিঠে।
ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চাহিয়া সোজন দেখিল এ অবিচার,
কোন হাত নাই করিতে তাহার আজি এর প্রতিকার।

banglainternet.com

পায়ের উপরে পা ফেলিয়া পরে চালল সমুখ পানে,
কোথায় চলেছে কোন পথ দিয়ে, এ খবর নাহি জানে।
দুই ধারে বন, লতায়-পাতায় পথেরে জড়াতে চায়,
গাছের উপরে ঝালর ধরেছে শাখা বাড়াইয়া বায়।
সম্মুখ দিয়া শুয়োর পালাল, ঘোড়েল ছুটিল দূরে,
শেয়ালের ছাও কাঁদন ছাড়িল সারাটি বনানী জুড়ে।
একেলা সোজন কেবলি চলেছে, কালো কুজ্‌ঝটি পথ,
ভর-দুপুরেও নামে না সেথায় রবির চলার রথ।
রক্ত ঝরিছে বেতসের শীষে শরীরের চাম ছিঁড়ে।
সাপের ছেলম পায়ে জড়ায়েছে, মাকড়ের জাল শিরে,
এমনি করিয়া বহুক্ষণ পরে রায়ের দীঘির পাড়ে,
দাঁড়াল আসিয়া ঘন বেত ঘেরা একটি ঝোপের ধারে।

এই রায়-দীঘি, ধাপ-দামে এর ঘিরিয়াছে কালোজল,
কলমি লতায় বাঁধিয়া রেখেছে কল ঢেউ চঞ্চল।
চারিধারে এর কর্দম মথি বুনো শুকরের রাশি,
শালুকের লোভে পদ্মের বন লুণ্ঠন করে আসি।
জল খেতে এসে গোখুরা সর্পেরা চিহ্ন এঁকেছে তীরে,
কোথাও গাছের শাখায় তাদের ছেলম রয়েছে ছিঁড়ে।
রাত্রে হেথায় আগুন জ্বালায় নর-পিশাচের দল,
মড়ার মাথায় শিস দিয়ে দিয়ে করে বন চঞ্চল।
রায়েদের বউ গলবন্ধনে মরেছিল যার শাখে,
সেই নিমগাছ ঝুলিয়া পড়িয়া আজো যেন কারে ডাকে।

এইখানে এসে মিছে ঢিল ছুঁড়ে নাড়িল দীঘির জল,
গাছেরে ধরিয়া ঝাঁকিল খানিক, ছিঁড়িল পত্রদল।
তারপর শেষে বসিল আসিয়া নিমগাছটির ধারে,
বসে বসে কি যে ভাবিতে লাগিল, সে-ই তা বলিতে পারে।

পিছন হইতে হঠাৎ আসিয়া কে তাহার চোখ ধরি,
চুড়ী বাজাইয়া কহিল, "কে আমি বল দেখি ঠিক করি।"

"ও পাড়ার সেই হ্যরানের পোলা।" "ইস"—"শোন বলি তবে,
নবীনের বোন বাতাসী কিম্বা উল্লাসী তুমি হবেই হবে!"

"পোড়ারমুখীরা এখনি মরুক"—"আহা আহা বড় লাগে,
কোথাকার এই ব্রহ্মদৈত্য কপালে চিমটি দাগে।"
"হয়েছে হয়েছে, বিপিনের খুড়ো মরিল যে গত মাসে,
সেই আসিয়াছে, দোহাই! দোহাই!! বাঁচি না যে খুড়ো ত্রাসে।
"ভারি ত সাহস!" এই বলে দুলী খিল্ খিল্ করে হাসি,
হাত খুলে নিয়ে সোজনের কাছে ঘেঁষিয়া বসিল আসি।

banglainternet.com

"একি, তুই দুলী!" বুঝি বা সোজন পড়িল আকাশ হতে,
চাপা হাসি তার ঠোঁটের বাঁধন মানে না যে কোন মতে।

দুলী কহে, "দেখ্ ! তুই ত আসিলি, মা তখন মোরে কয়,
বয়স বুঝিয়া লোকের সঙ্গে আলাপ করিতে হয়।
ও পাড়ার খেঁদি পোড়ারমুখীরে ঝেঁটিয়ে করিব সারা,
আর জগাপিসী, মায়ের নিকটে যা তা বলিয়াছে তারা।
বয়স হয়েছে আমাদের থেকে ওরাই জানিল আগে,
ইচ্ছে যে করে উহাদের মুখে হাতা পুড়াইয়া দাগে।
আচ্ছা সোজন ! সত্যি করেই বয়স যদি বা হত,
আর কেউ তাহা জানিতে পারিত এই আমাদের মত ?"

ঘাড় ঘুরাইয়া কহিল সোজন, "আমি ত ভেবে না পাই,
এতদিন মোরা এত খেলিলাম, বয়স ত আসে নাই !
আজকে হঠাৎ বয়স আসিল ? আসিলই যদি শেষে,
কথা কহিল না, অবাক কাণ্ড, দেখি নাই কোন দেশে।"

দুলালী কহিল, "আচ্ছা সোজন, বল্ দেখি তুই মোরে,
বয়স কেমন ! কোথায় সে থাকে, আসে বা কেমন করে ?"
"তাও না জানিস" সোজন কহিল, "পাকা চুল ফুরফুরে,
লাঠি ভর দিয়ে চলে পথে পথে বুড়ো সে যে থুরথুরে।"
"দেখ দেখি ভাই, মিছে বলিসনে, আমার মাথার চুলে,
সেই বুড়ো আজ পাকাচুল লয়ে আসে নাইতরে ভুলে ?"

দুলীর মাথার বেণীটি খুলিয়া সবগুলো চুল ঝেড়ে,
অনেক করিয়া খুঁজিল সোজন বুড়োনি সেথায় ফেরে !
দুলীর মুখ ত সাদা হয়ে গেছে, যদি বা সোজন বলে,
বয়স আজিকে এসেছে তাহার মাথার কেশেতে চলে !
বহুখন খুঁজি কহিল সোজন—"নারে না, কোথাও নাই,
তোর চুলে সেই বয়স–বুড়োর চিহ্ন না খুঁজে পাই ?"
দুলালী কহিল, "এক্ষুণি আমি জেনে আসি মার কাছে—
আমার চুলেতে বয়সের দাগ কোথা আজি লাগিয়াছে।"

দুলী যেন চলে যায়ই আর কি, সোজন কহিল তারে,
"এক্ষুণি যাবি ! আয় না একটু খেলিগে বনের ধারে !"
'বউ–কথা–কও' গাছের উপরে ডাকছিল বৌ–পাখি,
সোজন তাহারে রাগাইয়া দিল তার মত ডাকি ডাকি।
দুলীর তেমনি ডাকিতে বাসনা, মুখে না বাহির হয়,
সোজনেরে বলে, "শেখা না কি করে বউ–কথা–কও কয় ?"

দুলীর দুখানা ঠোঁটেরে বাঁকায়ে খুব গোল করে ধরে,
বলে, "এইবার শিস দে ত দেখি পাখির মতন স্বরে।"
দুলীর যতই ভুল হয়ে যায় সোজন ততই রাগে,
হাসিয়া তখন দুলীর দুঠোঁট ভেঙে যায় হেন লাগে।

banglainternet.com

"ধ্যেৎ বোকা মেয়ে, এই পারলি নে, জিভটা এমনি করে,
ঠোঁটের নীচেতে বাঁকালেই তুই ডাকিবি পাখির স্বরে।"
এক একবার দুলালী যখন পাখির মতন ডাকে,
সোজনের সেকি খুশী, মোরা কেউ হেন দেখি নাই তাকে।
"দেখ, তুই যদি আর এতটুকু ডাকিতে পারিস ভালো,
কাল তোর ভাগে যত পাকা জাম হবে সব চেয়ে কালো।
বাঁশের পাতার সাতখানা নথ গড়াইয়া দেব তোরে,
লাল কুঁচ দেব, খুব বড় মালা গাঁথিস যতন করে!"

দুলী কয়, "তোর মুখ-ভরা গান, দে না মোর মুখে ভরে,
এই আমি ঠোঁট খুলে ধরিলাম দম যে বন্ধ করে।"
"দাঁড়া তবে তুই," বলিয়া সোজন মুখ বাড়ায়েছে যবে,
দুলীর মাতা যে সামনে আসিয়া দাঁড়াইল কলরবে।
"ওরে ধাড়ী মেয়ে! সাপে বাঘে কেন খায় না ধরিয়া তোরে,
এতকাল আমি ডাইনী পুষেছি আপন জঠরে ধরে!
দাঁড়াও সোজন, আজকেই আমি তোমার বাপেরে ডাকি,
শুধাইব, এই বেহায়া ছেলের শাস্তি সে দেবে নাকি?"

এই কথা বলে দুলালীরে সে যে দিল থাপ্পড় মারি,
টানিতে টানিতে বুনো পথ বেয়ে ছুটিল আপন বাড়ি।
একেলা সোজন বসিয়া রহিল পাথরের মত হায়,
ভাবিবারও আজ মনের মতন ভাষা সে খুঁজে না পায়?

banglainternet.com

পাঁচ

হায় কাছেম চলিল রণে হাতে বান্দি কঙ্কনা,
শিরে বান্দি সেহারা, মেন্দির দাগ ত গেল না।
এই শোকে আফশোস্ করে কান্দে বিবি সকিনা,
জিন্দিগি ভরিয়া পতি আর ত দেখা হল না।
—জারিনাচের গান

মহরমের মাস আসিল, শিমুলতলীর গাঁয়ের সবে,
জারির গানে, লাঠির খেলায় মাতলো আবার মহোৎসবে।
আজকে গাঁয়ে নাইক গরীব, আজকে গাঁয়ে নাইক ধনী,
কাহার কত বিদ্যা বেসাত আজ তা মোরা কেউ না গণি।
মনীর মিঞা টাকার কুমীর ছমির শেখের বিদ্যে ভারি,
রামনগরের নায়েব মশায় থাকুক তিনি তাঁহার বাড়ি!
আজকে ডাক কোথায় আছে মদন কুলু, পাতার ঘরে
শিমুলতলীর গাঁয়ের গরব নাচে যাহার লাঠির পরে।
লেংটি পরা ছদন মিঞা ডাকে যখন "হযরত আলী"
আকাশ ভেঙে গর্জ্জে ঠাটা পাতাল ভেঙে মুরছে বালী।
গদাই নমু, রাম বেহারা, বিন্দু নাপিত কোথায় আজি!
সড়কি লাঠি হস্তে লয়ে মালকোছাতে আসুক সাজি।

ছমুর পোলা সোজন, তারে আজকে মোরা আনবো ডাকি,
মহরমের করুণ গাথা শুনব তাহার কণ্ঠে রাখি।
আজকে গরব গায়ের জোরের, আজকে গরব বুকের পাটার,
আজকে মোরা মানবনাক—কেবা মোড়ল কে তাঁবেদার।

কালিমদ্দি কুলুর পোলা, নেব তাহার পায়ের ধুলি,
মদনপুরের লড়ার কথা আজো মোরা যাইনি ভুলি।
বয়স গেছে শমের কাছে চক্ষু দুটি কোটরগত,
আজ পারে না ধরতে লাঠি নওজোয়ানী কালের মত।
তবু তাহার কায়দা হাতের, তবু তাহার সাহস বুকের,
দশ গেরামের মধ্যে ইহা নয়ক কথা কেবল মুখের।
একশ বছর এমনিভাবে শিমুলতলী গাঁয়ের হয়ে,
অনেক লড়াই শেষ করেছে জয়ের সুনাম মাথায় বয়ে।
তাহার গায়ের একশ বছর দেছে অনেক লাঠির ক্ষত,
বিত্তি-বেসাত যতই থাকুক, নয়ক তারা ইহার মত।

শিমুলতলীর গাঁয়ের ছেলে আখড়াতে আজ জিতলে পরে,
অনেক কালের অনেক স্মৃতি বুকখানি তার দেয় যে ভরে!
আজকে তারে ঘিরিয়ে মোরা নাচব সবে রুদ্র তালে,
আরব দেশের করুণ গাথা আনব টেনে সুরের জালে।
নিতাই ধোপা বীরের সেরা হোক না গরীব লোকের ছেলে,
মহরমে মাতবনাক আজকে মোরা তাহায় ফেলে।
রামদাখানি হস্তে লয়ে কালীর নাচন নাচবে যখন,
লহর গাঙে তুফান তুলে, কণ্ঠে নাচে ঘোর গরজন।

মহরমের দল মিলেছে উল্লাসেতে দিকটি ভরে,
জনমানবের খই ভাজে কে শিমুলতলীর মাঠের পরে।
সাত আটটা হাটের যেন গণ্ডগোলকে এক করিয়া,
রেখেছে এই মাঠের মাঝে নর-মুণ্ডের জাল ঘিরিয়া।

banglainternet.com

মধ্যে তাহার জারীগানের চলছে তুফান কণ্ঠ চিরে,
কারবালারি করুণ কাঁদন ঢেউ খেলিছে নয়ন নীরে।
ওধার দিয়ে আছেন বসে গাঁয়ের যত বৌ-ঝিরা সব,
ছেলের দলে এধার দিয়ে করছে মৃদু কলকল রব।
আর দুধারে জুয়ান বুড়ো নমুর সাথে মুসলমানে,
চোখের জলে জল মিশায়ে শুনছে কথা বিষাদ-প্রাণে।

সোজন আজি নতুন গায়েন, লাল গামছা ঘুরিয়ে শিরে,
মহরমের নাচন নেচে গান গাহে তার দলটি ঘিরে।
সখিনা তার বিয়ের দিনে ভাঙল গলার হাঁসলীখানি,
কারবালারি দুখের দহে ভাসল তাহার ছোরমাদানী।
মরা পতির লাশ লইয়া দুলদুল যে আসল ফিরে,
এখনো সেই বিয়ের শাড়ী সখিনারে রইছে ঘিরে।
নয়ন জলে কূল হারাল তাহার চোখের ছোরমারেখা,
অভাগিনী আর পাবে না তাহার নয়া পতির দেখা।
সমর সাজে সাজিয়ে যারে পাঠিয়েছিল কারবালাতে,
তারে আজি গোরের কাফন পরাবে সে কোন্ বা হাতে!

স্মৃতির আগুন দ্বিগুণ জ্বলে জল ঢালিলে নেভে না হায়,
হাতে পায়ে লাল মেহেদী মুছতে গেলে মুছতে না চায়।
কান্দে কান্দে হায় সখিনা, ছিড়িয়া তার মাথার বেণী,
দুঃখে তাহার বাবলা বনে দুম্বা শিশু মুখ মেলেনি।
সেই কাঁদনে শিমুলতলী গাঁয়ের পরাণ উঠছে দুলে,
কারবালারি দুখ-দরিয়ার ঢেউ এসে তার ভাঙছে কূলে।

banglainternet.com

কেঁদে কেঁদে গায় যে সোজন, সুর যেন তার বাঁশের বাঁশী,
শাহারবানুর পুত্রশোকে শিমুলতলী যায় যে ভাসি।
মাঝে মাঝে গান থামায়ে দলের সবার হাত ধরিয়া,
কখন নাচে ঘুরিয়ে বাহু, কখন নাচে ঘাড় নুইয়া।

এমনি করে দুঃখ দিনের শেষ হইল সকল ব্যথা,
আবার সোজন আরম্ভিল চাচা ভাজতের লড়াই কথা।
কারবালারি বিষাদ গাথা মামুদ হানিফ শুনল যবে,
কেউটা সাপের দুলল ফণা সাপ-নাচান বাঁশীর রবে।
কোথায় এজিদ! হায় কমবখ্‌ত! আজকে তোরে মুঠোয় পেলে,
বাঘের মত পাঁজর ছিঁড়ে টুকরো করে দিতাম ফেলে।
সিংহ যেমন হরিণ ধরে, ইঁদুর ধরে যেমন সাপে,
সামনে পেলে মামুদ হানিফ তেমনি তারে ধরত দাপে।
হু হুঙ্কারে ডাক ছাড়িল মামুদ হানিফ উচ্চরবে,
মদিনাতে রণের ভেরী বাজল আজি মহোৎসবে।
তালেব আলী, আক্কেল আলী যেন দুটি জেন্দা কামান,
হুঙ্কারেতে আগুন জ্বালি আকাশ জমিন পোড়ায় তামান।
সাজে মর্দ বীর বক্স—সাজে মর্দ জহর আলী,
ঝনঝনিয়ে বাজায় কৃপাণ, ঢাল ঝুলায়ে হাজার ঢালী।
বেড়িয়ে তাদের গর্জে হানিফ—গর্জে যেন গজব খোদার
আকাশ ভুবন উপড়িয়ে আজ করবে তারা এক একাকার।
আজকে তারা দাদ লইবে কারবালার এ অত্যাচারের,
পারবে না কেউ পরাবেনাক থামাতে আজ হিংসা তাদের।
প্রলয় নাচন নাচে হানিফ হাজার সেনা সঙ্গে নিয়ে,
দাবানল আজ নাচছে যেন বনের বুকে আগুন দিয়ে।

সেই আগুনের প্রলয় শিখা হাজার বছর পার হইয়া,
পলে পলে আগুন জ্বালায় বেড়ি মানব মনের হিয়া!
সেই আগুনে জ্বলছে আজি শিমুলতলী গাঁয়ের সবে,
এবার তারা মাতবে যেন বহ্নি-নাগের মহোৎসবে।
সোজনের আজ কণ্ঠ হতে বারুদ যেন বাহির হয়ে,
আছড়িয়ে যে পড়ছে ছুটে সেই আগুনের ধ্বংসালয়ে।
দিকে দিকে নাচে আগুন—নাচে আগুন দিগন্তরে,
মধ্যে তাহার নাচে সোজন, কণ্ঠ হতে বহ্নি ক্ষরে।

সেই নাচনের রুদ্র-তালে বুঝি মনের অগোচরে,
শিমুলতলীর গাঁয়ের সবে ঘিরিয়ে তারে নৃত্য করে।
কখন জানি মদন মিঞা ঘূর্ণিপাকে রামদা হানি,
এমন নাচন নাচছে যেন ফেলবে ভেঙে জগৎখানি।
গদাই মোড়ল ঘুরায় লাঠি মদন মিঞা নাচায় খাঁড়া,
ক্ষ্যাপা মোষের দলকে আজি কে দিয়েছে হঠাৎ তাড়া।
নিতাই ধোপা কৃপাণ লয়ে নাচে যেন করাল কালী,
হি হি হি হি ডাক ছাড়িয়া দিকে দিকে আগুন জ্বালি।
ছিঁড়ছে আকাশ ছিঁড়ছে জমিন, নখে নখে আঁচড় দিয়া,
আজ যেন সে সপ্তধরার লহুর সাগর পান করিয়া;
অট্ট অট্ট হাসিয়ে বামা কখন কখন মূর্ছি পড়ে;
তাণ্ডবিনীর হুঙ্কারেতে সূর্য নড়ে, আকাশ নড়ে।
আবার কভু ডাক ছাড়িয়ে কেঁদে উঠে থাপড়িয়ে বুক,
উম্মাদিনী বুক ভরেছে লয়ে সে কি দুঃসহ দুখ!
কোলের ছেলে বক্ষ হতে ছিনিয়ে নেছে দস্যু বুঝি,
কেঁদে কেঁদে পথ ভিজাবে আজ সে তারে একলা খুঁজি।

banglainternet.com

শোধ নেবে সে—শোধ নেবে তার—যে করেছে বক্ষ খালি,
ক্রোধদীপ্ত ডাক ছাড়িয়া নাচে বামা উগ্রকালী।

সেই নাচনের রুদ্রতালে আরম্ভিল লাঠির খেলা,
কাহার কত বুকের পাটা দেখাবে সে আজ এ বেলা।
ছেলেয়-ছেলেয় বুড়োয়-বুড়োয় জোয়ান-জোয়ান জোড়ায়-জোড়ায়,
তাল পাকিয়ে ডাক ছাড়িয়ে লাঠির খেলায় আসর জমায়।

ঢলুর খেলার হাতটি ভাল, ছদন কেবল নাচতে জানে,
রহিমকে আজ বসতে বল জানেই না সে খেলার মানে।
ওই ক্ষেপেছে মদন মিঞা যেমন নাচে তেমনি খেলে,
সাত গেরামে উহার মতন লাঠির খেলায় জোড় না মেলে।
জগা খেলবে উহার সাথে। ওই দেখ না একটি পাকে,
বসিয়ে দিল লাঠির বাড়ি মদন তাহার মাথার টাকে।

এমন সময় সোজন বলে, "মদন চাচা, তোমার সনে
পারবো না তা জানিও যদি, ইচ্ছে তবু খেলতে মনে।"
মদন বলে, "বেশ মোর বাপ, চোল-মারা হাত, এই এক হাত,
এই মারিলাম, ফিরিয়ে দিলে, ক্যাবাত বাত, ক্যাবাত বাত।"
দুইজনেতে লাগলো খেলা ঘুরিয়ে লাঠি ঘূর্ণিপাকে,
কুমোর যেমন ঘুরায় চাকা, মেঘে যেমন বিজলী হাঁকে।
ঘুড়ির সাথে ঘুড়ির সাথে কাটাকাটি লাগলো কি আজ,
সাপের সাথে বেজীর লড়াই—বাজের সাথে লড়ছে কি বাজ?

এক-হাতি খেল, দুই-হাতি খেল, তিন-হাতি খেল করল সারা,
চার-হাতি খেল খেলতে সোজন লাঠিতে তার মারল ঝাড়া।
মদন মিঞা ঘুরিয়ে লাঠি যখন জোরে মারল বাড়ি,
ছোঁ মারিয়া সোজন তখন লাঠি তাহার ফেললো কাড়ি।

মদন বলে, "সবাস জোয়ান, শিমুলতলী গাঁয়ের খ্যাতি,
রাখতে তুমি পারবে, এতে ফুলছে আমার বুকের ছাতি।
এই যে লাঠি ভালকে বাঁশের, আমার বাপের বাবার হাতের,
সারা জীবন করছি লড়াই রাখতে বজায় ইহার খাতের।
কাজলডাঙার নিজাম খুনী গড় করেছে ইহার তলে,
এই লাঠিতে জয় করেছি পাথারখালির নমুর দলে।
এই লাঠিতে তালমা হাটে বনগেঁয়োদের হারিয়ে দিয়ে,
শিমুলতলী গাঁয়ের সুনাম এনেছিলাম ঝুলিয়ে নিয়ে।
সেই লাঠি আজ কাড়লে তুমি, দীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে,
এই লাঠিরে ফিরছি সেধে মহরমের এই আসরে।

কেউ লয়নি—ভেবেছিলাম যেদিন লব গোরের মাটি,
ধুলায় সেদিন থাকবে পড়ে এত সাধের হাতের লাঠি।
সেই লাঠি যে কাড়লে তুমি, আজকে আমার ইচ্ছে করে,
আকাশ জমিন বেড়িয়ে নাচি তোমায় আমি মাথায় ধরে।
শিমুলতলী গাঁয়ের বাঁশে তৈরী যে এই হাতের লাঠি,
থাকতে হাতে দেখিস যেন হয় না বে-হাত ইহার মাটি।"

banglainternet.com

এমন সময় একটা কিছু সামান্য কি কারণ লয়ে,
নমু-মুসলমানের লড়াই বাধলো হঠাৎ জমাট হয়ে
বনে যখন আগুন লাগে জল ঢালিলে ফল কিবা তায়,
যতই চাহে থামিয়ে দিতে, হল্লা ততই জোরসে ঘনায়
সাউদ পাড়ার খাঁদের সাথে শিমুলতলীর ছিল বিবাদ,
নমুরে আজ সামনে পেয়ে অনেক দিনের নেবে যে দাদ।
ভাজনপুরের শেখরা এসে মিলল সাউদ পাড়ার দলে,
সড়কি লাঠি হস্তে লয়ে মাতলে তারা লড়াই রোলে।
মুসলমানের উৎসবেতে নমু ছিল অনেক যে কম;
পরাণপণে খানিক যুঝি মার খাইল সবাই বেদম।
কারো ভাঙল পায়ের নলা, কারো ভাঙল কব্জি হাতের,
দাদ লইবে, ফণায় লাথি যে মেরেছে গোখরো সাপের।

ছয়

গুয়া গুয়া জোড়া পান,
মশামাছি ধইরা আন।
—বশীকরণের মন্ত্র

একহাতে হাছুন, আর হাতে কুলা
আধ অঙ্গ লাল, আধ অঙ্গ কালা।
বাঘের পৃষ্ঠে দেবী যায়,
সামনে পাইলে ধইরা খায়।
— বসন্ত রোগের মন্ত্র

রামনগরের নায়েব মশায়, যম যেন স্বয়ং বসে,
ভিটে নিলেম, ডিগ্রীজারী করেন বাকী খাজনা কসে।
সেলামী, আর নজরা-আনা কিস্তি-খেলাফ সুদের বোঝায়,
ভুঁড়ীর উপর বাড়ছে ভুঁড়ীর, দিনে যতই দিন চলে যায়।
ইহার পর 'মাথট' আছে 'বাড়তি' আছে 'কমতি' আছে,
যে দিকে চাও হাত বাড়ালে হাত যে ঠেকে টাকার গাছে।
ঘড়ি ঘড়ি বাজছে টাকা, সামনে দিয়ে পিছন দিয়ে,
কানে কানে কান-কথাতে চোখ-টেপাতে ঝনঝনিয়ে।

banglainternet.com

রামনগরের নায়েব মশায়, কানে তাঁহার কলম গোঁজা,
ছোট হলেও সেই কলমের ইতিহাসটা নয়কো সোজা।

তারি একটা আঁচড় লেগে গেছে কত চালের ছানি,
কত ভিটেয় চরছে ঘুঘু, ইহার হদিস্ আমরা জানি।
সেই কলমের খোঁচায় খোঁচায় খুড়েছে সে অনেক কবর,
তাহার তলে ঘুমায় যারা, কেবা রাখে তাদের খবর?
সেই কলমের আঘাত পেয়ে খুলি মাথার সিঁদুর খানি,
অনেক নারী স্বামীরে তার দিয়েছে হায় চিতায় টানি।
গাজনতলার দবির তাঁতী সাতটি বছর খাটল জেলে,
ইতিহাসটা আজো তাহার ওই কলমের আগায় মেলে।
কলুর টিলায় নমুর পাড়ায় রাত দুপুরে আগুন জ্বালি,
ওই কলমের সহজ স্বরূপ দেখেছি ত-অনেক কালই।

রামনগরের নায়েব মশায়, দেবতা রহেন মন্দিরেতে,
পরব মতন বেল-পাতা-ফুল মাঝে মাঝে চাহেন খেতে।
আল্লা রহেন মসজিদেতে, সিন্নি মানি নামাজ পড়ি,
রোজার চাঁদের উপোস রহি আমরা তারে শান্ত করি।
না করিলে মসজিদ ছেড়ে আল্লা কভু হন না বাহির,
দেবতারেও ভোগ না দিলে নাইক বালাই জবাবদিহির।

রামনগরের নায়েব মশায়—আল্লা নহে, হরি নহে,
কারণ তাহার পূজার বেদী যেখানে যাও সেথায় রহে।
চলন্ত পা-গাড়ীর মত চলন্ত এই দেবতা নিজে,
ঘুরে ঘুরে আদায় করেন, লাগবে পুজোয় তাহার কি যে।
জমা উসুল, বকেয়া বাকী, সেলামী আর নজর-আনা,
কিস্তি-খেলাফ করবে যে এর ডুববে তাহার কিস্তিখানা।

ডিগ্রীজারী—ডিগ্রীজারী—হুকুম তামিল করবে না কে?
ভিটেয় তাহার চরাও ঘুঘু, চড়ক-পাকে ঘুরাও তাকে।
ডিগ্রীজারী—ডিগ্রীজারী—ঘটি-বাটি আন ছিনিয়ে!
বধূর নাকের নথ কেড়ে আন, লাথিতে তার মুখ ভাঙিয়ে।
ডিগ্রীজারী—ডিগ্রীজারী—ঝড়কে যারা ভয় না করে,
পদ্মাসনে সমান যুঝি বসত করে বালুর চরে।
হিংস্র বাঘে তাড়িয়ে যারা গহন বনে গ্রাম রচিল,
গোখ্‌রো সাপের বিষ কাড়িয়া 'জারল বিষের' বেসাত দিল।
চড়ক পুজোয় শ্মশানঘাটায় শ্যাওড়াতলার প্রেতের সাথে,
আজো যারা ডাক-ডাকিনী ভূত-পিশাচের নৃত্যে মাতে;
তাদের কাছে ডিগ্রীজারী—ডিগ্রীজারী—ডিগ্রীজারী;
'গড়ুলী' ওই মন্ত্র কেবা নাগের মাথায় যায় যে ঝাড়ি।
কোন শিরালীর বিষাণ বাজে বৃষ্টি শিলা তুফান রোলে,
ভূতাস্তরী মন্ত্র পড়ি কে থামালো ভূতের দলে?

ডিগ্রীজারী—ডিগ্রীজারী—অন্ন নাহি, বস্ত্র নাহি,
কাঁদুক খোকা আহার বিনে জমিদারের খাজনা চাহি।
খাজনা চাহি—খাজনা চাহি—দুধ না পেয়ে মরুক মেয়ে;
বস্ত্র বিনে ঘরের বধূ গলায় রশি দিক না যেয়ে !
ডিগ্রীজারী—ডিগ্রীজারী—জমিদারের ছেলের বিয়ে,
দাখিলা আজ কাটবনাকো, টাকায় আনার কম না নিয়ে।
মেয়ের হবে অন্নপ্রাশন, ডিগ্রীজারী—ডিগ্রীজারী—
দাখলে প্রতি এক আধুলী, বাপ হলেও তায় না ছাড়ি।

banglainternet.com

বানে শুধু ডোবায় ফসল, আর যে ডোবায় বসত বাড়ি,
জমিদারের 'পোলার' বিয়ের হয় না কিছু জন্যে তারি।
ডিগ্রীজারী—ডিগ্রীজারী—ঘোর প্যাকেতে ঘুরছে চাকা,
সঙ্গে তাহার আসছে সেলাম, সঙ্গে তাহার বাজছে টাকা।
রামনগরের নায়েব মশায় সেই চাকারে হস্তে ধরে,
স্বয়ং শূলচক্রপাণি বিরাজ করেন গ্রামের পরে।

সেদিন রাতি প্রহরখানেক বসে আছেন নায়েব মশায়,
মনটি তাহার উধাও কোন মামলা-মোকদ্দমার কথায়।
এমন সময় পদধূলি লওয়ার ঠেলাঠেলির তরে,
নায়েব মশায় চক্ষু খুলি সামনে দেখেন নজর করে;
শিমুলতলীর গদাই নমু আর এসেছে বিন্দু নাপিত,
আর এসেছে নিতাই ধোপা, পঞ্চাশ জন নমুর সহিত।
শিমুলতলীর গদাই নমু, চাঁড়াল আজি নেড়ের সনে,
যোগ করিয়া সরার মতই ধরাটাকে ভাবছে মনে।
জমিদারের হাট বসিবে শিমুলতলীর গাঁয়ের পরে,
হুকুম দিলেন নায়েব মশাই, গ্রাম ছেড়ে সব যাওগে সরে।

সোজা কথায় বলতে গেলেই ছোটলোকের বাড় বেড়ে যায়,
বলে কিনা, কোথায় যাব গ্রাম ছাড়িয়া, নায়েব মশায়!
কোথায় যাব? নায়েব যেন ওদের বাবার বাবার চাকর,
কর্তারা সব কোথায় যাবেন, বলতে হবে তারও খবর!
বন-বাদাড়ে, চক-পাথারে যেথায় খুশী যাস্ না চলে,
শিমুলতলী হাট বসিবে সোজা কথায় দিলুম বলে।

কত বড় বুকের পাটা জমিদারের হুকুম ঠেলে,
শিমুলতলী গাঁয়ের পরে আজো হেসে ফিরছে খেলে।
দেখে নেব, দেখেই নেব, দেওয়ানী কোর্ট খুলুক আগে;
ডিগ্রীজারী আনব ডেকে, দেখবি তখন কেমন লাগে।
নেড়ের সাথে মিলছে চাঁড়াল, বেশী কিছু বল্লে পরে,
ভাল মন্দ অনেক কিছুই ঘটতে পারে কপাল জোরে।
সাপ নিয়ে ত খেলছে খেলা, ভালই জানেন নায়েব মশাই,
অনেক ছলা, অনেক কলার জাল টেনে তাই ফেরেন সদাই।

গুড়গুড়িতে টান্ মারিয়া খানিক কেশে খানিক হেসে
বল্লে, "কিহে, গদাই মোড়ল, খবর বল সাম্‌নে এসে।"
পায়ের ধুলো আবার নিয়ে, হাত দুখানি জোড় করিয়া,
বল্লে গদাই, "নায়েব মশাই, কইব কি বুক যায় ফাটিয়া।
মহরমের মেলার পরে মিলে যত মুসলমানে,
এমন মারই মারছে মোদের, বেঁচে আছি কেবল প্রাণে।"

"কি বলিলি গদাই মোড়ল"—গর্জি উঠেন নায়েব মশায়;
ঝড়ের রাতের বিজলী যেমন, চোখ দুটিতে আগ উগরায়।
"নমুর মাথায় লাগায় বাড়ি, এতই সাহস নেড়ের বুকে,
গোখ্‌রো সাপের লেঙুর ছিঁড়ে আজো তারা ঘুমায় সুখে?"

"কি করিব নায়েব মশায়," বলে গদাই ঢোক গিলিয়া,
"সাতটা গ্রামের মুসলমানে এলো যখন্ দল বাঁধিয়া,

banglainternet.com

মোরা তখন ভড়কে গেলাম, নইলে পরে দেখেই নিতাম,
আপনি এখন কি যুক্তি দেন, তাই এখানে জানতে এলাম।"
রুখে বলেন নায়েব মশায়, "আমার হবে যুক্তি দিতে!
শিমুলতলীর গদাই মোড়ল পিঁপড়ে খেদায় তার লাঠিতে?
নিতাই ধোপা নাই কি গাঁয়ে, সড়কীতে কি ঘুণ ধরেছে,
মধুর পোলা বিন্দু নাপিত গাঁও ছেড়ে কি পালিয়ে গেছে?
গউর মাঝির রামদা কোথায়, দুখীরামের কোথায় কুঠার!
কালুর বেটা কানাই রামের জুতীর কালে নাই কি রে ধার?"
"সবই আছে নায়েব মশায়, অমরা শুধু হুকুম চাহি;"
গদাই বলে, "আপনি ছাড়া আর আমাদের সহায় নাহি।"
"হুকুম চাহিস?" নায়েব মশায় এবার যেন ক্ষিপ্ত হয়ে
লাফিয়ে উঠে বল্‌লে, "দাঁড়া, আস্‌ছি অমি হুকুম লয়ে।"

খানিক পরে এলেন ফিরে, কপালে তার সিঁদুর মাখা,
চক্ষু দুটি কাঁপছে রাগে যেমন দুটি অগ্নি-চাকা।
হাতে তাহার সদ্য গাঁথা রক্তজবার দুলছে মালা,
'ছিন্ন ফুলের' মুণ্ড বেয়ে ঝরছে যেন লহুর জ্বালা।
"হুকুম চাহিস—হুকুম চাহিস" গর্জি বলে নায়েব মশায়,
"হুকুম তবে আসুক নেমে কালবোশেখির ঘূর্ণি-দোলায়।
হুকুম তবে হাস্য ছড়াক শিমুলতলীর হাজার গোরে।
হুকুম চাহিস—হুকুম চাহিস—হুকুমে মোর অগ্নি ঢালা,
শিমুলতলীর কে আসি আজ পরবে গলে ইহার মালা?"

banglainternet.com

গর্জি বলে গদাই মোড়ল, গর্জি বলে রাম বেহারা,
যতই কেন আগুন জ্বলুক সেই মালা আজ পরবে তারা।
"পরবি তবে, পরবি গেলে?" নায়েব মশায় উচ্চে শুধায়,
চোখ দুটিতে উল্কা জ্বলে, কণ্ঠে তাহার অগ্নি খেলায়।
"পরবি তবে পরবি গলে—রক্ষাকালীর পূজার মালা,
ফুলে ফুলে ঝরছে ইহার ছিন্নশিরের রক্ত জ্বালা!
এই মালা আজ জড়িয়ে শিরে ঘোলাটে মেঘের দল ছুটে আয়,
বৃষ্টিশিলা সঙ্গে লয়ে পবন-রাজের ঘূর্ণি দোলায়!
আয় ছুটে আয় ডাক-ডাকিনী, আয় ছুটে মা শ্মশানকালী,
উগ্রকালী মুণ্ডমালী বহ্নিনাগের মশাল জ্বালি।"
এই বলিয়া নায়েব মশায় একে একে সবার গলে,
রক্ষাকালীর পূজার মালা পরিয়ে দিল মনের ছলে।

প্রণাম করে সব নমু কয়, "হুকুম চাহি নায়েব মশায়,
এই মালা আজ কণ্ঠে পরে করতে হবে কি কাজ আদায়?"
নায়েব কহে, "রাত দুপুরে মুসলমানের ভাঙবি পাড়া,
শিমুলতলির গেরাম হতে আজকে তাদের করবি ছাড়া।
সামনে যারে যেথায় পাবি খাঁড়ার ঘায়ে মুণ্ড নিবি,
নেড়ের লাঠি নমুর ঘাড়ে, আজকে তাহার দাদ লইবি।"

কেঁদে বলে নিতাই ধোপা, "নায়েব মশাই, প্রণাম পায়ে,
ফিরিয়ে নাও ফুলের মালা যাইগে চলে আপন গাঁয়ে।
দশ গেরামের মুসলমানে মারল যখন নমুর দলে,
শিমুলতলি গাঁয়ের যারা তাদের মারি কিসের ছলে?

বরং তারা মোদের হয়ে সবার হাতে খেয়েছে মার,
ভিটে বাড়ি শূন্য করে আমরা আজি শোধ নেব তার!"
রোষে বলেন নায়েব মশায়, "চাঁড়াল কেন বলবে তবে,
পাতি নেড়ের মার খাবি কেন মাথায় যদি বুদ্ধি রবে!
বলতে পারিস্ তফাৎ কোথা মুসলমানে মুসলমানে?
মাথায় যদি মারিস লাঠি সব গায়ে তার বেদনা হানে।
মহরমের মার খেলি আজ, কালকে খাবি হাটের মাঝে,
তার পরেতে চক-পাথারে হাটে ঘাটে সকল কাজে।"

গদাই বলে, "নায়েব মশায়, বুঝি যদি সকল কথা,
তবু ওদের মারতে যেন বুক ভরিয়ে জমছে ব্যথা।
জানি ওরা সংখ্যাতে কম, আমরা যদি দাঁড়াই রুখে,
বাঘের মত ছিঁড়তে পারি পাঁজর ধরে ওদের বুকে।
তবু ওদের মারতে মনে অনেক কথাই আজকে জাগে,
ওদের বুকে হান্‌লে লাঠি আঘাত যেন মোদের লাগে।
এক গেরামের গাছের তলায় ঘর বেঁধেছি সবাই মিলে,
মাথার উপর একই আকাশ হাসছে নানা রঙের নীলে।
এক মাঠেতে লাঙ্গল ঠেলি, বৃষ্টিতে নাই, রৌদ্রে পুড়ি,
সুখের বেলায়, দুখের বেলায় ওরাই মোদের জোড়ের জুড়ি।
দোহাই! দোহাই! নায়েব মশায়, ফিরিয়ে নাও হুকুম তব,
চাঁড়াল মুচি যা বল না, ওদের সাথে তাহাই হব।"

banglainternet.com

নায়েব মশায় উঠল রুখে হুঙ্কারে তার আগুন জ্বলে,
"হারামজাদা চাঁড়াল তোরা সামনে হতে আজ যা চলে।

আমার হুকুম মানলিনাক, ডিগ্রীজারী—ডিগ্রীজারী ;
ভাঙব বাড়ি, লুঠব বেসাত, যাক না আরো দিন দুচারি।
মাঠের জমি ক্রোক করিব, বাঁশগাড়ীতে ঢোল বাজায়ে,
ভিটেয় নাহি চরলে ঘুঘু নাম রাখিব নাম ফিরায়ে।"
বিন্দু নাপিত পাও ধরি কয়, "নায়েব মশায়, নায়েব মশায়,
আর কোন কি আদেশ নাহি ইহা ছাড়া তোমার হেথায়?"
"নাহি! নাহি!!" নায়েব কহে হুঙ্কারেতে আকাশ ফাড়ি,
"রাতারাতি সকল নেড়ের ভাঙবি শিমুলতলীর বাড়ি।"
"তাহাই হবে, নায়েব মশায়," সকল নমু ডাক দিয়া কয়,
"পিছে যাওয়ার পথ যদি নাই, সামনে চলি হোক যাহা হয়।"
নায়েব বলেন, "এই ত সাবাস, মহামায়ার ভক্ত তোরা,
রক্তখাকীর আদেশ আজি পালন করে আয়গে ত্বরা।"

বাইরে তখন কৃষ্ণরাতের অন্ধকারে ঢেউ তুলিয়া,
গাজনতলীর বিলের মাঝে প্রেত চলেছে আলোক নিয়া।
থেকে থেকে বনের মাঝে ডাক দিতেছে হুতুম পাখি,
নিশীথিনীর তিমির বুকে গাঢ়তম তিমির মাখি।

সাত

ঘরখানি বন্দ মনা ভাই, দুয়ারখানি ছান্দ,
হাপনি মরিয়া যাইবা তার লাইগা নি কান্দ।
—মুর্শিদা গান

রজনী তখন প্রভাত হয়েছে, শিমুলতলীর মজিদ ঘরে,
মুসলমানেরা মিলিয়াছে আসি, না জানি তাহারা কিসের তরে।
এক পাশে তার মাটির চেরাগ ঘুরিয়া ঘুরিয়া বায়ুর সনে,
এর মুখ হতে ওর মুখ পানে চাহিয়া কি যেন দেখিছে গণে।
ঊর্দ্ধ আকাশে চাঁদ নাই আজ, চুপি চুপি তাই তারারা যত,
আলোরে লইয়া খণ্ড করিয়া লুটিয়া লইছে যে যার মত।
শেষ রাত্রের উদাসী বাতাস থাকিয়া থাকিয়া বহিছে বেগে,
পাতায় পাতায় ফিস্ ফিস্ কথা কারা যেন আজ কহিছে জেগে।
মসজিদের ঘরে বহু লোক জমা, বুঝিবা কাহারা প্রদীপ জ্বালি,
নীরবতার কি রূপ আঁকি যেন পড়িয়া পড়িয়া দেখিছে খালি।
গোরস্থানের মৃতেরা উঠিয়া বুঝি এ নীরব নিশির সনে,
গত জীবনের সকল কাহিনী মনে মনে তারা দেখিছে গণে।

এমনি করিয়া বহুক্ষণ গেল, পরে একে একে উঠিয়া তারা,
বাহিরের ঘন অন্ধকারেতে গা মিশায়ে সবে হইল হারা।
ভাঙা মস্‌জিদ, তারি এক কোণে একাকিয়া সেই প্রদীপখানি,
ঘুরিয়া ঘুরিয়া আঁধারের বুকে সোনার আঁখর চলিল টানি।

banglainternet.com

গাঁর ঘরে ঘরে ফিস্ ফিস্ কথা অতি সাবধানে কহিছে কারা,
শব্দবিহীন চরণ ফেলিয়া আসে আর যায় ব্যস্তপারা।
জিনিসপত্র কেহবা বাঁধিছে ; কেহবা লইছে মাথায় করে,
কেহবা হতেছে ঘরের বাহিরে ঘুমন্ত ছেলে বক্ষে ধরে।
কারো মুখে আজ কোনো কথা নাই, আঁধারে কিছুই যায় না দেখা,
ইঙ্গিতে শুধু সারিতেছে কাজ, পড়া যায় নাক মুখের রেখা।

হেন কালে দূর মসজিদ হতে উঠিয়া করুণ আজান্-গান,
রাতের আঁধারে জড়াজড়ি করি দূর বন-পথে হারাল তান।
সেই সুর শুনি কাতারে কাতারে মুসলমানেরা মজিদ ঘরে,
মিলিল আসিয়া নীরব চরণে, অধর কাঁপে কি শঙ্কা ভরে।
সামনে দাঁড়ায়ে মনির মুন্সী, বয়স তাহার আশীর কাছে,
ঘন সাদা দাড়ী, প্রশান্ত মুখে মমতার মত জড়ায়ে আছে।
সামনে লইয়া কোরান শরীফ সূরা-ফাতেহার চরণ পড়ি,
সারে জাহানের ক্রন্দনে যেন চোখ দুটি তার আসিছে ভরি।
রোজ-হাশরের পড়িছে বয়ান, নিশিথিনী যেন অলক-ভার,
আঁধারে আছাড়ি শান্ত করিতে চাহিতেছে কোন বেদনা তার।
দীনের রসুল কেয়ামত-দিনে খোদাতাল্লার আরশ ধরি,
যেমন করিয়া কাঁদি উঠিবেন নিখিল নরের ভাগ্য স্মরি ;
সেই ক্রন্দন আসিয়াছে যেন তাহার কোরান পড়ার সুরে,
গাছ-পাতা-লতা পশু-পাখি যত, সাথে সাথে তার কাঁদিছে ঝুরে।
কোরানের সুর যেন ঘোর রাতে লায়লীর একা কবর পরে,
অভাগা মজনু মোমের প্রদীপ জ্বালাইয়া কাঁদে দুখের ভরে।
মুন্সী সাহেব পড়িছে কোরান, চোখ দুটি তার ভরিছে জলে,
আবেগের পর আবেগ আসিয়া জড়াইছে কথা তাঁহার গলে।

তারপর শেষে কোরান রাখিয়া কহিলেন, "শুন সকল ভাই,
আজ হতে আর শিমুলতলীতে আমাদের তরে নাহিক ঠাঁই।
এই মসজিদে শেষ নামাজের জামাতে আজিকে হইয়া খাড়া,
আর কিছু মোরা নাহি ভাবি যেন সারে জাহানের মালিক ছাড়া।
এসো ভাই, মোরা মোনাজাত করি হাত উঠাইয়া খোদার কাছে,"
এমন সময় ছমির লেঠেল উঠে বলে, "মোর আরজ আছে।"
মুন্সী সাহেব ! জানি, আমি জানি, অনেক বোঝেন আমার থেকে,
আজি আপনার বুদ্ধি বুঝিতে চেষ্টা করেও গেলাম ঠেকে।
হাতের লাঠি এ হাতে থাকিতেই বিনা কাইজায় ছাড়িলে গ্রাম,
শিমুলতলীর মুসলমানের ঘৃণায় যে কেহ লবে না নাম !
মরি আর বাঁচি বাপের ভিটায় রহিব আমরা কামড়ি মাটি,
আজরাল যদি সামনে দাঁড়ায়, হেথা হতে কেহ যাব না হাঁটি।

"কি বল ভাইরা—বুকের পাটায় হাত দিয়ে আজ বল ত সবে,
চোরের মতন পালায়ে যাবে কি মানুষের মত হেথায় রবে?"
সবাই উঠিল কলরব করি, "পলাব না মোরা, কিছুতে নয়,
হয়ত হেথায় বাঁচিব, নতুবা করিব এ গাঁও কবরময়।"
সোজন তখন কহিল উঠিয়া থাপড় মারিয়া আপন বুকে,
"যাবে যারা যাও, পাষাণের গায় মরিব আজি এ বক্ষ ঠুকে।
শিমুলতলীর এই গ্রাম ভাই, ছোট ছোট কুঁড়ে ঘরের তলে,
সুখ-দুঃখের কত শত দিন আসিয়াছে আর গিয়াছে চলে।
গাছেরা ইহার দোলায়েছে ছায়া, বাতাস করেছে মায়ের মত,
মাটি দেছে তার সোনার ফসল লাঙলের ঘায়ে হইয়া ক্ষত।
বাপ ভাইদের কবর খুঁড়িয়া শোয়ায়েছি এর মাটির তলে,
ভিজায়েছি এর শুষ্ক ধূলিরে কত বিষাদের নয়ন-জলে।

কবরে কবরে ভরিয়া রেখেছি মমতায় জোড়া কত না দিল্,
এ গাঁয়ের প্রতি ধূলিকণা সাথে আমাদের আছে মনের মিল।
আজ যদি মোরা চোরের মতন পলাইয়া যাই এ গাঁও ছেড়ে,
বাপ-পিতামহ অভিশাপ দিবে উঠিয়া আসিয়া কবর ফেড়ে।
ভাইরা আমার দিনে পাঁচবার এই মস্‌জিদে নামাজ পড়ি,
খোদা-রসুলের পথ পাইয়াছি কোরান-শরীফ সামনে ধরি।
এই মস্‌জিদ কারে দিয়ে যাবে? ফজর মেহেদী মাথার আগে,
মোয়াজ্জিনের আহ্বান-ধ্বনি উঠিবে না আর মোহন রাগে।
তোমাদের যত আপন জনের কবরে রচিয়া ফুলের ঝাড়,
দল বেঁধে ভাই জেয়ারত করি ভেস্ত লই যে মাগি সবার।
আজকে তাদের হেথায় ফেলিয়া পলাইয়া যাবে চোরের মত,
'রোজ হাসরের' ময়দানে এর তরে দেনাদারী হইবে কত!
বল ভাই সব, এ-গাঁয়ের চেয়ে পবিত্র ঠাঁই কোথায় হবে?
হেথা যদি মরি এই মক্কায় আমাদের সব কবর রবে।
এ গাঁও ছাড়িয়া যাব না—যাব না, রক্ষা করিতে ইহার মাটি,
প্রাণ যদি যায় সে প্রাণ হইবে বাঁচার চাইতে অনেক খাঁটি।"

এমন সময় মুন্সী সাহেব ধীর মন্থর করুণ স্বরে,
কহিল, "ভাইরা কথাটা আমার দেখিও একটু বিচার করে।
জানি আমি ভাই, তোমাদের এই সবার বুকের শুনিয়া গান,
বৃদ্ধ হয়েছি, আমারো বুকের রক্ত-সাগরে ডাকে তুফান।
তবু জেনো ভাই, খোদার দুনিয়া, এখানে মোদের বাঁচিতে হবে,
সহিতে হইবে দুঃখ সুখের দোলা এসে লাগে বক্ষে যবে।
রামনগরের নায়েব মশায় খেপিয়ে দিয়েছে নমুর দলে,
মূর্খ তাহারা, এখনো শেখেনি সুজন-কুজন কাহারে বলে!

খবর তোমরা অনেকেই জান, নমুরা সকলে মিলিয়া আজ,
বাঙড়ের চকে বর্শা বানায়ে আক্রমণের করিছে সাজ।
তিন গেরামের মিলিয়াছে নমু, সামান্য মোরা কজন লোক,
ডাক ছেড়ে যবে দাঁড়াবে আসিয়া অসাধ্য হবে ফিরাতে রোখ।
আমরা কজন মারিতে পারিব, জানি আমি ইহা সত্য করে,
অসহায় যত কচি শিশুদের দিয়ে যাবে ভাই, কাদের করে?
এই মসজিদ ইটের গাঁথুনি, আল্লা হেথায় করে না বাস,
ইহার মায়ায় মাথায় করিয়া বহিয়া আনিবে সর্বনাশ!
মুসলমানের যেথায় বসতি সেথা মস্‌জিদ আপনি হবে,
মানুষ মরিলে মস্‌জিদে বসে আল্লার নাম কাহারা লবে?
বল বল ভাই, কখানা ইটের স্তম্ভের আজ রাখিতে মান,
কেন এ মৃত্যু-কবলে ঝাঁপায়ে পড়িবে তোমরা মুসলমান?
কথা শুন ভাই, কাজির গাঁয়েতে আমরা সকলে পলায়ে যাই,
সেথায় মোদের আশ্রয় দিবে/মুসলমানেরা জাতের ভাই।
সেখানে আমরা দলে বেশী হব, দরকার হলে সুযোগ বুঝে,
আজের দিনের যত প্রতিশোধ লইব নমুদের সমানে যুঝে।"

মুন্সী সাহেবের কথাগুলো যেন মাখনের মত সবার মনে,
বড় সুকোমল আঁকিল পেলব মায়া ও মমতা স্নেহের সনে।
একে একে গাঁর সকলেই দিল মুন্সী সাবের কথায় সাক্ষ্
আজকের রাতে পলাইয়া তারা চলে যাবে দূরে কাজির গাঁয়।
আকাশের পানে দুহাত তুলিয়া মুন্সী সাহেব কহিল, "ভাই,
এস আজ মোরা যাইবার কালে শেষ মোনাজাত করিয়া যাই।
ইয়ে খোদা, তুমি গফুরে-রহিম, সকল দুনিয়া দেখিছ বসি;
নেক-বদী কাম যত জীবনের লিখিয়া রাখিছ অঙ্ক কসি।

banglainternet.com

তুমি যাহা কর ভালর তরেই, আজিকার এই দুখের রাতে,
হে বন্ধু, যেন দেখা পাই তব আমাদের যত ব্যথার সাথে।
শিমুলতলীর যত তরুলতা, তোমাদের মোরা ছাড়িয়া যাই,
আজি শেষদিনে ফুলের মতন ফলের মতন আশীস চাই।
শিমুলতলীর শস্যের মাঠ, ধান্য গোধুমে আঁচল ভরি,
পালিয়াছ এই সন্তানগণে মায়ের মতন যতন করি।
মায়া-মমতায় জড়ায়ে রয়েছে ভরিয়া শিমুলতলীর মাঠ,
যত দূর যাই এই কথা মোরা স্মৃতির ফলকে করিব পাঠ।
দারুণ দুখের দহনে দহিয়া দিনে দিনে মোরা সকল ভাই,
রক্তে রক্তে লিখিয়া রাখিব, শিমুলতলীরে ফিরায়ে চাই
জীবনের প্রতি কর্মের মাঝে চিন্তায় আর ঘুমের ঘোরে,
আমাদের যত অণু-পরমাণু কাঁদিবে শিমুলতলীর তরে।
শিমুলতলীর কবরে কবরে যাহারা আজিকে ঘুমায়ে রও,
তোমাদের যত বংশধরের আজিকের শেষ সালাম লও।"

এই কথা বলে মুন্সী সাহেব মস্‌জিদ হতে উঠিয়া ধীরে,
গোরস্তানের নিকটে দাঁড়াল, বক্ষ ভাসিছে নয়ন নীরে।
তারি সাথে সাথ দাঁড়াল আসিয়া শিমুলতলীর গাঁয়ের লোক,
সবার নয়ন হইতে ঝরিছে বাঁধ-হারা এক ব্যথার শোক।
কবরের পাশে হাঁটু গাড়া দিয়ে আকাশের পানে তুলিয়া হাত,
গদগদ ভাবে মুন্সী সাহেব কহে, 'খোদা তুমি দীনের নাথ।
পূর্বপুরুষ ঘুমায়ে রহিল কবরে হেথায় বাঁধিয়া ঘর,
তোমার আশীস ঝরে যেন সদা দিবস রজনী তাঁদের পর।

হে মৃতেরা শোন। তোমাদের তরে শেষ জেয়ারত করিয়া যাই,
শিমুলতলীর গোরস্তানেতে মিলিব না আর সকল ভাই।
শবেবরাতের রজনীতে হেথা জ্বলিবে না আর মোমের বাতি,
ব্যথিত জনের লোবানের বাসে উঠিবে না আর বাতাস মাতি।
যে খোদা দেখিছে সকল দুনিয়া, সে যেন মোদের বাসনা লয়ে,
কবরে কবরে পড়ে জেয়ারত ঈদের বাসরে মোদের হয়ে।"

এই কথা বলি মুন্সী সাহেব কোরান শরীফ খুলিয়া ধরি,
কি এক করুণ আয়াত পড়িল দুইটি নয়ন জলেতে ভরি।
তারপর শেষে অতি ধীরে ধীরে সামনের পানে চরণ ফেলি,
সুদূর গাঁয়ের মাঠেতে চলিল কুহেলি রাতের আঁধার ঠেলি।
কণ্ঠে তখনো কোরানের সুর সারে জাহানের বেদনা বয়ে,
দিকে দিগন্তে ছড়ায়ে পড়িছে ঘন নিশীথের আঁধারালয়ে।
তার পিছে পিছে শিমুলতলীর সকল মানুষ চলেছে কাঁদি,
পৃথিবীর যত অন্যায় আর বেদনার যেন হইয়া বাদী।
দুধারে আঁধার—ঘন আঁধিয়ার, ক্রন্দন যেন জড়ায়ে তায়,
রাতের উতল পবনে মথিয়া দূর বন-পথে মুরছে হায়।

banglainternet.com

আট

পীরিত ভাঙলে বিচ্ছেদের আগুন নেবে না !
—কবিগানের ধূয়া

নমুরা ওদিকে বাঙড়ের চকে লইয়া নানান তর্ক জাল,
ধনুক বাঁকায়ে বর্শা ঘুরায়ে কাটাল সারাটি রজনী কাল।
বহুদিন তারা কাইজা করে না, মরিচা ধরেছে অস্ত্রে আজ,
বাঁশের লাঠিতে ঘুণ ধরিয়াছে, ইঁদুরে খেয়েছে যুদ্ধ সাজ।
যুবকেরা যত কাইজ্জার নামে মহা উল্লাসে উঠেছে মাতি,
হাত পাও যেন উস্‌খুস্‌ করে, লাফাইয়া উঠে বুকের ছাতি।
হাতে হাত ঘষে, বুকে বুক ঠুকে, ঘুরায়ে বর্শা লাফায়ে পড়ে,
কাঁসার থালায় বাজনা বাজায়, ডাক ছাড়ে কভু বিকট স্বরে।
ন্যায়ের তাহারা ধারেনাক ধার, সড়কী ও লাঠি পেয়েছে হাতে,
আজকে তাহারা দেখাইয়া দিবে ধরায় কি কাজ হয় বা তাতে।
হাতে রাম দাও, তীর বল্লম, চরণের তলে নাচে যে মাটি,
উল্লাস-ভরে চীৎকারে আজ, আকাশ জমিন যাইবে ফাটি।

দূরে এক পাশে বুড়োরা বসিয়া বদনে কালিমা চিন্তা-ভার,
মীমাংসা তারা করিতে পারে না কি যেন বিরাট সমস্যার।
বহুখন পরে নিতাই কহিল, "ভাবিয়া এখন হবে না কিছু,
সামনের পানে চলিতেই হবে, পথ যদি নাই হটিতে পিছু।"
গদাই মোড়ল কহিল উঠিয়া, "তোমার কথায় দিলাম সায়,
সামনে যে তবু এগোতে পারিনে, মন যে আমার মানে না হায় !

banglainternet.com

আজকে যাদের মারিতে চলিনু তারা যে আমার গাঁয়ের ভাই,
তোমাদের আমি পায়ে পড়ি, বল একথা কেমনে ভুলিয়া যাই ?
যাহাদের ঘর ভাঙিতে চলিনু, কাল যে তাদের ছেয়েছি ঘর,
আগুন লাগিলে সকলে মিলিয়া জল ঢালিয়াছি মাথার পর।"
"মোড়ল তোমার সব কথা বুঝি," নিতাই কহিল ধরিয়া হাত,
"মনে রেখো আজ রক্ষাকালীর আদেশ এনেছি মোদের সাথ।
সেই সনে দোলে নায়েব মশার রক্তবরণ লোচন দুটি,
সামনের পানে এগোতেই হবে, নিস্তার নাহি পেছনে ছুটি।"
"তবে তাই হোক," গদাই ডাকিল, "এসো এসো গাঁর সকল ভাই,
সামনের পানে এগিয়েই চলি পিছনের যদি শকতি নাই।"

উল্লাস ভরে নাচে নমু দল, মশালের পর মশাল জ্বালি,
খড়্গ ঘুরায়ে, সড়কী ঘুরায়ে ডাক ছেড়ে চলে হাজার ঢালী।
চলে তারা চলে বাঙড়ের পথে চরণে মথিত মেদিনী মাটি,
হাতে উলঙ্গ আগুন নাচিছে, কালো মশালের ধরিয়া ডাটি।
রহিয়া রহিয়া গরজিয়া ওঠে, তরঙ্গ তার ধরণী ঘুরি,
গগনে গগনে জাগাইছে ত্রাস বিদ্যুদ্দাম মেঘেতে ছুঁড়ি।
আজকে তাহারা হাতে পাইয়াছে পিনাকপাণির ত্রিশূল খান,
সুরাসুর নর যে আসিবে পথে, আজকে কাহারো নাহিক ত্রাণ।

পিছন হইতে মোড়ল ডাকিল, "ফিরিয়া দাঁড়াও সকল ভাই,
কি কাজ মারিয়া মুসলমানেরে, চল মোরা ঘরে চলিয়া যাই।"
"ফিরব না মোরা, ফিরব না আর," হাজার নমুর উঠিল রোল,
মহামরণের দোলায় তারা জীবনেরে লয়ে খেলিবে দোল।

আজকে তাহারা হাতে পাইয়াছে রাম-খাঁড়া আর বর্শা তীর,
বাহুতে নাচিছে নব-জীবনের রক্ত-রঙিন ফেনিল নীর।
সমুখের ডাক কে শুনাবে এসো, কাইজার থালা বাজাও ভাই,
পিছন সে তারে পথের ধূলায় চরণে দলিয়া পিষিয়া যাই।
চলে তারা চলে বাওড়ের মাঠে গাজনপুরের মজিদ ছাড়ি,
শ্মশানের ঘাট পেরিয়েই দেবে শিমুলতলীর হালটে পাড়ি।

"ফিরিয়া দাঁড়াও," গদাই মোড়ল ঘোষিল উচ্চে সামনে আসি,
"নতুবা আমার বুকের রক্তে মেটাও এ ক্ষুধা সর্বগ্রাসী।"
থমকি দাঁড়াল হাজার লেঠেল ,সামনে দাঁড়ায়ে গদাই কয়,
"কারে সাথে করে চলেছ ভাইরা, কোন্ সে মহল করিতে জয়?
সোজনের কথা মনে পড়ে আজ? নমুর মধ্যে মুসলমান,
যখন দাঁড়াত ভূত প্রেত দানা ভয়ে ছিল সদা কম্পমান।
বিল নাইলার কাইজার দিনে ভাট-গেঁয়োদের হাজার শির,
কাহার লাঠিতে আধখানা হয়ে লুটেছিল বুকে এ পৃথিবীর?
নমুর হইয়া কে দাঁড়াত আগে? রামনগরের নায়েব বাবু,
কার হুঙ্কারে ছিল এই গাঁয়ে ভিজা বেড়ালের মতন কাবু?
কে শিখাল হাতে ধরিবারে লাঠি? মহা উল্লাসে আজিকে ফিরে,
দল জুটে সব ছুটে চলিয়াছ সেই লাঠি তার হানিতে শিরে।
কার কথা শুনে ছুটিয়াছ ভাই? রামনগরের নায়েব মশায়,
গায়েতে নমুর ছোঁয়া লাগে বলে দশ হাত দূরে সরিয়া যায়
'চাঁড়াল' বলিয়া গাল দেয় যারা, পদ-ধূলি দিয়ে করুণা করে,
মুসলমানেরে গাঁও-ছাড়া করি তাড়াইয়া দিব তাদের তরে?

আমাদের সাথে চৈত্রের রোদে ঘামিয়া যাহারা লাঙল ঠেলে,
ঝড়-বাদলেতে বিপদ-আপদে যখন তখন ডাকিলে মেলে।"
পার্শ্বে দাঁড়ায়ে নিতাই কহিল, "রক্ষাকালীর আদেশ নিয়ে,
পালন না করে ঘরে ফিরে যাব, ভয়েতে যে মোর কাঁপিছে হিয়ে।"

"রক্ষাকালীর আদেশ পেয়েছ? যার মন্দিরে শিয়াল রয়,
বিড়াল কুকুর যেথা ঘুরে ফিরে, নমু গেলে সেথা ঘটে প্রলয়।
রক্ষাকালীর আদেশ এনেছি, স্বরূপ তাহার বুঝেছি আজ,
যত গরীবের রক্ত চুষিয়া যাহার পূজার হয়েছে সাজ।
মন্দির তার গড়িয়া দিয়াছে আমাদের যারা চাঁড়াল বলে,
গরীবের ভোগ লুণ্ঠন করি দুবেলা যাহার আহার চলে।
আদেশ তাহার আমরা পাই না, শুনিবারে শুধু নায়েব পায়,
ভিটে বাড়িঘর নিলামে উঠেছে যাহার দুখান চরন যায়।
ধিক্কার আজি, ধিক্কার মোরে, তাহারি পূজার ফুলের হার,
মাথায় পরিতে ধরণীর তলে লুটায়ে পড়েনি আজি এ ঘাড়।
যার শিরে আজি যত মালা আছে ছিঁড়ে ছিঁড়ে এসো টুকরো করি,
পথের ধূলায় দলিয়া পিষিয়া এ অপমানের পূরণ করি।

এই কথা বলি থামিল গদাই, অঙ্গ যে কাঁপে রাগের ভারে,
চোখে মুখে যেন সেই এক ভাব কেউ দেখে নাই এমন তারে।
নমুরা সকলে যার গলে যত আছিল পূজার ফুলের হার,
ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া চরণের তলে ধূলায় দলিয়া করিল সার।
পূর্ব তোরণে হাসে এলোকেশী বদন হইতে রুধির ঝরে,
চরণে মথিত নিশীথ-আঁধার ধরি দিগন্ত ঝুকিয়া পড়ে।

banglainternet.com

নয়

উইড়া যায়রে হংসরে পাখি, পইড়া রয়রে ছায়া,
দেশের মানুষ দেশে যাইব কে করিব মায়া।
—মুর্শীদা গান

নমুর পাড়ায় প্রভাত হইল, তারকাব্রতের
আলপনা-আঁকা রঙিন আঙন-খানি,
—আসিল উষসী হাসিয়া হাসিয়া তাহারি উপরে
আলতা-ছোপান পায়ের আঁখর টানি।

গলায় গলায় জল থইথই ধল-দীঘি, তার
চারিধারে দিয়ে ছোট বড় নানা ঘাট,
মুখর করিয়া কুমারী মেয়েরা মাঘ-মণ্ডল
ব্রতের শোলক নীরবে করিছে পাঠ।

ইতল বেতল সরুয়া মরুয়া ফুল-কন্যারা
কোথা কোন্ দেশে নল ভেঙ্গে জল খায়,
সে ফুলের বাসে পুকুরের জল ঢেউ খেলে দেখে
ফুলের মালিনী হেসে ঢলে পড়ে যায়।

আধেক নদীতে ঝড়ি ও বৃষ্টি, আধেক নদীতে
বসিয়া রয়েছে মালীর বউটি একা,
মধ্যখানেতে রঙে রঙ মেলি জৈত ফুলের
ডালিখানি পড়ে, নিমেষে যাইবে দেখা।

বাগান ভরিয়া ফুল ফুটিয়াছে, ডাল লোটায়েছে
নানা বরণের নানান ফুলের ভারে ;
আগের যে ফুল কলি কলি আর মালীবউ যেন
ছিড়িয়া লয় না, বারণ করিও তারে।

এমনি করিয়া শিশু কণ্ঠের ছড়ায় ছড়ায়
মুখর হইল দীঘির চারিটি পাড়,
গাঁয়ের বধূরা এখানে সেখানে জটলা করিয়া
একথা সেকথা কহিতেছে বার বার।

উঠানের ধারে হ্যাচড়া পূজার বেদীতে জমেছে
বন-দূর্বা ও বনফুল এক বোঝা,
চারিধার ঘিরি ছেলেরা মেয়েরা শোলক পড়িছে,
কখনো বেঁকিয়ে কখনো হইয়ে সোজা।

আম-কাঁঠালের পিড়ি-খানি ভরি সরু সরু করে
লতা ফুল আঁকা, ঘি মউ মউ করে,
তাহারি উপরে বাপ ভাই মিলি ঢোল বাজাইয়া
বামুন ডাকিয়া কন্যারে দান করে।

নানান ব্রতের নানান ছড়ায় শিশু কাকলীতে
ভরিয়া গিয়াছে সবগুলি নমু বাড়ি,
এমন সময় খবর আসিল, মুসলমানেরা
গ্রাম হতে আজ হঠাৎ গিয়াছে ছাড়ি।

banglainternet.com

ব্রতীর হাতের ফুল পড়ে গেল পুকুরের পাড়ে
আধখানি ভরা কাঁখের কলসী রাখি,
গাঁয়ের মেয়েরা, গাঁয়ের বধূরা ছুটিয়া চলিল
অঞ্চল দিয়ে মুছিতে মুছিতে আঁখি।

ঘর-বাড়ি সব পড়িয়া রয়েছে ; ঘরের মানুষ
পলাইয়া গেছে নাজানি কিসের তরে,
পীরের দরগা শূন্য আজিকে, বিড়াল-কুকুর
ফিরিতেছে সেথা আপন ইচ্ছাভরে।

মসজিদে সবে আজান হাঁকিয়া মুসলমানেরা
প্রভাত না হতে নামাজে হইত খাড়া,
সেখানে আজিকে গোটা দুই গাঁড় মাটি খুঁড়িতেছে
আপনার মনে শিঙে শিঙে দিয়ে ঝাড়া।

হলুদের পাটা পড়িয়া রয়েছে, আধেক হল্‌দী
বাটিয়া কোথায় বাটুনী গিয়াছে চলি,
কালকের তোলা মেহেদীর পাতা সাজিতে রয়েছে,
ছেঁচিয়া কেহই লয়নি চরণে ডলি।

সিঁদুর কৌটা লুটায় মাটিতে, সকিনার সেই
বিবাহের জাত ধূলায় পড়িয়া আছে,
মদীনা সখীর খোপ-কবুতর এ-ডালে ও-ডালে
ডাকিয়া ডাকিয়া কাঁদিছে শিমুল গাছে।

ময়নামতির উঠান ঘিরিয়া লহর খেলিছে পুবাল বাতাসে
হেলায় দুলিয়া লাল নটের শাক,
মুন্সীবাড়ির মৌলবী কচু পাতায় মেলিয়া
রঙিন আঁখরে কাহারে পাড়িছে ডাক।

এ-বাড়ি হইতে ও-বাড়িতে যায়, সহজ-সরল
নমু-মেয়েদের চোখ ভরে আসে জলে,
কিছুতেই তারা ভাবিয়া না পায়, মুসলমানেরা
গ্রাম ছেড়ে গেল আজিকে কিসের ছলে!

দুলালীর যেন কি হয়েছে আজ, বিনা কারণেতে
যখন তখন জোর করে হেসে ওঠে,
কি দুঃখ ওর বুকের গহনে, প্রকাশ তাহার
চেষ্টা করেও ছাপাইতে নারে মোটে।

* * *

দিনের পরেতে দিন চলে গেল, ঘটনার পর
ঘটনা আসিয়া অতীতেরে দিল ঢাকি,
নমুর পাড়ায় একটি মেয়ের অন্তর কেন
বিনা কারণেতে কেঁদে উঠে থাকি থাকি।

হায় পলাতক ! যাবার বেলায় কারে কহ নাই,
শেষের কথাটি দুফোঁটা আঁখির জলে,
তোমারে ছাড়িয়া কাহারো দিবস কাটিতে চাবে না,
এ কথা কি কেহ দেয় নাই তোমা বলে?

banglainternet.com

আজকে দুলীর হৃদয় ভরিয়া অতীতের যত
ভোলা দিনগুলো আসে যায় আর যায়,
কত না সুখের রঙিন স্বপন গড়িয়া গড়িয়া
ভাঙিয়া পড়িছে স্মৃতির দোদুল বায়।

সে সব দিবস কবে চলে গেছে, যাবার বেলায়
রেখে যায় নাই একটুকু যারা চিন,
আজকে তাহার কোথা হতে আসি শয়নে স্বপনে
দুলীর পরাণে বাজায় ব্যথার বীণ।

সেই কবেকার আম পাড়া নিয়ে সোজনের সাথে
মিছেমিছি দুলী কলহ করিয়া হায়,
বলেছিল, "দেখ্ তোর সাথে আমি কহিব না কথা
কখনো কব না যদিবা পরাণ যায়।"

সোজন তখন বাঘার ভিটায় তেঁতুল গাছের
সব চেয়ে উঁচু খুব সরু ডালে উঠি,
বলেছিল তারে, "কথা না কহিলে এক্ষুণি সে যে
লাফায়ে পড়িবে সেইখান থেকে ছুটি।"

দুলীর শপথ তখনি ভাঙিল, তারপর শেষে
তেঁতুল তলায় দুজনে বসিয়া ছায়,
কিশোর মনের কল্পনা নিয়ে পাখির মতন
রঙিন পাখায় উড়েছিল নভ-গায়।

আজ সে সোজন দুলীরে ছাড়িয়া কোন্ প্রাণ লয়ে
কিসের মায়ায় রহিয়াছে হায় দূরে
যাবার বেলায় কোন কথা তার বলিতে ছিল
হতভাগী এই চিরদুখী ব্যাথাতুরে!
আজ মনে পড়ে, সেই রায়দীঘি, দুজনে বসিয়া
বউ-কথা-কও পাখিদের মত ডাকা,
তারপর সেই মায়ের নিকটে মার খেয়ে পিঠ
ফুলে হল চাকা চাকা।

এসব সোজন কেমনে ভুলিল? তার তরে দুলী
কত লাঞ্ছনা পেয়েছে মায়ের কাছে;
পাড়া-পড়শীরা রটায়েছে যাহা, মায়ের চাইতে
কত না কঠিন লাগিয়াছে তার কাছে!

আজকে দুলীর বুক ভরা ব্যথা, কহিয়া জুড়াবে
এমন দোসর কেহ নাই হায় তার,
শুধু নিশাকালে, গহন কাননে, থাকিয়া থাকিয়া
কার বাঁশী যেন বেজে মরে বার বার।

কে বাঁশী বাজায়! কোন্ দূর পথে গভীর রাতের
গোপন বেদনা ছাড়িয়া উদাস সুরে,
দুলীর বুকের কান্দনখানি সে কি জানিয়াছে,
তাহার বুকেরে দেখেছে সে বুকে পুরে?

banglainternet.com

দশা

মনের মতন মানুষ নাই যে দেশে
সেদেশে কেমনে থাকি।
মনের দুখ মনে রেখে
আমি আর কতকাল নিজেরে ভুলায়ে রাখি।
দেশের বুকে আগুন দিয়া
মনে কয় সই যাই চলিয়া,
যেথায় যায় দুই আঁখি ;
পোড়া বিধি হয়ে বাদী—
আমায় করেছে পিঞ্জিরার পাখি।
--বিচ্ছেদ গান

নমুর পাড়ায় বিবাহের গানে আকাশ বাতাস
উঠিয়াছে আজি ভরি,
থাকিয়া থাকিয়া হইতেছে উলু, ঢোল ও সানাই
বাজিতেছে গলা ধরি।
রামের আজিকে বিবাহ হইবে, রামের মায়ের
নাহি অবসর মোটে
সোনার বরণ সীতারে বরিতে কোনখানে আজ
দূর্বাও নাহি জোটে।
কোথায় রহিল সোনার ময়ূর ! গগনের পথে
যাওরে উড়াল দিয়া,
মালঞ্চঘেরা মালিনীর বাগ হইতে গো তুমি
দূর্বা যে আনো গিয়া।
এমনি করিয়া গেঁয়ো মেয়েদের করুণ সুরের
গানের লহরী পরে,
কত সীতা আর রাম লক্ষণ বিবাহ করিল
দূর অতীতের ঘরে।

কেউ বা সাজায় বিয়ের কনেরে, কেউ রাঁধে বাড়ে
ব্যস্ত হইয়া বড়,
গদাই নমুর বাড়িখানি যেন ছেলেমেয়েদের
কলরবে নড় নড়।
দূরে, গাঁর পাশে বনের কিনারে দুজন কাহারা
ফিস্ ফিস্ কথা কয়,
বিবাহ বাড়ির এত সমারোহ সেদিকে কাহারো
ভ্রূক্ষেপ নাহি হায় !
"সোজন, আমার বিবাহ আজিকে, এই দেখ আমি
হলুদে করিয়া স্নান,
লাল চেলী আর শাখা–সিন্দুর আলতার রাগে
সাজায়েছি দেহখান।
তোমারে আজিকে ডাকিয়াছি কেন, নিকটে আসিয়া
শুন তবে কান পাতি,
এই সাজে আজ বাহির হইব যেথা যায় আঁখি,
তুমি হবে মোর সাথী।"
"কি কথা শুনালে অবুঝ, এখনো ভাল ও মন্দ
বুঝিতে পারনি হায়,
কাঞ্চবাঁশের কঞ্চিরে আজি যেদিকে বাঁকাও
সেদিকে বাঁকিয়ে যায় !"
"আমি তা না জানি, শিশুকাল হতে তোমারে ছাড়িয়া
বুঝি নাই আর কারে,
আমরা জীবনে একসাথে রব, এই কথা তুমি
বলিয়াছ বারে বারে।

banglainternet.com

এক বোঁটে মোরা দুটি ফুল ছিনু, একটিরে তার
ছিঁড়ে নেয় আর জনে ;
সে ফুলেরে তুমি কাড়িয়া লবে না? কোন কথা আজ
কহে না তোমার মনে?
ভাবিবার আর অবসর নাহি, বনের আঁধারে
মিশিয়াছে পথখানি,
দুটি হাত ধরে সেই পথে আজ, যত জোরে পার
মোরে নিয়ে চল টানি।
এখনি আমারে খুঁজিতে বাহির হইবে ক্ষিপ্ত
যত না নমুর পাল,
তার আগে মোরা বন ছাড়াইয়া পার হয়ে যাব
কুমার নদীর খাল।
সেথা আছে ঘোর অতসীর বন, পাতায় পাতায়
ঢাকা তার পথগুলি,
তারি মাঝ দিয়া চলে যাব মোরা, সাধ্য কাহার
সে পথের দেখে ধূলি।"

"হায় দুলী ! তুমি এখনো অবুঝ, বুদ্ধি-সুদ্ধি
কখন বা হবে হায়,
এ পথের কিবা পরিণাম তুমি ভাবিয়া আজিকে
দেখিয়াছ কভু তায়?
আজ হোক কিবা কাল হোক, মোরা ধরা পড়ে যাব
যে কোন অশুভক্ষণে,
তখন মোদের কি হবে উপায়, এই সব তুমি
ভেবে কি দেখেছ মনে?

তোমারে লইয়া উধাও হইব, তারপর যবে
ক্ষিপ্ত নমুর দল,
মোর গাঁয়ে যেয়ে লাফায়ে পড়িবে দাদ নিতে এর
লইয়া পশুর বল ;
তখন তাদের কি হবে উপায়? অসহায় তারা
—না না, তুমি ফিরে যাও!
যদি ভালবাস, লক্ষ্মী মেয়েটি, মোর কথা রাখ,
নয় মোর মাথা খাও।"

"নিজেরি স্বার্থ দেখিলে সোজন, তোমার গেরামে
ভাই বন্ধুরা আছে,
তাদের কি হবে ! তোমার কি হবে ! মোর কথা তুমি
ভেবে না দেখিলে পাছে?
এই ছিল মনে, তবে কেন মোর শিশুকালখানি
তোমার কাহিনী দিয়ে,
এমন করিয়া জড়াইয়াছিলে ঘটনার পর
ঘটনারে উলটিয়া?
আমার জীবনে তোমারে ছাড়িয়া কিছু ভাবিবারে
অবসর জুটে নাই,
আজকে তোমারে জনমের মত ছাড়িয়া হেথায়
কি করে যে আমি যাই!
তোমার তরুতে আমি ছিনু লতা, শাখা দোলাইয়া
বাতাস করেছ যারে,
আজি কোন প্রাণে বিগানার দেশে, বিগানার হাতে
বনবাস দিবে তারে?

banglainternet.com

শিশুকাল হতে যত কথা তুমি সন্ধ্যা সকালে
শুনায়েছ মোর কানে,
তারা ফুল হয়ে, তারা ফল হয়ে পরাণ লতারে
জড়ায়েছে তোমা পানে।
আজি সে কথারে কি করিয়া ভুলি? সোজন! সোজন!
—মানুষ পাষাণ নয়!
পাষাণ হইলে আঘাতে ফাটিয়া চৌচির হত,
পরাণ কি তাহা হয়?
ছাঁচিপান দিয়ে ঠোঁটেরে রাঙালে, তখনি তা মোছে
ঠোঁটেরি হাসির ঘায়,
কথার লেখা যে মেহেদির দাগ—যত মুছি তাহা
তত ভাল পড়া যায়।
নিজেরি স্বার্থ দেখিলে আজিকে, বুঝিলে না এই
অসহায় বালিকার,
দীর্ঘজীবন কি করে কাটিবে তাঁহারি সঙ্গে,
কিছু নাহি জানি যার।
মন সে ত নহে কুমড়ার ফালি, যাহারে তাহারে
কাটিয়া বিলান যায়,
তোমারে যা দিছি, অপরে তা যবে জোর করে চাবে
কি হবে উপায় হায়!"

"জানি, আমি জানি আমারে ছাড়িতে তোমার মনেতে
জাগিবে কতেক ব্যথা,
তবু সে ব্যথারে সহিওগো তুমি, শেষ এ মিনতি,
করিও না অন্যথা।

আমার মনেতে আশ্বাস রবে, একদিন তুমি
ভুলিতে পারিবে মোরে,
সেই দিন যেন দূরে নাহি রয়, এ আশীস আমি,
করে যাই বুক ভরে।
এইখানে মোরা দুইজনে মিলি গাড়িয়াছিলাম
বট-পাকুড়ের চারা,
নতুন পাতার লহর মেলিয়া, এ ওরে ধরিয়া
বাতাসে দুলিছে তারা!
সরু ঘট ভরি জল এনে মোরা প্রতি সন্ধ্যায়
ঢালিয়া এদের গোড়ে
আমাদের ভালবাসারে আমরা দেখিতে পেতাম
ইহাদের শাখা পরে।
সামনে দাঁড়ায়ে মাগিতাম বর—এদের মতন
যেন এ জীবন দুটি,
শাখায় জড়ায়ে, পাতায় জড়ায়ে এ ওরে লইয়া
সামনেতে যায় ছুটি।
এ গাছের আর কোন প্রয়োজন? এসো দুইজনে
ফেলে যাই উপাড়িয়া,
নতুবা ইহারা আর কোনো দিনে এই সব কথা
দিবে মনে করাইয়া।

ওইখানে মোরা কদমের ডাল টানিয়া বাঁধিয়া
আম্র শাখার সনে,
দুইজনে বসি ঠিক করিতাম, কেবা হবে বর,
কেবা হবে তার কনে।

banglainternet.com

আম্র শাখার মুকুল হইলে, কদম গাছেরে
করিয়া তাহার বর,
মহাসমারোহে বিবাহ দিতাম মোরা দুইজনে
সারাটি দিবস ভর।
আবার যখন মেঘলার দিনে কদম্ব শাখা
হাসিত ফুলের ভারে,
কত গান গেয়ে বিবাহ দিতাম আমের গাছের
নববধূ করে তারে।
বরণের ডালা মাথায় করিয়া পথে পথে ঘুরে
মিহি সুরে গান গেয়ে,
তুমি যেতে যবে তাহাদের কাছে, আঁচল তোমার
লুটাত জমিন ছেয়ে।
দুইজনে মিলে কহিতাম, যদি ওদের জীবন
দুই দিকে যেতে চায়,
বাহুর বাঁধনে বাঁধিয়া রাখিব, যেমনি আমরা
বেঁধেছি এ দুজনায়।
আজিকে দুলালী, বাহুর বাঁধন হইল যদিবা
স্বেচ্ছায় খুলে দিতে,
এদেরো বাঁধন খুলে দেই, যেন এই সব কথা
কভু নাহি আনে চিতে।"

"সোজন ! সোজন ! তার আগে তুমি, যে লতার বাঁধ
ছিঁড়িলে আজিকে হাসি,
এই তরুতলে, সেই লতা দিয়ে আমারো গলায়
পরাইয়া যাও ফাঁসি।

কালকে যখন আমার খবর শুধাবে সবারে
হতভাগা বাপ-মায়,
কহিও তাদের, গহন বনের নিদারুণ বাঘে
ধরিয়া খেয়েছে তায়।
যেই হাতে তুমি উপাড়ি ফেলিবে শিশু-বয়সের
বট-পাকুড়ের চারা,
সেই হাতে এসো ছুরি দিয়ে তুমি আমারো গলায়
ছুটাও লহুর ধারা।
কালকে যখন গাঁয়ের লোকেরা হতভাগিনীর
পুঁছিবে খবর এসে,
কহিও, দারুণ সাপের কামড়ে মরিয়াছে সে যে
গভীর বনের দেশে।
কহিও, অভাগী ঝালী না বিষের লাড়ু বানাইয়া
খাইয়াছে নিজ হাতে,
আপনার ভরা ডুবায়েছে সে যে অথই গভীর
কূলহীন দরিয়াতে।"

"ছোট বয়সের সেই দুলী তুমি, এত কথা আজ
শিখিয়াছ বলিবারে,
হায়, আমি কেন সায়রে ভাসানু দেবতার ফুল—
সরলা এ বালিকারে !
আমি জানিতাম, তোমার লাগিয়া তুষের অনলে
দহিবে আমার হিয়া,
এ-পোড়া প্রেমের সকল যাতনা নিয়ে যাব আমি
মোর বুকে জ্বালাইয়া।

banglainternet.com

এ মোর কপাল শুধু ত পোড়েনি, তোমারো আঁচলে
লেগেছে আগুন তার ;
হায় অভাগিনী, এর হাত হতে এ জনমে তব
নাহি আর নিস্তার।
তবু যদি পার মোরে ক্ষমা করো, তোমার ব্যথার
আমি একা অপরাধী ;
সব তার আমি পূরণ করিব, রোজ কেয়ামতে
দাঁড়াইও হয়ে বাদী।
আজকে আমারে ক্ষমা করে যাও, সুদীর্ঘ এই
জীবনের পরপারে—
সুদীর্ঘ পথে বয়ে নিয়ে যেয়ো আপন বুকের
বেবুঝ এ বেদনারে।
সেদিন দেখিবে হাসিয়া সোজন খর দোজখের
আতসের বাসখানি,
গায়ে জড়াইয়া, অগ্নির যত তীব্র দাহন
বক্ষে লইবে টানি।
আজিকে আমারে ক্ষমা করে যাও, আগে বুঝি নাই
নিজেরে বাঁধিতে হায়,
তোমার লতারে জড়ায়েছি আমি, শাখা বাহুহীন
শুকনো তরুর গায়।

কে আমারে আজ বলে দিবে দুলী, কি করিলে আমি
আপনারে সাথে নিয়ে,
এ পরিণামের সকল বেদনা নিয়ে যেতে পারি
কারে নাহি ভাগ দিয়ে।

ওই শুন, দূরে ওঠে কোলাহল, নমুরা সকলে
আসিছে এদিক পানে,
হয়ত এখনি আমাদের তারা দেখিতে পাইবে
এইভাবে এইখানে।”

“সোজন ! সোজন ! তোমরা পুরুষ, তোমারে দেখিয়া
কেউ নাহি কিছু কবে,
ভাবিয়া দেখেছ, এইভাবে যদি তারা মোরে পায়,
কিবা পরিণাম হবে ?
তোমরা পুরুষ, সমুখে-পিছনে যে দিকেই যাও,
চারিদিকে খোলা পথ,
আমরা যে নারী, সমুখ ছাড়িয়া যে দিকেতে যাব,
বাধাঘেরা পর্বত।
তুমি যাবে যাও, বারণ করিতে আজিকার দিনে
সাধ্য আমার নাই,
মোরে দিয়ে গেলে কলঙ্কভার, মোর পথে যেন
আমি তা বহিয়া যাই,
তুমি যাবে যাও, আজিকার দিনে এই কথাগুলি
শুনে যাও শুধু কানে,
জীবনের যত ফুল নিয়ে গেলে, কণ্টক তরু
বাড়ায়ে আমার পানে।
বিবাহের বধূ পালায়ে এসেছি, নমুরা আসিয়া
এখনি খুঁজিয়া পাবে,
তারপর তারা আমারে ঘিরিয়া অনেক কাহিনী
রটাবে নানান ভাবে।

banglainternet.com

মোর জীবনের সুদীর্ঘ দিনে সেই সব কথা
চোরকাঁটা হয়ে হায়,
উঠিতে বসিতে পলে পলে আসি নব নব রূপে
জড়াবে সারাটি গায়।
তবু তুমি যাও, আমি নিয়ে গেনু এ পরিণামের
যত কলঙ্ক-জ্বালা,
তুমি নিয়ে যাও, সে সুখ-তরুর যত ফুল আর
যত গাঁথা ফুল-মালা।
ক্ষমা কর তুমি, ক্ষমা কর মোরে, আকাশ সায়রে
তোমার চাঁদের গায়,
আমি এসেছিনু, মোর জীবনের যত কলঙ্ক
মাখাইয়া দিতে হায়!
সে পাপের যত শাস্তিরে আমি আপনার হাতে
নীরবে বহিয়া যাই,
আজ হতে তুমি মনেতে ভাবিও, দুলী বলে পথে
কারে কভু দেখ নাই।

সোঁতের শেহলা, ভেসে চলে যাই, দেখা হয়েছিল
তোমার নদীর কূলে,
জীবনেতে আছে বহুসুখ হাসি, তার মাঝে তুমি
সে কথা যাইও ভুলে।
যাইবার কালে জনমের মত শেষ পদধূলি
লয়ে যাই তবে শিরে,
আশীস্ করিও, সেই ধূলি যেন শত ব্যথা মাঝে
রহে অভাগীরে ঘিরে।

সাক্ষী থাকিও চন্দ্র-সূর্য, সাক্ষী থাকিও
হে বনের গাছপালা—
সোজন আমার প্রাণের সোয়ামী, সোজন আমার
গলার ফুলের মালা।
সাক্ষী থাকিও হে দেব-ধর্ম, সাক্ষী থাকিও
আকাশের যত তারা,
ইহকালে আর পরকালে মোর কেহ কোথা নাই,
কেবল সোজন ছাড়া।
সাক্ষী থাকিও দরদের মাতা সাক্ষী থাকিও
বাপ-ভাই যতজন,
সোজন আমার পরাণের পতি, সোজন আমার
মনের অধিক মন।
সাক্ষী থাকিও সিঁথার সিঁদুর, সাক্ষী থাকিও
হাতের দুগাছি শাঁখা,
সোজনের কাছ হইতে পেলাম এ জনমে আমি
সব চেয়ে বড় দাগা।"

"দুলী! দুলী! তবে ফিরে এসো তুমি, চল দুইজনে
যেদিকে চরণ যায়,
আপন কপাল আপনার হাতে যে ভাঙিতে চাহে,
কে পারে ফিরাতে তায়।
ভেবে না দেখিলে, মোর সাথে গেলে কত দুখ তুমি
পাইবে জনম ভরি,
পথে পথে আছে কত কণ্টক, পায়েতে বিঁধিবে
তোমারে আঘাত করি।

banglainternet.com

দুপুরে জ্বলিবে ভানুর কিরণ, উনিয়া যাইবে
তোমার সোনার লতা,
ক্ষুধার সময়ে অন্ন অভাবে কমল বরণ
মুখে সরিবে না কথা।
রাতের বেলায় গহন বনেতে পাতার শয়নে
যখন ঘুমায়ে রবে,
শিয়রে শোসাবে কাল অজগর, ব্যাঘ্র ডাকিবে
পাশেতে ভীষণ রবে।
পথেতে চলিতে বেতের শীষায় আঁচল জড়াবে,
ছিঁড়িবে গায়ের চাম,
সোনার অঙ্গ কাটিয়া কাটিয়া ঝরিয়া পড়িবে
লহুধারা অবিরাম।

সেদিন তোমার এই পথ হতে ফিরিয়া আসিতে
সাধ্য হবে না আর,
এই পথে যার এক পাও চলে, তারা চলে যায়
লক্ষ যোজন পার।
এত আদরের বাপ-মা সেদিন বেগানা হইবে
মহা-শত্রুর চেয়ে,
আপনার জন তোমারে বধিতে যেখানে সেখানে
ফিরিবে সদাই ধেয়ে।
সাপের বাঘের তরেতে এ পথে রহিবে সদাই
যত না শঙ্কাভরে,
তার চেয়ে শত শঙ্কা-আকুল হইবে যে তুমি,
বাপ-ভাইদের ডরে।

লোকালয়ে আর ফিরিতে পাবে না, বনের যত না
হিংস্র পশুর সনে,
দিনেরে ছাপায়ে, রাতেরে ছাপায়ে রহিতে হইবে
অতীব সঙ্গোপনে।
খুব ভাল করে ভেবে দেখ তুমি, এখনো রয়েছে
ফিরিবার অবসর,
শুধু নিমিষের ভুলের লাগিয়া কাঁদিবে যে তুমি,
সারাটি জনম ভর।"

"অনেক ভাবিয়া দেখেছি সোজন, তুমি যেথা রবে,
সকল জগৎখানি,
শত্রু হইয়া দাঁড়ায় যদিবা, আমি ত তাহারে
তৃণসম নাহি মানি।
গহন বনেতে রাতের বেলায় যখন ডাকিবে
হিংস্র পশুর পাল,
তোমার অঙ্গে অঙ্গ জড়ায়ে রহিব যে আমি,
নীরবে সারাটি কাল।
পথে যেতে যেতে ক্লান্ত হইয়া এলায়ে পড়িবে
অলস এ দেহখানি,
ওই চাঁদমুখ হেরিয়া তখন শত উৎসাহ
বুকেতে আনিব টানি।
বৃষ্টির দিনে পথের কিনারে মাথার কেশেতে
রচিয়া কুটীরখানি,
তোমারে তাহার মাঝেতে শোয়ায়ে, সাজাব যে আমি
বনের কুসুম আনি।

banglainternet.com

ক্ষুধা পেলে তুমি উঁচু ডালে উঠি থোপায় থোপায়
পাড়িয়া আনিও ফল,
বুকের আঁচল টানিয়া যে আমি মুছাইয়া দিব
মুখেতে ঘামের জল।
নল ভেঙে আমি জল খাওয়াইব, বন-পথে যেতে
যদি পায়ে লাগে ব্যথা,
গানের সুরেতে শুনাইব আমি শ্রান্তি নাশিতে
সে শিশুকালের কথা।
তুমি যেথা যাবে সেখানে বন্ধু! শিশু-বয়সের
দিয়ে যত ভালবাসা,
বাবুই পাখির মত উঁচু ডালে অতি সযতনে
রচিব সুখের বাসা।
দূরের শব্দ নিকটে আসিছে, কথা কহিবার
আর অবসর নাই,
রাতের আঁধারে চল এই পথে, আমরা দুজনে
বন-ছায়ে মিশে যাই।"

"সাক্ষী থাকিও আল্লা-রসুল, সাক্ষী থাকিও
যত পীর-আউলিয়া,
এই হতভাগী বালিকারে আমি বিপদের পথে
চলিলাম আজি নিয়া।
সাক্ষী থাকিও চন্দ্র-সূর্য! সাক্ষী থাকিও
আকাশের যত তারা,
আজিকার এই গহন রাতের অন্ধকারেতে
হইলাম ঘর ছাড়া।

banglainternet.com

সাক্ষী থাকিও খোদার আরশ, সাক্ষী থাকিও
নবীর কোরানখানি,
ঘর ছাড়াইয়া, বাড়ি ছাড়াইয়া কে আজ আমারে
কোথা লয়ে যায় টানি!
সাক্ষী থাকিও শিমুলতলীর যত লোকজন
যত ভাই-বোন সবে,
এ-জনমে আর সোজনের সনে কভু কোনখানে
কারো নাহি দেখা হবে।
জনমের মত ছেড়ে চলে যাই শিশু-বয়সের
শিমুলতলীর গ্রাম,
এখানেতে আর কোনদিন যেন নাহি কহে কেহ
সোজন-দুলীর নাম।"

এগার

জটার উপর কঙ্কণ থুইয়া
হরগৌরী নাচে পর্ব্বত লইয়া।
লোহার লাঙল, লোহার মই,
ওরে দেওয়ানা যাইবে কই?
চণ্ডী বলে, যার নাগাল পাই,
ঘাড় ভাইঙ্গা তার রক্ত খাই।
আমার মন্ত্র লড়ে চড়ে,
ঈশ্বর মহাদেবের মস্তক ছিঁড়া ভূমিতে পড়ে।
— শিরালীর মন্ত্র

কি হল—কি হল, নমুর পাড়ায় বিয়ের বাজনা
হঠাৎ থামিল কেন?
সারা গাঁও ভরি মহা কোলাহল, উচু হতে আরো
উচুতে উঠিছে যেন।
কি হল—কি হল?—ঘাটে মাঠে পথে—বনে জঙ্গলে
খোঁজ—খোঁজ—খোঁজ সাড়া,
বাঘার ভিটায়, শ্মশান ঘাটায়, পাকুড় তলায়—
ত্রস্ত ছুটিছে কারা?
কি হল—কি হল!—ধাপ ধামে ঘেরা রায় দীঘি জল
ওলট পালট করি,
কি যেন খুঁজিয়া ফিরিছে নমুরা, পদ্মের পাতা
দুহাতে সরায়ে ফেলি।

banglainternet.com

চারিদিকে ঘন কালো আঁধিয়ার, তারি মাঝখানে
'ওই—গেল—গেল'—সুর,
কখনো এখানে, কখনো সেখানে, কভু জোড়া লাগি
ভাঙিয়া হইছে চুর।
ওই—গেল—গেল। গজনীর মাঠ, সরিষার বিল—
পার হয়ে চলে যায়,
হাতে হাত-লাঠি, মশাল জ্বালিয়া ক্ষিপ্ত নমুরা
বাতাসের আগে ধায়।
ওই—গেল—গেল। বেত বন ছাড়ি—বারোয়ারীতলা,
—তাহারো খানিক বামে,
মচ্ মচ্ করে শব্দ আসিছে, এইবার বুঝি,
বাগুড়ের বিলে নামে!
ওই—গেল—গেল! চলো ছুটে চল, সড়কী ঘুরাও
হাতে লও হাত-লাঠি,
পায়ের চিহ্ন দেখে দেখে চল, যত কাঁটা লতা
দুই হাতে কাটি কাটি।
নমুর গরব নিয়ে গেছে তারা, কাড়িয়া আনিতে
সাধ্য রয়েছে কার?
—সাপের মাথায় পাও ফেলে ফেলে, —বাঘের সঙ্গে
চলিতে হইবে তার।
আসমান-সম নমুর গরবে গিয়াছে তাহারা
কলঙ্ক-কালী দিয়া,
এর প্রতিশোধ লইতে হইবে, যেখানেই তারা
থাক নাকো লুকাইয়া।

আকাশ হইতে ছিঁড়িয়া আনিব তীক্ষ্ণ কঠিন
বর্শার ঘায়ে ঘায়ে,
পাতাল খুঁড়িয়া বাহির করিব, যদিবা লুকায়
পাতালের তল ছায়ে।
মাছ হইয়া যদি লুকাইয়া থাকে, শুশুক হইয়া
ধরিয়া আনিতে হবে,
সরষে হইয়া ধরায় ছড়ালে কবুতর হয়ে
খুঁজিয়া আনিব তবে।
বাতাসে মিশিলে বজ্র হইয়া শূন্যের পথে
ফিরিব আগুন ছুঁড়ি,
সাগরে মিশিলে ঝড় হয়ে তারে তাড়ায়ে ফিরিব
তরঙ্গে ঘুরি ঘুরি।

কি—হল, কি হল—গাছের শাখায় বাঁধিয়া রয়েছে
বিবাহের রাঙা-চেলী,
অতসীর বনে, পথের কিনারে, বাঁক-খাড়ু পার
গিয়াছে তাহারা ফেলি।
এই পথ দিয়ে সরাসরি চল, বাতাসের আগে,
—শব্দ চলার আগে,
হাতে হাত-লাঠি, তীর, বল্লম, তীক্ষ্ণ কঠিন
বর্শা ঘুরাও রাগে।
কি হল,—কি হল। —আলতা-ছোপান পায়ের চিহ্ন
লেগেছে পথের গায়,
বন কেটে কেটে, সামনে এগিয়ে, দেখ দেখি, আর
কতদূর পথ যায়।

banglainternet.com

খোঁজ—খোঁজ—খোজ, যেথায় মিশেছে দূরের আকাশ,
—খুঁজে এসো তত দূরে,
রাত কেটে গেল,—দিবস হইল,—শ্রান্ত সকলে
বন পথে ঘুরে ঘুরে।

কি হল,—কি হল? "নায়েবমশায়! গরীব আমরা,
হয়েছে মাথায় বাড়ি,
নমুর কুলেতে কলঙ্ক দিয়ে চলে গেছে চোরা,
লোকের আবাস ছাড়ি।
ধোপ কাপড়েতে দাগ লাগিয়াছে, পাহাড় ভাঙিয়া
পড়েছে মাটির পরে,
বিবাহের কনে পালিয়ে গিয়াছে, না জানি সে কোন্
বেগানার হাত ধরে।"

"কাজীর গেরামে খবর নিয়েছে?" "সোজনের সেথা
পাওয়া যায়নাক দেখা,
কালকে বিকালে কেহ কেহ তারে ঘুরিতে দেখেছে
শিমুলতলীতে একা।"
"যা ভেবেছি তাই, হাতে লও লাঠি, সড়কী ঘুরাও,
হাঁক মার, মার ডাক;
সুর শুনে তার আকাশ বাতাস, পাতাল ফাটিয়া
চৌচির হয়ে যাক।

গ্রাম জ্বালাইবি—বন পোড়াইবি—মুণ্ডু কাটিবি—
যারে যেথা পাবি খুঁজে,
তারপর আছে সদর কাছারী, থানার দারোগা,
আমি নিব সব বুঝে।
ডিগ্রী করিয়া ডিগ্রী জারীতে ভিটামাটি ঘর
লইব নিলাম করি,
হাহাকার করে কাঁদিয়া ফিরিবে পথে পথে তারা,
বলিনু শপথ করি।"

banglainternet.com

বার

কোমরে চেক্তির পাটি, জরির পটকা আটি, তার পরে বান্ধে তলওয়ার,
খঞ্জর কাটারী–ছুরি ডাহিনে বামেতে ধরি গোস্যায় বলেন মার মার।

*　　　　　*　　　　　*

জোশ বাড়ে রণে যেতে, আমীরের ঢাল হাতে, সেই ঢাল রাখেন পিঠেতে
হাতে লেজা তলওয়ার, কান্ধে বান্ধে জোল–ফক্কার ;
হাতিয়ার আমাম লেন হাতে।

—জারি নাচের গান

আজকে হবে মলুদ–শরীফ্ কাজীর গাঁয়ে মোল্লা–বাড়ি,
দুদিন ধরে আগর–বাগর হচ্ছে নানান জোগাড় তারি।
ভাট গেঁয়োদের করলে দাওয়াত খাঁ–পুরারা বেজার হবে,
ওদিকে রয় মুরাল–দাহ্ কি কথা বা তারাই কবে?
ভাজন ডাঙার কাজীর পোরা, কমলাপুরের মিরধা–বাড়ি।
টেপাখোলার অছেল–খাঁরা—কেবল মানুষ যায় যে বাড়ি।
সাত গেরামেই রইল দাওয়াৎ, চোখ বুঝে ত যায় না থাকা,
কাউরে কোথা বাদ দিলে যে আর কাউরে যায় না রাখা।

শনিবারের রাতের বেলায় মোল্লা বাড়ির উঠান পরে,
সাত গেরামের মানুষ এসে জমল নানান খুশীর ভরে।
কে কাহারে চিন্‌তে পারে, মদন কুলু ঘুরায় ঘানি,
সে বসেছে সবার আগে হস্তে লয়ে ছোরমাদানী।

নিদান ফকির জন খেটে খায়, কেবা তাহার খবর রাখে?
মুন্সী সাবের হস্ত হতে গোঁফ ভরিয়া আতর মাখে।
কলিমদ্দি কুলুর পোলা, কয়লা ভরা ময়লা দেহ ;
আজকে তারে দেখলে পরে ভাবতে তাহা পারবে কেহ?
কে বলিবে, আলী মামুদ কাদায় নিড়ায় সারাটা দিন,
সিটের জামা গায় পরে সে সেজেছে আজ নওশা নবীন।
সবার মাথায় রঙিন টুপি, কখন দোলে, কখন হেলে,
ভেস্তে লুটে ফুলগুলি কে মাটির ধরায় দিচ্ছে ফেলে।
মোল্লা–বাড়ির উঠানে কে সোনার কাঠি হস্তে ধরি,
সারা গাঁয়ের রূপখানি আজ দিয়ে গেছে বদল করি।

কে বলিবে, এরাই গাঁয়ে ভায়ের মাথায় লাগায় বাড়ি,
কাইজা করে ফ্যাসাদ করে ভর্তি করে জেলের বাড়ি।
এরাই চাষী রুক্ষ ভাষী, বুনো জানোয়ারের মতন,
গাল পাড়িয়ে আদর দেখায়, লাঠির আগায় দেখায় যতন।
সে সব যেন খোলস ওদের ; আজকে তাহা ফেলিয়া দূরে,
বেশভূষাতে রঙিন হয়ে বসেছে এই মফেল জুড়ে।
কে আনিয়া আরব দেশের জায়–নামাজের খেজুর পাটি,
মোল্লা–বাড়ির উঠান পরে দিয়ে গেছে হর্ষে পাতি।
সামিয়ানার চাদরখানা ঝুলছে সবার মাথার পরে,
তাহার সাথে রমজানেরি চাঁদের ফালি নৃত্য করে।
হয়ত রছুল দীনের নবী এই চাঁদেরে সাক্ষী করি,
হীরা গিরির শিখর হতে উঠেছিলেন কোরান পড়ি।
—হয়ত আজো সোয়ার হয়ে এই চাঁদেরি সোনার নায়ে,
ভেস্ত ছেড়ে এই মফেলে এসেছেন এ কাজীর গাঁয়ে।

banglainternet.com

চারিদিকে লোক বসেছে, আসেন বসেন মুখের কথা,
তাজীম-মাফিক নেওন-দেওন, সাধ্য কি হয় অন্যথা।
মধ্যখানে মনির মিঞা মুখ ভরা তার শুভ্র দাড়ি,
লুবানেরি ধূঁয়ার মতন হাওয়ায় লোটে গন্ধ তারি।
মুখখানিতে আরব-দেশের চাঁদের মতন রশ্মি ঝরে,
সামনে লয়ে কোরান-কেতাব মুন্সি সাহেব মলুদ পড়ে।
মুন্সী সাহেব বয়ান করেন, দীনের নবী মেষের রাখাল,
কি যে বসে ভাবেন সদা, কোন দিকেই নাইক খেয়াল।
মাথার পরে দুলছে বায়ে থোপায় থোপায় খোরমাগুলো,
বাবলা বনে দুম্বা চরে, গায়ে মাখা মরুর ধুলো।
ভেস্ত হতে আসল যে দূত কোরান শরীফ হস্তে ধরে,
অঙ্গে মেখে নূরের ঝলক, আতসেরি লেবাছ পরে,
দাঁড়িয়ে সেদিন দীনের নবী হীরা-গিরির চূড়ার পরে,
"আল্লাহু আকবর" ধ্বনিল দিকদিগন্ত মুখর করে।

তাহার পরে কোরেশদেরি হাতে তাহার কি লাঞ্ছনা,
চোখের জলে মুন্সী সাহেব করল কেঁদে সে বর্ণনা।
অবিশ্বাসীর কেল্লা মাঝে চলছে একা দীনের নবী,
হাতে তাহার খোদার কোরান, বুকে তাহার খোদার ছবি।
মাথার পরে ঝুলছে অসি, সামনে পিছে ঘুরছে খাঁড়া,
চৌদিকেতে কাফের, যেন হিংস্র বুনো ব্যাঘ্র তারা।
শিষ্যেরা কয়, "প্রাণ থাকিতে একলা তোমায় না পাঠাব,
যেতে যদি হয়ই এমন, আমরা ক'জন সঙ্গে যাব।"
"একলা নহে হে বন্ধুরা" দীনের নবী ডাক দিয়ে কয়,
"সঙ্গে আমার আছেন সাথী, তোমরা কেহ করবে না ভয়।

পাথর মাঝে কীটের বাসা, আহার যোগান তারেও যিনি,
ইঙ্গিতে যাঁর চলছে ধরা, আমার বুকের ভরসা তিনি।"
এই ভাবেতে মুন্সী-সাহেব হজরতেরই জন্ম থেকে,
মরণ-তক সব কাহিনী করল বয়ান একে একে।
দীনের নিশান হস্তে লয়ে মক্কা পুনঃ ফিরছে নবী,
হাতে তাঁহার চাঁদের ঝলক, মুখে তাঁহার জ্বলছে রবি।
সঙ্গে চলে শিষ্যেরা সব, বিশাল বাহু উন্নত শির,
আল্লা ছাড়া কারো কাছে হয় না নত এই ধরণীর।
অবিশ্বাসীর কেল্লা মাঝে ভীষণতর উঠল যে ত্রাস,
মোহাম্মদ আজ সামনে পেলে ধনে প্রাণে করবে বিনাশ।

এমন সময় খবর এলো—কিসের খবর? কিসের খবর,
সবার মুখেই ব্যস্ততা ভাব, কিবা ছোটর কিবা বড়র!
কিসের খবর? কিসের খবর? মুন্সী সাহেব কেতাব থুয়ে,
ছদন মিঞায় সামনে ডাকি কি কথা বা বলছে নুয়ে?
কিসের খবর? কিসের খবর? মদন কুলু লাফিয়ে উঠে,
মালকোঁচাতে পরল কাপড়, ধরল লাঠি শক্ত মুঠে।
কিসের খবর? কিসের খবর? ছদন মোড়ল দৌড় মাড়িয়া,
বোঝা কয়েক সড়কী লাঠি কোথা হতে আসল নিয়া।
কিসের খবর? কিসের খবর? বরদ্দীর রামদা কোথায়,
নিজাম ঢালীর ঢাল কোথায় আজ? এক পলকে আয় নিয়ে আয়।
কিসের খবর? কিসের খবর? কাজীর চকের মধ্যখানে,
ও—ও—ও—উঠছে যে হাক কাল বোশেখীর ঝড়ের গানে।

banglainternet.com

মেঘনা নদে বান ডেকেছে—ঢেউ ছুটেছে ক্ষিপ্ত হয়ে,
ফেন ছড়ায়ে সর্বনাশের জুড়বে খেলা দু-তীর লয়ে।
মশাল পরে জ্বলছে মশাল, আগুন দিয়ে রাতের বুকে,
সর্বনাশের নাচন নাচি কোন্ ক্ষ্যাপা আজ হাসছে সুখে।
সেই আগুনে পুড়বে গেরাম, পুড়বে নদী, পুড়বে নালা;
শিখা তাহার গগন ছুঁবে, তবু নাহি মিটবে জ্বালা।

দাঁড়াও তবে দাঁড়াও গাঁয়ের যে যেখানে বীর পালোয়ান,
হস্তে লহ হাতের লাঠি, কোমরেতে ঝুলাও কৃপাণ!
সড়কী আন—রামদা আন, থাল বাজায়ে নৃত্য কর,
'আলী-আলী' শব্দ করি, আকাশ জমিন পাতাল ভর।
কাজীর গাঁয়ের সুনাম আজি নিয়ে চল মুঠার তলে,
এবার তাহার পরখ হবে বাহুর বলে, বুকের বলে।
তোমার খোঁজে কাজীর গাঁয়ের তারাই আজি আসছে হেঁকে,
শিমুলতলী, শিমুলতলী! বজ্র ছড়াও মেঘের থেকে।
পাহাড় ভেঙে বহ্নি ছড়াও দোল দিয়ে আজ সিন্ধু জলে,
—ফেনিল ফণা ঢেউকে ছুটাও সর্বনাশের এ হিন্দোলে।

দোহাই দোহাই মুন্সী সাহেব, তোমার দুখান চরণ ধরি,
তোমার কথা আজের মত থাকুক কোরান-কেতাব ভরি।
আজকে মোরা বলব কথা লাঠির আগায় লাঠির আগায়,
আজকে মোরা লিখব কথা বুকের তাজা রক্তরেখায়।
তোমার কথা শুনব সেদিন, যদি আবার ফিরতে পারি,
যদি আবার হয় আমাদের শিমুলতলীর বসত বাড়ি।

"তবু আমার একটি কথা—একটি কথা মানতে হবে,
নইলে এ জান কবচ করে কাইজাতে আজ যাওগে সবে।"

"না—না—মোরা মানবনাক, কিছুতেই আজ মানবনাক,
আজের মত সকল কথা কোরান-কেতাব জড়িয়ে থাক।
তোমার কথা রাখতে যেয়ে শিমুতলীর বসত-বাড়ি,
হাতের লাঠি থাকতে হাতে চোরের মত এলেম ছাড়ি।
চৌদ্দ-পুরুষ বাপ-দাদারা বাস করছে যেই গেরামে,
কাইজা করে, দাঙ্গা করে, আনছে গরব তাহার নামে,
তাদের বংশধর আমরা তোমার একটা কথার তরে,
রাতের বেলা পালিয়ে এলাম কজন গেঁয়ো নমুর ডরে।
মুন্সী সাহেব—মুন্সী সাহেব আজকে তুমি চাও ফিরিয়া,
কি করেছ মোদের তুমি নিমেষ তরে লও ভরিয়া।
বাঘের ছেলে আজকে মোরা মেষের মত চরছি মাঠে
সর্প-শিশুর ফণার পরে পা ফেলি আজ ভেক যে হাঁটে।
তাইতে এত সাহস নমুর—নইলে কোথা শিমুলতলী,
আর কোথা এই কাজীর গেরাম, এতটা পথ আসছে দলি!
—আসছে তারা এই সাহসে ভয়ে যারা পালিয়ে বেড়ায়,
তাদের মুখে মক্ষিকারাও নুলো পায়ের লাথি বাড়ায়।
শিমুলতলী—শিমুলতলী, আজকে ইহার জবাব যে চাই,
নইলে যেন কালকে দেখি শিমুলতলীর একজনও নাই।"

"তবু আমার একটি কথা—বৃদ্ধ আমি সকল জনম
শিমুলতলীর দুখে-সুখে গড়েছি মোর ধরম-করম।

banglainternet.com

মফেল জুড়ে মলুদ পড়ি ঈদের মাঠে ওয়াজ করি,
আশী-বছর শিমুলতলীর জড়িয়ে আছি সকল ভরি।
আশী-বছর শিমুলতলীর দুখের সাথে মোর পরিচয়,
আশী-বছর শিমুলতলীর ভাগ্যে আমার ভাগ্য হৃদয়।
একদিন ত জোয়ান ছিলাম, ছিল তখন বাহুর বড়াই,
বুকের পাটায় থাপরিয়ে হাত তখন মোরা আগুন জ্বালাই।
আজ সে বুকের হাড় কখানা, নাড়া দিলেই পড়বে খসে,
তবু এখন ঘরের কোণে থাকতে নাহি পারব বসে।
তোমরা যদি সবাই যাবে সঙ্গে লহ আমায় তবে,
মরণ যদি হয়ই এমন, সেই মরণের গরব রবে।"

"মুন্সী-সাহেব ! মুন্সী-সাহেব ! আজকে তোমায় মাথায় করি,
ইচ্ছে করে নেচে বেড়াই মোদের সারা গেরাম ভরি।
আর আমাদের নাই পরাজয়, আশী বছর হেলায় ঠেলে ;
তোমার মত বয়স-বুড়ো যোগ দিল যে মরণ খেলে ;
এই খেলারে রুখবে বলে এমন সাধ্য কাহার নাহি,
তোমায় মোরা মাথায় করে 'আলী আলী' শব্দ গাহি।
মুন্সী-সাহেব—মুন্সী-সাহেব ! এবার তুমি হুকুম কর,
শিমুলতলীর সুনাম-কথায় আবার মোদের পরাণ ভর।"

"কথার এখন নাই অবসর, হাতে লহ হাতের লাঠি,
হু-হুঙ্কারে লাফিয়ে উঠে কাঁপাও আকাশ, কাঁপাও মাটি।
মাঠ ভরে আজ গর্জে নমু, ওই তাহারা পড়ল এসে,
শিমুলতলীর গাঁয়ের ছেলে, এবার সাজ বীরের বেশে।

—সাপের মত দুলাও ফণা—ঝড়ের মত গর্জি ওঠ—
ঘূর্ণিপাকে ঘুরিয়ে লাঠি কাজীর চকের মধ্যে ছোট।"
দলে দলে লোক সাজিল, হাতে হাতে জ্বলল মশাল,
কালবোশেখীর ঝড় ছুটিল, চৌদিকেতে সামাল-সামাল ;
মদন-কুলু ক্ষিপ্ত আজি, দল বেড়িয়া নৃত্য করে,
অট্টহাসি ঠিকরে পড়ে কিড়ি-মিড়ি মন্ত্র-ভরে।

"ডাক-ডাকিনী ভূত-পেঁতিনী দেও-দানারা আয় ছুটে আয়,
কালনিশা আর কণ্ঠনিশা, পাতাল নিশা রইলি কোথায় ?
রইলি কোথায় আওলাকেশী, পাগল-বেশী কাল-কুমারী
রাধি কুমার, পাতাল কুমার আয় ছুটে আয় পাতাল ছাড়ি।
পিঙল জটা মেঘের ঘটা আয় চলে আয় অন্ধনিশা,
আড়বেতে আর পরবেতে আয় আঁধার করে সকল দিশা।
আয় চলে আয় ঝটকা বায়ে দমের মাদার দুলিয়ে জটা,
আয় চলে আয় দক্ষিণা বাও, বরণ যাহার মেঘের ঘটা।
ষোলশো ভূত সঙ্গে করে শ্মশানকালী আয় নেচে আয়,
ধূনা-মুনা ছাঞ্চারা আয় এই তুফানের মত্ত খেলায়।
ঈশান কোণের আয়রে ঈশান, মন্ত্রপড়ে সবায় ডাকি,
ওলই চণ্ডী, পোলই চণ্ডী, শ্মশানকালী আয়রে হাঁকি।

ধুল ধুলা ধুল মুঠার ধুলা আলীর নামে ফুঁক ছাড়িয়া,
জোর পবনে উড়িয়ে দিলাম, মরণ খেলায় যাও ছুটিয়া।
যাওরে ধুলা ডাক ছাড়িয়া, যাওরে ধুলা অট্টহাসি,
বুকে বুকে ছড়াও তুমি বজ্র হতে অগ্নি-রাশি।

banglainternet.com

শিমুলতলী-শিমুলতলী! কাজীর গেরাম, মুরালদাহ,
ঝড় বাদলের মত্ত খেলায় 'আলী আলী' শব্দ গাহ।
—ওই আসিছে মত্ত নমু—আলী-আলী হজরত আলী,
লাফিয়ে চল ভাইরা আমার, হাতে হাতে মশাল জ্বালি।"

মুসলমানের দল ছুটিল, মার মার মার ডাক ছাড়িয়া,
কলুর ডিহি পার হইয়া, কাজীর চকের মধ্য দিয়া।
চল্‌ল তারা জীবন লয়ে—চল্‌ল তারা মরণ লয়ে,
চল্‌ল তারা জাহান্নামের বহ্নিশিখা মাথায় বয়ে।
শব্দে তাদের রাতের বায়ু থেকে থেকে উঠছে কাঁপি,
মশাল পরে রাতের আঁধার করছে যেন দাপাদাপি।

তের

দেশাল সিন্দুর চায়নারে ময়না
আবেরি ময়না ঢাকাই সিন্দুর চায়;
ঢাকাই সিন্দুর পরিয়া ময়নার গরমী ছোটে গায়।
ডান হস্তে শ্যামলা গামছা,
বাম হস্তে আবেরী পাংখা,
হারে দামান ঢুলায় বালীর গায়।
—মুসলমান মেয়েদের বিবাহের গান

গড়াই নদীর তীরে,
কুটীরখানিরে লতাপাতা ফুল মায়ায় রয়েছে ঘিরে।
বাতাসে হেলিয়া, আলোতে খেলিয়া সন্ধ্যা সকালে ফুটি,
উঠানের কোণে বুনো ফুলগুলি হেসে হয় কুটি কুটি।
মাচানের পরে সিম-লতা আর লাউ-কুমড়ার ঝাড়,
আড়া-আড়ি করি দোলায় দোলায় ফুল ফল যত যার।
তল দিয়ে তার লাল নটে শাক মেলিছে রঙের ঢেউ,
লাল শাড়িখানি রোদে দিয়ে গেছে এ বাড়ির বধূ কেউ।
মাঝে মাঝে সেথা এঁদো ডোবা হতে ছোট ছোট ছানা লয়ে,
ডাহুক মেয়েরা বেড়াইতে আসে গানে গানে কথা কয়ে।
গাছের শাখায় বনের পাখিরা নির্ভয়ে গান ধরে,
এখনো তাহারা বোঝেনি হেথায় মানুষ বসত করে।

মটরের ডাল, মসুরের ডাল, কালিজিরা আর ধনে,
লঙ্কা-মরিচ রোদে শুকাইছে উঠানেতে সযতনে।
লঙ্কার রঙ, মসুরের রঙ মটরের রঙ আর,
জিরা ও ধনের রঙের পাশেতে আলপনা আঁকা কার!
যেন একখানি সুখের কাহিনী নানান আখরে ভরি,
এ বাড়ির যত আনন্দ হাসি আঁকা জীবন্ত করি।
সাঁঝ-সকালের রঙিন মেঘেরা এখানে বেড়াতে এসে,
কিছুখন যেন থামিয়া রয়েছে এ বাড়িরে ভালবেসে।

banglainternet.com

সামনে তাহার ছোট ঘরখানি ময়ূর পাখির মত,
চালার দুখানা পাখনা মেলিয়া তারি ধ্যানে আছে রত।
কুটীরখানির একধারে বন, শ্যাম-ঘন-ছায়া তলে,
মহা-রহস্য লুকাইয়া বুকে সাজিছে নানান ছলে।
বনের দেবতা মানুষের ভয়ে ছাড়ি ভূমি সমতল,
সেথায় মেলিছে অতি চুপি চুপি সৃষ্টির কৌশল।
লতা-পাতা ফুল ফলের ভাষায় পাখিদের বুনো সুরে,
তারি বুকখানি সারা বন বেড়ি ফিরিতেছে সদা ঘুরে।
ইহার পাশেতে ছোট গেহ-খানি, এ বনের বন-রাণী,
বনের খেলায় হয়রান হয়ে শিথিল বসনখানি ;
ইহার ছায়ায় মেলিয়া ধরিয়া শুয়ে ঘুম যাবে বলে,
মনের মতন করিয়া ইহারে গড়িয়াছে নানা ছলে।

সে ঘরের মাঝে দুটি পা মেলিয়া বসিয়া একটি মেয়ে,
পিছনে তাহার কালো চুলগুলি মাটিতে পড়েছে বেয়ে।
দুটি হাতে ধরি রঙিন শিকায় রচনা করিছে ফুল,
বাতাসে সরিয়া মুখে উড়িতেছে কভু দু-একটি চুল।
কুপিত হইয়া চুলেরে সরাতে ছিড়িছে হাতের সুতো,
চোখ ঘুমাইয়া সুতোরে শাসায় করিয়া রাগের ছুতো।
তারপর শেষে আপনার মনে আপনি উঠিছে হাসি,
আরো সরু সরু ফুল ফুটিতেছে শিকার জালেতে আসি।
কালো মুখখানি, বন লতা-পাতা আদর করিয়া তায়,
তাহাদের গার যত রঙ যেন মেখেছে তাহার গায়।
বনের দুলালী ভাবিয়া ভাবিয়া বনের শ্যামল কায়া,
জানে না কখন ছড়ায়েছে তার অঙ্গে বনের ছায়া।

banglainternet.com

আপনার মনে শিকা বুনাইছে, ঘরের দুখানা চাল,
দুখানা রঙিন ডানায় তাহারে করিয়াছে আব-ডাল।
আটনের গায়ে সুন্দীবেতের হইয়াছে কারুকাজ,
বাজারের সাথে পরদা বাঁধন মেলে প্রজাপতি সাজ।
ফুস্যির সাথে রাঙতা জড়ায়ে গোখুরা বাঁধনে আঁটি,
উলু ছোন দিয়ে ছাইয়াছে ঘর বিছায়ে শীতল পাটি।
মাঝে মাঝে আছে তারকা বাঁধন, তারার মতন জ্বলে,
রুয়ার গোড়ায় খুব ধরে ধরে ফুল কাটা শতদলে।
তারি গায় গায় সিঁদুরের গুঁড়ো হলুদের গুঁড়ো দিয়ে,
এমন করিয়া রাঙায়েছে যেন ফুলেরা উঠেছে জিয়ে।
একপাশে আছে ফুলচাং বাঁধা নানা কারুকাজ ভরা,
চাল ডাল কিবা ফুলচাং ভাল বলা যায়নাক ত্বরা।
তার সাথে বাঁধা কেলী-কদম্ব ফুল-ঝরি-শিকা আর,
আসমান-তারা শিকার রঙেতে সব রঙ মানে হার
শিকায় ঝুলনো চীনের বাসন, নানান রঙের শিশি,
বাতাসের সাথে হেলিছে দুলিছে রঙে রঙে দিবানিশি।
তাহার নীচেতে মাদুর বিছায়ে মেয়েটি বসিয়া একা,
রঙিন শিকার বাঁধনে বাঁধনে রচিছে ফুলের লেখা।

মাথার উপরে আটনে ছাটনে বেতের নানান কাজ,
ফুলচাং আর শিকাগুলি ভরি দুলিতেছে নানা সাজ।
বনের শাখায় পাখিদের গান, উঠানে লতার ঝাড়,
সবগুলো মিলে নির্জনে যেন মহিমা রচিছে তার।
মেয়েটি কিন্তু জানে না এ সব শিকায় তুলিছে ফুল,
অতি মিহি-সুরে গান সে গাহিছে মাঝে মাঝে করি ভুল।

বিদেশী তাহার স্বামীর সহিত গভীর রাতের কালে,
পাশা খেলাইতে ভানুর নয়ন জড়াল ঘুমের জালে।
ঘুমের ঢোলনী, ঘুমের ভোলনী—সকলে ধরিয়া তায়,
পাল্কীর মাঝে বসাইয়া দিয়া পাঠাল স্বামীর গাঁয়।
ঘুমে ঢুলু আঁখি, পাল্কী দোলায় চৈতন হল তার,
চৈতন হয়ে দেখে সে ত আজ নহে কাছে বাপ-মার!
এত দরদের মা-ধন ভানুর কোথায় রহিল হায়,
মহিষ মানত করিত তাহার কাঁটা যে ফুটিলে পায়।
হাতের কাঁকনে আঁচড় লাগিলে যেত যে সোনারু বাড়ি,
এমন বাপের কোন দেশে ভানু আসিয়াছে আজ ছাড়ি!
কোথা সোহাগের ভাই-বউ তার মেহেদী মুছিলে হায়,
আপন সিঁথার সিঁদুর চাহিত ঘষিতে ভানুর পায়
কোথা আদরের মৈফল-ভাই ভালুর আঁচল ছাড়ি,
কি করে আজিকে দিবস কাটিছে একা খেলাঘরে তারি!

এমনি করিয়া বিনায়ে বিনায়ে মেয়েটি করিছে গান,
দূর বন-পথে 'বৌ কথা কও' পাখি ডেকে হয়রান।
সেই ডাক আরো নিকটে আসিল, পাশের ধঞ্চে খেতে,
তারপর এলো তেঁতুল তলায় কুটীরের কিনারেতে।
মেয়েটি খানিক শিকা তোলা রাখি অধরেতে হাসি আঁকি,
পাখিটিরে সে যে রাগাইয়া দিল বউ কথা কও ডাকি।
তারপর শেষে আগের মতই শিকায় বসাল মন,
ঘরের বেড়ার অতি কাছাকাছি পাখি ডাকে ঘন ঘন।
এবার সে হল আরো মনোযোগী, শিকা তোলা ছাড়া আর
তার কাছে আজ লোপ পেয়ে গেছে সব কিছু দুনিয়ার।

banglainternet.com

দোরের নিকট ডাকিল এবার বউ-কথা-কও পাখি,
বউ কথা কও 'বউ কথা কও,' বারেক ফিরাও আঁখি।
বউ মিটি মিটি হাসে আর তার শিকায় যে ফুল তোলে,
মুখপোড়া পাখি এবার তাহার কানে কানে কথা বলে।

"যাও—ছাড়—লাগে," "এবার বুঝিনু বউ তবে কথা কয়,
আমি ভেবেছিনু সব বউ বুঝি পাখির মতন হয়।
হয়ত এমনি পাখির মতন এ-ডাল ও-ডাল করি,
'বউ-কথা-কও' ডাকিয়া ডাকিয়া জনম যাইবে হরি।
হতভাগা পাখি! সাধিয়া সাধিয়া কাঁদিয়া পাবে না কূল,
মুখপোড়া বউ সারাদিন বসি শিকায় তুলিবে ফুল।"
"ইস্যিরে মোর কথার নাগর! বলি ও কি করা হয়,
এখুনি আবার কুঠার নিলে যে, বসিতে মন না লয়?"
"তুমি এইবার ভাত বাড় মোর, একটু খানিক পরে,
চেলা কাঠগুলো ফাঁড়িয়া এখনি আসিতেছি ঝট করে।"

"কখনো হবে না, আগে তুমি বস" বউটি তখন উঠি,
ডালায় করিয়া হুড়ুমের মোয়া লইয়া আসিল ছুটি।
একপাশে দিল তিলের পাটালী, নারিকেল লাড়ু আর,
ফুললতা আঁকা ক্ষীরের তক্তি দিল তারে খাইবার।
কাঁসার গেলাসে ভরে দিল জল, মাজা-ঘষা ফুরফুরে,
ঘরের যা কিছু মুখ দেখে বুঝি তার মাঝে ছায়া পুরে।
হাতেতে লইয়া ময়ূরের পাখা বউটি বসিয়া পাশে,
বলিল, "এসব সাজায়ে রাখিনু কোন দেবতারে আশে?"

"তুমিও এসো না!" "হিন্দুর মেয়ে মুসলমানের সনে,
খাইতে বসিয়া জাত খোয়াইব, তাই ভাবিয়াছ মনে?"
"নিজেরি জাতিটা খোয়াই তাহলে" বড় গম্ভীর হয়ে,
টপ্ টপ্ করে যা ছিল সোজন পুরিল অধরালয়ে।

বউ ততখনে কলিকার পরে ঘন ঘন ফুঁক পাড়ি,
ফুলকি আগুন ছড়াইতেছিল দুটি ঠোঁট গোল করি।
দুএক টুকরো ওড়া ছাই এসে লাগছিল চোখে মুখে,
ঘটছিল সেথা রূপান্তর যে বুঝি না দুখে কি সুখে।
ফুঁক দিতে দিতে দুটি গাল তার উঠছিল ফুলে ফুলে,
ছেলেটি সেদিকে চেয়ে চেয়ে তার হাত ধোয়া গেল ভুলে।
মেয়েটি এবার টের পেয়ে গেছে, কলকে মাটিতে রাখি,
ফিরিয়া বসিল ছেলেটির পানে ঘুরায়ে দুইটি আঁখি।

তারপর শেষে শিকা হাতে লয়ে বুনাতে বসিল ত্বরা,
মেলি বাম পাশে দুটি পাও তাতে মেহেদীর রঙ ভরা।
নিলাম্বরীর নীল সায়রেতে রক্ত কমল দুটি,
প্রথম ভোরের বাতাস পাইয়া এমনি উঠেছে ফুটি।
ছেলেটি সেদিকে অনিমেষ চেয়ে, মেয়েটি পাইয়া টের,
শাড়ীর আঁচলে চরণ দুইটি ঢাকিয়া লইল ফের।

ছেলেটি এবার ব্যস্ত হইয়া কুঠার লইল করে,
এখনি সে যেন ছুটিয়া যাইবে চেলা ফাঁড়িবার তরে।
বউটি তখন পা'র আবরণ একটু লইল খুলি,
কি যেন খুঁজিতে ছেলেটি আসিয়া বসিল আবার ভুলি!

banglainternet.com

এবার বউটি ঢাকিল দুপাও শাড়ীর আঁচল দিয়ে,
ছেলেটি সজোরে কলকে রাখিয়া টানিল হুঁকোটি নিয়ে।
"খালি দিনরাত শিকা ভাঙাইবে? হুঁকোয় ভরেছ জল?
কটার মতন গন্ধ ইহার একেবারে অবিকল।"
"এক্ষুনি জল ভরিনু হুঁকোয়।" "দেখ! রাগায়ো না মোরে,
নৈচা আজিকে শিক পুড়াইয়া দিয়েছিলে সাফ করে?
কটর কটর শব্দ না যেন মুণ্ডু হতেছে মোর,
রান্না ঘরেতে কেন এ দুপুরে দিয়ে দাও নাই দোর?
এখনি খুলিলে? কথায় কথায় কথা কর কাটাকাটি,
রাগি যদি তবে টের পেয়ে যাবে বলিয়া দিলাম খাঁটি।"

"মিছেমিছি যদি রাগিতেই শখ বেশ রাগ কর তবে,
আমার কি তাতে, তোমারি চক্ষু রক্ত বরণ হবে।"
"রাগিবই তবে? আচ্ছা দাঁড়াও মজাটা দেখিয়ে লও,
যখন তখন ইচ্ছা মাফিক যা খুশি আমারে কও।
এইবার দেখ! না! না! তবে আর রাগিয়া কি মোর হবে,
আমি ত তোমার কেউকেটা নই খবর টবর লবে?"

বউটি বসিয়া শিকা ভাঙাইছে,আর হাসিতেছে খালি;
প্রতিদিন সে ত বহুবার শোনে এমনি মিষ্টি গালি।
"ও বীর পুরুষ, জানা গেছে আজ খুব পারো রাগিবারে,
বেড়ার পানেতে চেয়ে দেখ দেখি, কি এঁকেছি এইধারে।
এই আঁকিয়াছি দুর্গা 'ভবানী' গণেশ এঁকেছি এই!
একা গেঁয়ো ঘরে রাধা বসে আছে, কৃষ্ণ ত কাছে নেই।"

"কেন কাছে নেই?" "বোকা কোথাকার, তাহাও বলিতে হবে,
কৃষ্ণ যে বনে কাঠ–কাটিবারে গিয়েছিল সেই কবে?"
"আচ্ছা এ বেটা ষাঁড়ের উপরে, কি নাম হইবে এর?"
"তুচ্ছ কর না; এটা মহাদেব, রাগাইলে পাবে টের।
কৃষ্ণ চলেছে মথুরার পথে, এই রহিয়াছে আঁকা,
আর এই দেখ, রাবণ রাজার ঘুরিছে রথের চাকা।
ভেলায় ভাসিয়া বেহুলা চলেছে লখাই লইয়া কোলে,
সিথার সিঁদুর ভেসে গেছে তার গংকিনী নদী-জলে।"
শাড়ীর আঁচলে দুটি চোখ মুছি দুলী কহে "এইখানে,
জনম দুখিনী সীতা বসে আছে চেয়ে দেখ তার পানে।
রাজরাণী আজ পথের কাঙালী বনবাস দিয়ে তারে,
অযোধ্যাপুরী যেতে লক্ষ্মণ ফিরে চায় বারে বারে।
হারে অভাগীর কত না বেদনা, ঘাটে ঘাটে ঢেউ হানি,
দুখানি তীরের গলা জড়াইয়া কাঁদিছে গাঙের পানি।
ওকি চোখে জল? এইখানে দেখ জগন্নাথের পুরী,
বৃন্দাবনের মন্দির দেখ ডাইনে একটু ঘুরি।"

"সব ত আঁকিলে," সোজন কহিল, "মুসলমানের পীর,
যদি রাগ করে? কিছু আঁক নাই তাঁহাদের কাহিনীর?"
"চোখে কি তোমার ঢেলা ঢুকিয়াছে? চেয়ে দেখ এইধারে,
মক্কার ঘর দাঁড়ায়ে রয়েছে প্রণাম জানাও তারে।
এইখানে দেখ ধূ ধূ বালু উড়ে, কারবালা ময়দান,
ফোরাতের কূলে ঢুলিয়া পড়েছে গোধূলির আসমান।
এইধারে এই হোসেনের তাঁবু, পতির মরণ জানি,
সকিনা তাহার বিবাহের বেশ ছিঁড়িতেছে টানি টানি।

banglainternet.com

জল ! জল ! করি কাঁদে পরিজন, অভাগা হোসেন হায়,
নিজের বক্ষ নিজে আঁচড়িছে, জল যদি কোথা পায়।
এইখানে দেখ, পাহাড়ের তলে শিরী-ফরহাদ শুয়ে,
বনের গাছটি শাখা দুলাইছে কবরে তাদের নুয়ে।
হেথায় এঁকেছি ডালিমের গাছ, তাহারই শীতল ছায়,
অভাগী মজনু লায়লীরে লয়ে কবরেতে ঘুম যায়।
আর এইখানে আঁকিয়া রেখেছি শিমুলতলীর গাঁও,
আমাদের গাঁর মস্‌জিদ এই, সামনের দিকে চাও।
দূর ছাই, আমি এ কি করিতেছি ! বেলা যে পড়েছে ঢলি,
লক্ষ্মীটি তুমি তেল মাথে দিয়ে সিনানেতে যাও চলি।"
ছেলেটি তখন লক্ষ্মীরই মত চলিল সিনান তরে,
বউটি উঠিয়া অতি ধীরে ধীরে ঢুকিল রান্না ঘরে।

*　　*　　*　　*　　*　　*

কাঠের বোঝাটি মাথায় করিয়া সোজন কহিল, "যাই ?"
"আনিতে কিন্তু ভুলিও না তুমি, যাহা বলিয়াছি তাই।"
খানিক যাইয়া ফিরিল সোজন, কহিল বউরে ডাকি,
"আমাগো বাড়ির উনির তরেতে সিঁদুর আনিব নাকি ?"
"আমাগো বাড়ির উনির কি আজ বে-ভুল হয়েছে মন,
কাল ত এনেছে সিঁথার সিঁদুর মনে নাই এক্ষণ ?
সুন্দা ও মেথি আনে যেন আজ, কাঞ্চা হলুদ আর,
খয়েরের কথা বলিয়া বলিয়া এখন মেনেছি হার।"
"আনিব, আনিব" এবার সোজন গিয়েছে একটু দূরে,
বউ বলে, "উনি বারেক ফিরিয়া চাহুক একটু ঘুরে।
লঙ্গ, এলাচি, দারচিনি আর সেন-সেন না কি কয়,
খানিক খানিক কিনে আনে যেন পয়সায় যদি হয়।"

banglainternet.com

"সেদিন আনিনু ইহারি মধ্যে ফেলিয়াছ সব খেয়ে!"
"আমাগো বাড়ির উনি বুঝি তাই দেখিয়াছে চেয়ে চেয়ে?
কর্তারি রোজ আধমণ লাগে, আর শোন এক কথা,
শব্দেতে শুনি শাড়ীর নাকিগো নাম যে কলমীলতা,
বালুচর-শাড়ী, জলে-ভাসা শাড়ী, কেলী-কদম্ব শাড়ী,
গোপাল ফুল যে শাড়ীতে নাকিগো গোপাল ফুলের বাড়ি।
ও সবে আমার নাই কোন লোভ, কলমী লতা যে নাম,
আমার বড়ই হাউস হয়েছে পেলে তাই পরিতাম!"
"এই কথা তুমি আগে বল নাই? পাট বেচি দুইমণ,
ওই শাড়ী যদি নাহি কিনি আমি, দেখে নিও তক্ষণ!
এখন তাহলে হাটে যাই আমি, গরুটাকে বেঁধো ঘরে,
সন্ধ্যা হলেই কুটীরে ঢুকিও দ্বার যে বন্ধ করে!"
"আর শোন কথা, দেরী যেন আজ হয়নাক কোন মতে,
যাও, তুমি মোরে ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিছ ওখান হতে!"
এমনি নানান সুখের সলিলে হাসে তাদের দিন,
তরঙ্গে তারি ভাসিয়া গিয়াছে অতীতের যত চিন।

সামনের ওই কানন হইতে কাটিয়া আনিয়া কাঠ,
প্রতি সোমবারে করে যে সোজন মধুমালতীর হাট।
ঘরেতে দুলালী লাকড়ী কাটিয়া ছোট ছোট আঁটি বাঁধে,
আর মাঝে মাঝে নানান সেলাই করে সে মনের সাধে।
ধারে কাছে কারো বাড়ি নাই কোন, নদীর জলের পরে,
ভাটী ও উজান নাও বেয়ে যায় মাঝিরা পালের ভরে।
মাঝে মাঝে তারা হাল ছেড়ে দিয়ে উদাস হইয়া শোনে,
বাঁশীর মতন কণ্ঠ বাজিছে একটি ঘরের কোণে।

চৌদ্দ

এখনো এলো না কালা মন আমার হল উদাসী,
বাড়িল বিরহ-জ্বালা নির্বাণের উপায় করি কি?
শ্যামের আসার আশা নিয়ে, বাসর শয্যা সাজাইয়ে,
জেগে পোহাই সারা নিশি;
সেই আশায় নৈরাশ হল, এখন জাগল ব্রজের ব্রজবাসী;
মন আমার হল উদাসী।
—বিচ্ছেদ গান।

সেদিন আসিয়া সোজন কহিল, "কাঠের বেপার করে,
আমাদের দিন এমনি করিয়া কাটিবে না চিরতরে।
ও গাঁয়ের এক বেপারীর নায়ে এসেছি হইয়া ভাগী,
কালকে যাইব দূরের সফরে কোষ্টা পাটের লাগি!
রাতের বেলায় কেদারীর মাতা থাকিবে তোমার কাছে,
পাটের বেপারে কত লাভ হয় বুঝিতে পারিবে পাছে।"

"কাজ নাই মোর এত লাভ দিয়ে, এমনি গরীব হয়ে,
আমাদের দিন কাটিয়া যাউক একে অপরেরে লয়ে।
তা ছাড়া রয়েছে আপদ-বিপদ, নমুরা পাইলে টের,
হয়ত এখনি লোকজন লয়ে আমাদের দেবে ঘের!"

"ছাই টের পাবে, তিন চারিদিন, এর বেশী কভু নয়,
তারপর আমি চলিয়া আসিব তুমি করিও না ভয়।
পাটের বেপারে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা, দেখিও তোমার তরে,
জলে-ভাসা-শাড়ী, ময়ূরের পাখা আনিব কদিন পরে।

banglainternet.com

নাকেতে বুলক, গলায় হাসলী, গোলখাড়ু দুটি পায়
তারি তরে আমি বেপারে চলিনু সুদূর পাটের নায়।
ও দুখান হাত খালি পড়ে আছে, নাকেতে বেশর নাই,
লক্ষ্মীটি তুমি কিছু ভেবোনাক যদি আমি দূরে যাই।"

তাহাই হইল, পরদিন ভোরে বেপারীর নাও আসি,
সোজনেরে নিয়ে পাল তুলে দিয়ে সুদূরে চলিল ভাসি।
অভাগিনী দুলী বরণ কুলায় সাজায়ে দূর্বা ধান,
নৌকার গায়ে সিঁদুর তেল আর দিল গুয়া পান।
তারপর শেষে বরণ করিয়া বিদায় করিল তারে,
পাল-ভরে নাও যতদূর গেল চেয়ে রল একাধারে।
সুদূর চরের আকাশের কোলে আবছা কুহেলী জালে,
নৌকা মিশিল, তারপর পাল মিশে গেল এককালে।
অশ্রু সজল নয়নেতে দুলী ফিরে এলো নিজ ঘরে,
বুকখানি তার উড়ে ফিরছিল সুদূর বালুর চরে।

এক দুই করে চারিদিন গেল, সোজনের নাহি খোঁজ,
কলসী ভরিতে ভরে না দুলীর একা গেঁয়ো ঘাটে রোজ।
এই গাঙ দিয়ে যত নাও আসে আর যত নাও যায়,
তাহাদের ঢেউ কূলে না লাগুক, বুকে তার লাগে হায়।
কেন সে আসে না, কি হইল তার? এমনি প্রশ্ন শত,
আসে আর যায় দুলীর হৃদয় করি কত বিক্ষত।
রাতের বেলায় কেদারীর মাতা ঘুমাইয়া রহে পাশে,
দুলী একা ঘরে জেগে বসে থাকে, যদি বা সোজন আসে!

banglainternet.com

মেহেদী ছেঁচিয়া চরণ রাঙ্গায়, শাপলার ফুল কানে,
খুব পুরু করে কাজলের রেখা কাজল নয়নে টানে।
ভালের সিঁদুর মুছিয়া মুছিয়া নতুন করিয়া পরে,
পাকা পুঁই ফল ঘষিয়া ঘষিয়া দুটি হাত রাঙা করে।
সোজন হঠাৎ আসিবে কখন কে বলিতে পারে তাই,
মলিন সাজেতে যদি দেখে তারে লজ্জার সীমা নাই।
তাই ভাল করে শাড়ীখানা পরে, সামনে আরসী ধরি,
সাচী পান খেয়ে দুটি ঠোঁট লয় রাঙা টুকটুকে করি।
সোজন আসিলে কোন্ কথা তারে কেমন করিয়া কবে,
অভিমান করে ঘরের কোণেতে কোথায় লুকায়ে রবে।
এই সব তার ভাবিতে ভাবিতে রাত হয়ে যায় শেষ,
শুকতারা তার লজ্জা ঢাকিবে যেয়ে কোন দূর দেশ।

শিয়রের কাছে জ্বলিছে প্রদীপ, দুলীর সারাটি গার
বেশ-ভূষা পানে উপহাস করি চাহে যেন বারবার।
টানিয়া টানিয়া বেণীরে খসায়, কান হতে ফুল তুলে,
ভাটিয়াল সোঁতে ভাসাইয়া দেয় গোড়াই নদীর কূলে।
আশার ত তবু নাহি হয় শেষ, পালের নায়ের পারা
রঙের উপর রঙ ছড়াইয়া ভেসে চলে যায় তারা।
কেবা তাহাদের বাঁধিয়া রাখিবে? বালুর চরের পাখি,
—তারা উড়ে যায় শূন্যের পথে আপনার মনে ডাকি।

আজিকাল কালে ফিরে এসে যেন অতীতের দিনগুলি,
দুলীর পরাণে বুলাইয়া যায় কত না রঙের তুলি।

সারাদিন দুলী ঘরের দেওয়ালে তারি ছবি আঁকে একা,
কোথাও ঘষিয়া সিঁদুরের গুড়া কোথা হলুদের রেখা।
সেই নিশাকালে সোজনের সনে কাননের পথ ধরে,
চলিয়াছে দুলী কাঁটা গাছগুলো সরাইয়া দুই করে।
পিছন হইতে নমুরা আসিয়া খুঁজিতেছে আঁতিপাঁতি,
ঝাড়-জঙ্গল তোলপাড় করে জ্বালায়ে মশাল বাতি।
সেই ছবি দুলী দেয়ালে আঁকিল, কুমার নদীর সোঁতে
সোজনের পিঠে সোয়ার হইয়া পার হল যেই মতে।

তারপর সেই গেরস্ত বাড়ি, সে বাড়ির ছোট মেয়ে,
দ্বিতীয়ার চাঁদ হাসলী পরিয়া হাসে যেন তারে চেয়ে।
দুলীরে লইয়া কি যে সে করিবে ভাবিয়া না পায় কূল,
কখনো দেখায় পুতুলগুলিরে, কভু এনে দেয় ফুল।
কভু তার ছোট বাছুরটি আনি ভাব করাইতে চায়,
কড়িগুলো কোথা লুকায়েছে তাও বলিতে না ভয় পায়।
বিদায়ের দিনে কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিল, "বুজীরে আর,
এই পথে যদি আস কভু যেন দেখা হয় একবার।
তোমার জন্যে গাঁথিয়া রাখিব পাকা কুঁচ দিয়ে মালা,
ডোমনী আসিলে কিনিয়া রাখিব তল্লা বাঁশের ডালা।
বেদেনীর কাছ হইতে রাখিব রঙিন পুঁতির দানা,
সে দানায় তুমি ছবি এঁকো বুজী, ফুল লতা-পাতা নানা।
বৈশাখ মাসে আম শাখা যবে লুটাবে ফলের ভারে,
মাথা খাও মোর, তুমি যদি বুজী, নাহি আস এই ধারে।
টানিয়া টানিয়া আঁকিল যে দুলী আম গাছটির ডাল,
পাকা ফলভারে লুটায়ে পড়েছে লইয়া পাতার জাল।

banglainternet.com

তারি তলে বসি কৃষাণ মেয়েটি গাঁথিছে কুঁচের মালা,
সামনে তাহার লতাফুল আঁকা বাঁশের রঙিন ডালা।
তারপর দুলী আঁকিল যতনে যেখানে পথের পর,
অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল সে যে লাগিয়া রবির কর।
জানুর উপরে মাথা রেখে তার লইয়া গাছের শাখা,
সোজন তাহারে করেছিল হাওয়া, এ ছবি হইল আঁকা।

সোঁতের সেহলা ভ্রমিয়াছে তারা উদ্দেশ-হীন হায়,
বনের পশুর সাথে ঘুমায়েছে, কভু মানুষের গাঁয়।
গোদার গেরামে ঘাট কোতয়াল রূপেতে মজিয়া তার,
চোখ ঘুরাইয়া কি একটা কথা বলেছিল একবার।
সোজন তাহারে কেমন করিয়া শাস্তি যে দিয়েছিল,
দেয়ালের গায়ে ধরে ধরে দুলী সকলি আঁকিয়া নিল।
তারপর দুলী আঁকিতে বসিল গোড়াই নদীর জলে
লাল নীল পাল হেলায়ে দোলায়ে দূরদেশী মাঝি চলে ;
ঘাটের কেনারে প্রতীক্ষমানা দাঁড়ায়ে একটি মেয়ে,
দুটি চোখ তার ভরিয়াছে জলে কাঁখের কলসী চেয়ে।
এ ছবিখানির রেখায় রেখায় দুলীর সারাটি মন,
বরণে বরণে গলাগলি ধরি করে যেন ক্রন্দন।
অন্তর হতে ব্যথার দোসর বাহির হইয়া হায়,
দুলীর বুকের যত কথা যেন কহিছে সে নিরালায়।

* * * * * *

এমনি সময় দুয়ারে দাঁড়াল পুলিশের লোকজন,
সোজনেরে তারা আনিয়াছে সাথে হাত করি বন্ধন।

পোনর

দিনে দিনে খসিয়া পড়িল
রঙিলা দালানের মাটি

——বাউলের গান

(নমু-মুসলমানের সাইর)

শোন ভাই সকল কুতূহলে করি নিবেদন,
নমু-মুসলমানের দাঙ্গা করিব বর্ণন।
সন তেরশো উনত্রিশে মাঘ মাসের রাতে,
কাজীর গাঁয়ে পড়ল নমু সড়কী লয়ে হাতে।
মশাল জ্বালি হাজার ঢালী ঘুরিয়ে রামদাও,
ঝিলকি দেয়া সঙ্গে লয়ে আসল যেন বাও।
মলুদের মফেল ছেড়ে, উঠল তেড়ে যতেক মুসলমান,
'আলী আলী' শব্দ করি ভাঙিল আসমান।
লাগল আগুন জ্বলল দুগুণ জগৎ জোড়া শিখা,
কপালেতে পড়ছে যেন জাহান্নামের টিকা।
আসল ছুটে মানুষ জুটে নানান গ্রামের থেকে,
সেই আগুনের তপ্ত শিখা বুকের পাটায় এঁকে।
নায়েব মশায় ছিলেন সদয় যতেক নমুর তরে,
তেলিহাটির পরগণাতে এলেন দাওয়াৎ করে।
মোহনপুর, কেষ্টপুর, মাধবদিয়া ছাড়ি,
পঙ্গপালের মতন নমু ছুটল তাড়াতাড়ি !

banglainternet.com

ঢাকার নবাব, দিলেন জবাব, হাজার মুসলমান,
পদ্মা নদী পার হইয়া ঘিরিল আসমান।
এলো কাজেম খুনী, শব্দে শুনি বন্দুকেরী গুলি,
আলীর নামে ডাক ছাড়িয়া মুখেই নিত তুলি।
এলো ছদন মাল, জুতিরকাল বিধ্‌তা না যার চামে,
সাত আটদিন লড়াই করে গা নাহি তার ঘামে।
এলো বচন মিঞা কোরান দিয়া এছেম আজম পড়ি,
ফুঁক ছাড়িলে হাজার লেঠেল পড়ত গড়াগড়ি।

নমুর মাঝে সকল কাজে আগে যাহার ঠাঁই,
তেলিহাটির গদাই মাল তুলনা যার নাই।
গদাই মাল, দেয় ফাল আট কাঠা ভুঁই জুড়ে,
আকাশ চিরে বিজলী ছুটে বর্শা যখন ছুঁড়ে!
এলো রামহাতী, যুদ্ধে মাতি থাপড় মারে বুকে,
বোশেখ মাসের ঠাটা যেমন গিরির বুকে ঠুকে।
এলো নিধিরাম যেমন নাম, তেমন তাহার কাম,
বন-সজারুর মতন তাহার সকল গায়ের চাম।
বারুদ-গুলি মুখে তুলি চিবোয় যেমন মুড়ি,
দশটা কাইজা শেষ করে সে হাতের দিয়ে তুড়ি,
এলো মোহন রায় পূবের বায় মন্ত্র ছুঁড়ি ছুঁড়ি,
ষোলশো ডাক-ডাকিনী তার সঙ্গে নাচে ঘুরি।

এমনি করে দিনের পরে যতই দিবস চলে,
নমু-মুসলমান মাতিল রণের কোলাহলে।

গ্রাম জ্বলিল, ঘর পুড়িল, দেশ হল ছারখার,
কিবা নমু-মুসলমানের হুঁস নাহিক কার।
এই এলরে, ওই গেলরে, ধর মার মার ভাই,
জাহান্নামের আগুন-দোলা, দুলিরে দোল খাই।
সকল মানুষ, হন্দ বেহুঁশ পতঙ্গেরই মত,—
আপন হাতে জ্বালল আগুন আপনি হতে হত।
মায়ের বুকের খোকন দুধের, আছড়িয়ে তায় মারি,
করছে সবে পথে ঘাটে লাইঠেলি নাম জারি।

হায় হাহাকার উঠল এবার ভরি সকল দেশ,
রোজ কেয়ামত তক্ যেন এর হবেই নাক শেষ।
শ্মশানঘাটায়, রাত্রিদিবায় চিতার পরে চিতা,
সাজিয়ে এবার কতই মাতা কাঁদছে ব্যথায় ভীতা।
যেথায় চাহি, মানুষ নাহি শুধু কবর-খানা,
শিয়াল শকুন গৃধিনীরা ফিরছে দিয়ে হানা।
দিনের পরে, দিন গোজরে, নিবল চিতার জ্বালা,
কবর পরে দূর্বা ঘাসে মেলল পাতার ডালা।
জনম-দুখী, পোড়ারমুখী রইল বেঁচে যারা,
তাদের বুকের কবরে ঘাস মেলল নাক চারা!
বাতাস লেগে চিতা থেকে উড়ল শুধু ছাই,
বুকের চিতার দ্বিগুণ আগুন জ্বালিয়ে দিল তাই।

banglainternet.com

নায়েব মশায় বড়ই সদয়, মূর্খ নমুর তরে,
হুকুমে তাঁর হাট বসিল শিমুলতলীর পরে।

ষোল

ইঞ্জিলের ঘরের ভিতর, মরি কি আজব লহর ;
তারেতে চলছে খবর, কি চমৎকার নীলে !
বালাখানায় জ্বলছে বাতি আলো করছে রঙমহলে।
—বাউলের গান

খবর—খবর—কিসের খবর—চলতি খবর—বলতি খবর,
উড়ো খবর উড়ছে বয়ে শব্দ তাহার হচ্ছে জবর।
কানে কানে কান-কথাতে, চোখ-টেপাতে, ভ্রূ-ঘোরাতে—
ঘড়ি ঘড়ি চলছে খবর, মন গড়াতে মন ভাড়াতে।
পিছন দিয়ে, সামনে দিয়ে, এখান দিয়ে, ওখান দিয়ে,
কেউ চলিছে খবর দিয়ে, কেউ চলিছে খবর নিয়ে।
মিথ্যে খবর, সত্যি খবর, হাটে বাটে চলছে নিতি,
কখন দিয়ে সুখের পরশ, কখন গেয়ে দুখের গীতি।
চলছে খবর অন্দরেতে, চলছে খবর বহির্বাটি,
ঘুঙুর পরা পায়ের দাগে রেখায় রেখায় আঁখর কাটি।
আসছে খবর—যাচ্ছে খবর, পথ চলিবার ঠেকরা গাড়ী,
নানান কাজে ব্যস্ত সবে, কে করে কার খবরদারী !

শুনে ছিলাম, নায়েব মশায় জেলায় যেয়ে নালিশ করি,
নারী-হরণ মোকদ্দমায় সোজনেরে দিলেন ধরি।
তারপরে তার বিচার হল, অত শত কেইবা শোনে ;
সাতটি বছর মেয়াদ তাহার কাটল নাকি জেলের কোণে।

জেল হইতে খালাস পেয়ে শুনল যখন সবার মুখে,
নতুন বিয়ের বরকে নিয়ে দুলীর দিবস কাটছে সুখে ;
মনের দুখে তখন নাকি ফিরল না সে আপন গাঁয়ে,
দেশান্তরী ছুটল কোথা দূরদেশী এক বেদের নায়ে।
কেউবা বলে, এসব কথা সত্য বলে হয় না মনে,
যা হোক একটা হবেই কিছু আজকে ওসব কেইবা গনে।
খবর ! খবর ! নিত্য নতুন উড়ছে পথে হাউই বাজি,
ঐন্দ্রজালিক জাল টানিছে, কাল যা দেখি নাই তা আজি।
নমু-মুসলমানের পাড়া শিমুলতলীর গেরাম ভরি,
জমিদারের হাট বসেছে নায়েব মশার সুনাম ধরি।
নমু-মুসলমান কোথা আজ ? শিমুলতলীর কাজেম খুনী,
কাইজাতে আর তাহার মুখের উঁচুগলার ডাক না শুনি।
মদন কুলু রামদা বেচে জমিদারের খাজনা দেছে,
সাধুর পোলা নিমাইপালের জুতীর কালের ধার যে গেছে।
আজকে কেহ ভয় করে না নমু-মুসলমানের নামে,
সময় কাটে এখন তাদের পদধূলি লওয়ার কামে।

banglainternet.com

সতর

ঝুক্কারে খাইলাম,
ঝঙ্কারে ধাইলাম,
পর্বতের মাথায় লাথি,
হাতীর কাঁধে রামদা ধারাই,
আমি বাঙ্গারামের নাতি।
—হাডুডু খেলার ছড়া

কাজি চকের মধ্যখানে ছোট্ট বহে বিল,
আরশিতে তার যায় যে দেখা সকল গাঁয়ের দিল।
এধার দিয়ে পথটি গেছে শিমুলতলীর হাটে,
উত্তরীয় পরিয়ে দিয়ে ফসল ভরা মাঠে।
ওধারে পথ উচুনীচু গরুর পায়ের খুরে,
বিক্ষত সে কাঁদছে যেন ধুলার নিশাস ছুঁড়ে।
সেখান দিয়ে হাটের পথে চলছে বুড়ো একা,
ললাটে তার পষ্ট আঁকা হাজার শোকের রেখা।
খানিক চলে আবার বসে, জীর্ণ দেহ তার,
আপনাকে বইতে যেন সাধ্য নাহি আর।

ওপার দিয়ে আরেক বুড়ো চলছে তারই মত,
আশী বছর কুড়িয়েছে সে দুঃখসুখের ক্ষত।
"ওধার দিয়ে যায় কেডা ও?" শুধায় ডেকে ডেকে,
"শিমুলতলীর গদাই মোড়ল!" শব্দ আসে হেঁকে।
"কে কথা কয়?" "ছমির লেঠেল?—তোমার মনে নাই?
শিমুলতলী জড়িয়েছিলাম আমরা যে কভাই!"

"ছমির লেঠেল! ভালই হল কদিন বা আর আছে,
ইচ্ছে ছিল, দুচার কথা বলব তোমার কাছে!
মাথার উপর ঘুরছে শমন—ভালই হল ভাই,
জন্মের শোধ দুচার কথা তোমায় বলে যাই।
হয়ত মোরে দিচ্ছে সবে অনেক অভিশাপ,
আমি কি ভাই, নিজের বুকে লইনি বহু তাপ?
আপন হাতে সাতটি পোলায় চিতায় দেছি তুলে,
তবু কি ভাই মোর অপরাধ যাবে না কেউ ভুলে?"
"ওসব কথা তুল না আর, সকল মোরা জানি,
কি হবে আর ক্ষত স্থানে নুনের ছিটা হানি?"

"না ভাই আমি শোধ লইব—শোধ লইব আজ,
যে পরাল আজ আমাদের এমন কাঙাল সাজ।
শিমুলতলীর গদাই মোড়ল, ডাক শুনিয়া যার,
সাতশ নমু যখন তখন মিলত এসে সার।
আজ কোথা সে সাতশ নমু? সোনার শিমুলতলী,
জমিদারের বাজার যেথা বসছে গলি গলি।"
"কি প্রতিশোধ লইবে মোড়ল? আর ত কেহ নাই,
দেশ জোড়া আজ কবর গড়ে ঘুমিয়েছে সব ভাই;
শিমুলতলীর মোল্লা বাড়ি—ভিটায় ভিটায় ঘর,
দলিজাতে হাট মিলিত সারাটা দিনভর!
সাতটি ঘরে সাতটি ডোলের গলায় গলা ধরি,
ফসল মোদের উঠান ভরি করত গড়াগড়ি;
তাদের বংশে জ্বালতে বাতি কেউ নাহি আর বাকি,
কাজির গাঁয়ের গোরস্থানে এলেম তাদের রাখি।

banglainternet.com

শোধ লবে আজ কার পরে ভাই? ছমির লেঠেল আর,
নমু-মুসলমানের হয়ে লয় না লাঠি তার।
আজ সে হাতে নাই শক্তি, কবরখানায় বসে,
কেয়ামতের কদিন বাকি দেখি যে আঁক কসে।
কি প্রতিশোধ লইবে মোড়ল? শিমুলতলীর গাঁয়,
নমু-মুসলমানের পাড়া বুনো তরুর ছায়;
গাজীর গানে নাচন নাচি, গাজন তলায় গাহি,
মাঠে মাঠে হাল বাহিয়া রায় দীঘিতে নাহি;
দিবসগুলি কাটত যাদের উৎসবেরই প্রায়,
নমু-মুসলমানের কেহ আর নাহি সে গাঁয়।
আজকে তারা চিতায় চিতায়, গহন মাটির গোরে,
ঘুমিয়ে আছে, হাজার ডাকেও শব্দ নাহি করে!"

"শোধ নেব ভাই—শোধ নেব এর—তারি প্রতীক্ষায়,
আজও আছি আগলিয়ে এই জীর্ণ জীবনটায়।
যার আদেশে আজ আমাদের এমন দশা ভাই,
তাহার গায়ে খড়কুটারও আঁচড় লাগে নাই।"
"জানি মোড়ল—সবাই জানি, লেখন লেখা ভালে,
পারে না কেউ খণ্ডাতে তা যখন ধরে কালে।"
"না ভাই, ইহার শোধ লইব, সারা জনম ভরি,
দুখের দেশে ঘুরায় যারা মোদের এমন করি।
তারা যদি রয় বেঁচে আজ, হয়ত দুদিন গেলে,
নমু-মুসলমানের বিবাদ আবার দিবে জ্বেলে!

আজকে তাদের একজনেরে সঙ্গে করে লয়ে,
মরতে পারি, সেই সে মরণ হাসবে গরব হয়ে।
রামনগরের নায়েব মশায়, শয়তানেরে আজ
ভবপারে পাঠিয়ে তবে পরব মরণ সাজ!"
"কি কথা আজ বলছ মোড়ল? বুঝতে নাহি পারি,
রামনগরের নায়েব, সে ত নমুর সুহৃদ ভারি।"

"নমুর সুহৃদ! ছমির লেঠেল! প্রণাম নিয়ে যাঁরা,
কৃপা করেন বুঝবো আজো নমুর সুহৃদ তারা?
মোদের যারা কুকুর-বিড়াল—তারও অধম করে,
পিঠের পরে হানছে লাঠি সারা জনম ভরে।
মোদের বুকের পাঁজর ভেঙ্গে গড়ছে ইমারত,
মাথার উপর টানছে যাঁরা জমিদারের রথ;
সামনে যাদের গেলে পরেই মান দেখাতে হয়,
নমু-মুসলমানের সুহৃদ তারা কখন নয়।
নমুর সুহৃদ হয় যদি কেউ, মাঠেতে হাল বাহি;
চৈত্র-রোদের জ্বালায় জ্বলে ঘামের জলে নাহি;
ঝড়-বাদলে দুঃখে-সুখে গাঁয়ের ছোট ঘরে,
নমুর মতই বাস করে যে সারা জনম ভরে;
—তারা গাঁয়ের হাজার চাষী, জনম-দুখীর দল,
মাথায় তাদের সমান বহে শাওন মাসের জল।
জমিদারের অত্যাচারও সমান মাথায় বহে,
দুঃখী তারা, নয়ক নমু, মুসলমানও নহে।
কাইজ্জা করে কি ফল পেলাম? নমু-মুসলমান,
কেউ ঘুমাল গোরে, কেহ চিতায় দিল প্রাণ!

banglainternet.com

তোমার চোখে, আমার চোখে সমান জলের ধারা,
শিমুলতলী হাট বসায়ে স্ফূর্তি করে তারা।
চাই প্রতিশোধ—চাই প্রতিকার—বুকের হাহাকার,
নইলে যে আর থামবেনাক গেলেও মরণ পার।"

মালকোছাতে কাপড় পরে ছমির লেঠেল কয়,
"নমু-মুসলানের আজি নূতন পরিচয়।
দেশ জুড়িয়া কবর খুঁড়ি শুইয়েছি সব ভাই,
শ্মশান ঘাটায় নিবেছে চিতা—বক্ষে নেবে নাই।
তীব্র তাহার অনল জ্বালা অঙ্গে মেখে তবে,
দুভাই এস লাফিয়ে পড়ি যা হবার তা হবে।"

"সাতটি পোলা চিতায় শুয়ে হাজার নমু গাঁর,
এত যে ডাক ডাকছি তবু জবাব নাহি কার।"
দুতীর দিয়ে চলল দুজন সাঁঝের খুনী রবি,
আঁধার পায়ে দলছিল সে দিনের যত ছবি।
পরের দিনে সকাল বেলা দেখল পথিক জন,
এপার বিলের কবর বাঁধা ওপার চিতা কোন!

খবর—খবর—কিসের খবর—গুজব শুনি গাঁয়,
রামনগরের নায়েব মশার খোঁজ না পাওয়া যায়।
কদিন পরে দেখল সবে বিলের ধারে খুঁড়ে,
নায়েব মশার আধেক দেহ ঘুমিয়ে কবর জুড়ে।

আঠার

আগে জানি নাইরে দয়াল এমন হবেরে—
আগে জানি নাইরে দয়াল পরাণ যাবেরে।
আগে না জেনে পিছে না শুনে প্রেম যে-জন করে,
ঘসীর অনল তুষের ধুঁয়া সদায় জ্বইলা উঠেরে ;
—আমি আগে জানি নাই।
পিরীতি আটন পিরীতি ছাটন পিরীতির দুখানা চাল,
পিরীতির ঘরে কপাট দিয়ে আমি রইব কত কালরে,
—আমি আগে জানি নাই।
আঙুল কাটিয়া কলম বানাইলাম চক্ষের জলের কালি,
পাঁজর কাটিয়া লেখন লিখিয়া পাঠাই বন্ধুর বাড়িরে,
—আমি আগে জানি নাই।
—মুর্শিদা গান

মধুমতী নদী দিয়া
বেদের বহর ভাসিয়া চলেছে কূলে ঢেউ আছাড়িয়া।
জলের উপরে ভাসাইয়া তারা ঘরবাড়ি সংসার,
নিজেরাও আজ ভাসিয়া চলেছে সঙ্গ লইয়া তার।
মাটির ছেলেরা অভিমান করে ছাড়িয়া মায়ের কোল,
নাম-হীন কত নদী-তরঙ্গে ফিরিছে খাইয়া দোল।
দুপাশে বাড়ায়ে বাঁকা তট-বাহু সাথে সাথে মাটি ধায়,
চঞ্চল ছেলে আজিও তাহারে ধরা নাহি দিল হায়।
কত বন-পথ সুশীতল-ছায়া ফুল-ফল-ভরা গ্রাম,
শস্যের ক্ষেত আলপনা আঁকি ডাকে তারে অবিরাম!
কত খল-দীঘি, গাজনের হাট, রাঙা মাটি পথে ওড়ে,
কারো মোহে ওরা ফিরিয়া এলো না আবার মাটির ঘরে।

banglainternet.com

–জলের উপরে ভাসায়ে উহারা ডিঙ্গী নায়ের পাড়া।
নদীতে নদীতে ঘুরিছে ফিরিছে সীমাহীন গতিধারা।
তারি সাথে সাথে ভাসিয়া চলেছে প্রেম ভালবাসা মায়া,
চলেছে ভাসিয়া সোহাগ আদর, ধরিয়া ওদের ছায়া।
জলের উপরে ভাসিয়া চলেছে কোলাহল, মারামারি,
ত্যাগের মহিমা পুণ্যের জয় সঙ্গে চলেছে তারি।

সামনের নায়ে বউটি দাঁড়ায়ে হাল ঘুরাইছে জোরে,
রঙিন পালের বাদাম তাহার বাতাসে গিয়াছে ভরে।
ছই-এর নীচে স্বামী বসে বসে লাঠিতে তুলিছে ফুল,
মুখেতে আসিয়া উড়িছে তাহার মাথায় বাবরী চুল।
ও নায়ের মাঝে বউটিরে ধরে মারিতেছে তার পতি,
পাশের নায়েতে তাস খেলাইতেছে সুখে দুই দম্পতি।
এ নায়ে বেঁধেছে কুরুক্ষেত্র বউ-শাশুড়ীর রণে,
ও নায়ে স্বামীটি কানে কানে কথা কহিছে জায়ার সনে!
ডাক ডাকিতেছে, ঘুঘু ডাকিতেছে, কোড়া করিতেছে রব,
হাট যেন জলে ভাসিয়া চলেছে মিলি কোলাহল সব।
জলের উপরে কেবা একখানা নতুন জগৎ গড়ে,
টানিয়া ফিরিছে যেথায় সেথায় মনের খুশীর ভরে।

কোন কোন নায়ে রোদে শুখাইছে ছেঁড়া কাঁথা কয়খানা,
আর কোন নায়ে শাড়ী উড়িতেছে বরন দোলায়ে নানা।
ও নাও হইতে শুঁটকি মাছের গন্ধ আসিছে ভাসি,
এ নায়ের বধূ সুন্দা ও মেথি বাটিতেছে হাসি হাসি।

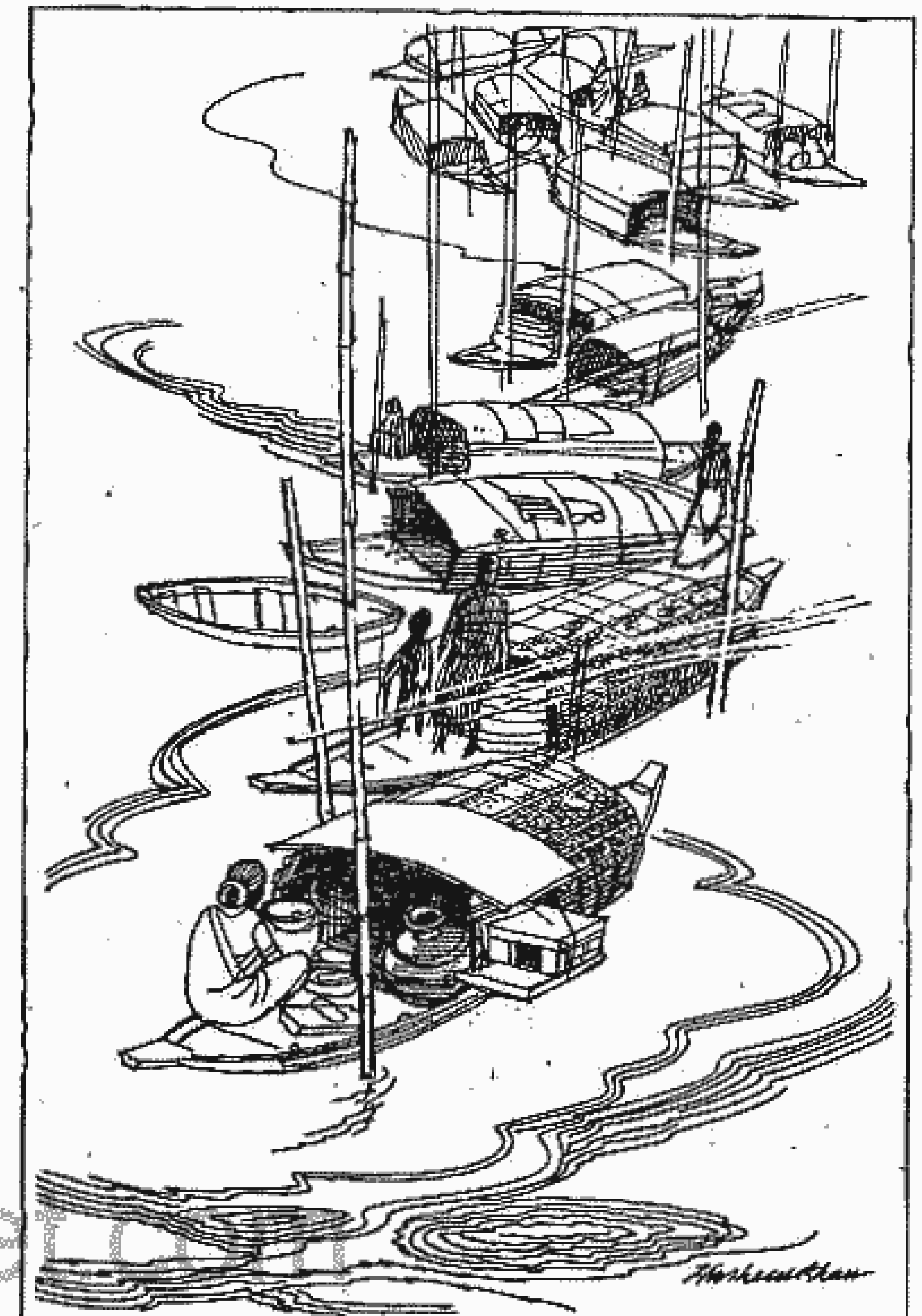

banglainternet.com

কোনখানে ওরা স্থির নাহি রহে, জ্বালাতে সন্ধ্যাদীপ,
একঘাট হতে আর ঘাটে যেয়ে দোলায় সোনার টিপ।
এদের গাঁয়ের কোন নাম নাই, চারি সীমা নাহি তার,
উপরে আকাশ, নীচে জলধারা, শেষ নাহি কোথা কার।
পড়শী ওদের সূর্য, তারকা, গ্রহ ও চন্দ্র আদি,
তাহাদের সাথে ভাব করে ওরা চলিয়াছে দল বাঁধি ;
জলের হাঙর—জলের কুমীর—জলের মাছের সনে,
রাতের বেলায় ঘুমায় উহারা ডিঙ্গি-নায়ের কোণে।

বেদের বহর ভাসিয়া চলেছে মধুমতী নদী দিয়া,
বেলোয়ারী চুড়ি, রঙিন খেলনা, চীনের সিঁদুর নিয়া।
ময়ূরের পাখা, ঝিনুকের মতি, নানান পুঁতির মালা,
তরীতে তরীতে সাজানো রয়েছে ভরিয়া বেদের ডালা।
নায়ে নায়ে ডাকে মোরগ-মুরগী যত পাখি পোষ-মানা,
শিকারী কুকুর রহিয়াছে বাঁধা আর ছাগলের ছানা।
এ নায়ে কাঁদিছে শিশু মার কোলে—ও নায়ে চালার তলে,
গুটি তিনচার ছেলেমেয়ে মিলি খেলা করে কুতূহলে।

বেদের বহর ভাসিয়া চলেছে, ছেলেরা দাঁড়ায়ে তীরে,
অবাক হইয়া চাহিয়া দেখিছে জলের এ ধরণীরে।
হাত বাড়াইয়া কেহ বা ডাকিছে—কেহ বা ছড়ার সুরে,
দুইখানি তীর মুখর করিয়া নাচিতেছে ঘুরে ঘুরে।

চলিল বেদের নাও,
কাজলকুঠির বন্দর ছাড়ি ধরিল উজানী গাঁও।
গোদাগাড়ী তারা পারাইয়া গেল, পারাইল বউঘাটা,
লোহাজুড়ি গাঁও দক্ষিণে ফেলি আসিল দরমাহাটা।
তারপর আসি নাও লাগাইল উড়ানখালির চরে,
রাতের আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে তখন মাথার পরে।

ধীরে অতি ধীরে প্রতি নাও হতে নিবিল প্রদীপগুলি,
মৃদু হতে আরো মৃদুতর হল কোলাহল ঘুমে ঢুলি।
কাঁচা বয়সের বেদে-বেদেনীর ফিস ফিস কথা কওয়া,
এ নায়ে ও নায়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শুনিছে রাতের হাওয়া।
তাহাও এখন থামিয়া গিয়াছে, চাঁদের কলসী ভরে,
জোছনার জল গড়ায়ে পড়িছে সকল ধরণী পরে।
আকাশের পটে এখানে সেখানে আবছা মেঘের রাশি,
চাঁদের আলোরে মাজিয়া মাজিয়া চলেছে বাতাসে ভাসি।
দূর গাঁও হতে রহিয়া রহিয়া ডাকে পিউ, পিউ কাঁহা,
যোজন যোজন আকাশ ধরায় রচিয়া সুরের রাহা।

এমন সময় বেদে-নাও হতে বাজিয়া বাঁশের বাঁশী,
সারা বালুচরে গড়াগড়ি দিয়ে বাতাসে চলিল ভাসি ;
কতক তাহার নদীতে লুটাল, কতক বাতাস বেয়ে,
জোছনার রথে সোয়ার হইয়া মেঘেতে লাগিল যেয়ে।
সেই সুর যেন সারে জাহানের দুঃসহ ব্যথা-ভার,
খোদার আরশ কুরছি ধরিয়া কেঁদে ফেরে বারবার।

banglainternet.com

সে বাঁশী বাজে, নিঠুর আমারে সোঁতের সেহলা কার,
আর কতদূরে ভাসাইয়া নিবে ভাটীয়াল নদী ধরি !
যাহার তরেতে বাদিয়ার ঝালী বয়ে ফিরি দেশে দেশে,
আজো সে আমারে নারে দেখা দিল, কথা না কহিল এসে।
উড়িয়া যাওরে পঙ্খি—অনেক দূরেতে যাও,
অভাগিনী দুলী কোন্ দেশে থাকে দেখিতে কি তারে পাও?
যদি দেখে থাক, কহিও—এখনো মরেনি এ হতভাগা,
আজো গাঙে গাঙে ভেসে ফেরে সে যে লইয়া বুকের দাগা।
'উঞ্চল ডালে থাকরে পঙ্খি—নজর বহুত দূর,
হয়ত বা তুমি জান সন্ধান মোর প্রাণবন্ধুর।'
যদি জান তবে এনে দাও তারে দেরীর সময় নাই,
মাটির প্রদীপ করে নিবু নিবু, বড় ভয় লাগে তাই।
জনমের দেখা দেখিব তাহারে, তারপর কেহ আর,
সোজন বলিয়া কে ছিল কোথায় জানিবে না সমাচার।
আমার বুকের মালারে পঙ্খি, দোলে বেগানার গলে,
কি আশায় তবে বাঁচিয়া থাকিব, মোরে যাও তুমি বলে।

ভাটী বেয়ে তুমি যাও ওরে নদী ! শুনি ভাটীয়াল সুর,
হয়ত বা তুমি জান সন্ধান মোর প্রাণবন্ধুর।
মোরে তবে নদী সেই দেশে আজ নিয়ে যাও ভাসাইয়া,
জীবনের শেষ নিঃশ্বাস লব দুশ্চিয়া তারি গাঁও
তাহারি কাঁখের কলসীতে শুনি জল ভরণের গান,
বড় সুখে আমি করিবরে নদী জীবনের অবসান।
সেই কূল তুমি ভাঙিছরে নদী, যে কূলেতে বার বাস,
তোমার নিকটে শিখেছে বন্ধু এই রীতি বার মাস।

আগে যদি আমি জানিতাম নদী, পীরিতির এত জ্বালা,
নারে যাইতাম কদম্ব তলে, নারে গাঁথিতাম মালা।
ঘসীর অনল রহিয়া রহিয়া ধিকি ধিকি জ্বলে ওঠে,
দেহ পুড়ে যায়, হারে অভাগার পরাণ নাহিক ছোটে।

নদীরে ! তোমার বুকে ঢেউ দিলে কূলেতে আঘাত লাগে ;
বুকের ব্যথার দোসর নাহিক আপনারে শুধু দাগে।
'বন পুড়ে গেলে, সব লোকে দেখে, মনের অনল যার
দ্বিগুণ জ্বলিছে, তবু কেহ তার জানেনাক সমাচার।'
এমনি করিয়া বাঁশীর সুরেতে আকাশ বাতাস বুঝি,
বিনায়ে বিনায়ে আঝোরে কাঁদিছে আপন ব্যথারে খুঁজি।
যোজন জুড়িয়া সাদা বালুচর—জোছনা কাফন গায়ে,
ধুলার নিশাসে কাঁপিয়া উঠিছে শেষ রাত্রের বায়ে।

banglainternet.com

উনিশ

আমার মনের অনল নেবে না।
ও অনল রয়া রয়া জ্বলেরে।
ও অনল কি দিয়া নিবাবরে,
আমার মনের অনল নেবে না,
বনের হরিণ বলে আমি কার বা ধার ধারি,
হাপনার মাংসে দিয়া জগৎ করলাম বৈরীরে,
আমার মনের অনল নেবে না।
—মুর্শিদা গান

দুলালীর কথা সুধায়ো না কেহ,
সোঁতের সেহলা ভাসিয়া নদীর ধারে,
কোন্ পথ দিয়ে কোথায় গিয়েছে,
আজিকে সে সব ভুলে যেতে দাও তারে।
এই ধরণীর বক্ষ জুড়িয়া
সহস্র সুখ, সহস্র ব্যথা লয়ে,
কত লোক আছে, তাদের খবর
জানিতে কোথায় কে যায় ব্যাকুল হয়ে!
নামনাহি জানি কত ফুল পাখি,
তাদের জীবনে অভিনব সুখদুখ,
ওসব লইয়া মাথা ঘামাবার
অবসর আছে কোথা কার কতটুক!

আকাশ হইতে কত তারা খসে;
কত তারা হাসে, তেমনি একটি তারা,
—সবার সাম্‌নে, তবু যেন কেহ
না জানিতে পারে তাহার পথের ধারা।
জীবন-নদীর বাঁকে বাঁকে আছে
সহস্র সুখ, সহস্র ব্যথা-গান,
সে সব আজিকে স্মরণ করায়ে
কাঁদায়ো না তার ক্ষত-বিক্ষত প্রাণ।
এ জীবনে সে যে অনেক সয়েছে—
মাটির ধরায় মানুষে যত না পারে,
তার চেয়ে আরো সহস্র গুণ
তীব্র ব্যথারে সহিতে হয়েছে তারে।
আঁচলের তলে আগুন লুকায়ে
গহনায় তার বানাইয়া কাল-সাপ,
সিঁথার সিঁদুরে চিতা জ্বালাইয়া
সহিয়াছে সে যে খর-নিদাঘের তাপ!
এ সব তাহারে ভুলে যেতে দাও
বড় সে ক্লান্ত—বড় সে শ্রান্ত আজি;
এসো ঘুম এসো কুহেলী রাতের
কেশে জড়াইয়া সোনার স্বপনে সাজি।
এসো ঘুম এসো সন্তাপ-হারা—
—এসো—এসো তুমি—ভুবন মোহন ভুল,
তুমিই লহ এই মন্দভাগিনী
পল্লী বালার, জীবনের শেষ ফুল।

banglainternet.com

দিন-রজনীর খেয়া তরী বাহি
আসে নিতি নিতি নব নব হাসি গান,
সন্ধ্যা-সকাল আসে দুটি বোন
রঙের নদীতে হাসিয়া করিতে স্নান।
তারা যেন তারে ভুলাইয়া যায়—
যেন তাহাদের আসা-যাওয়া পথ-ধারে,
সে হতভাগিনী লুকাইতে পারে
ক্ষত-বিক্ষত তাহার অতীতটারে।
তবু সে অতীত—দুখের অতীত,
পথে যেতে যেতে বারে বারে ফিরে চায়,
জীবনের শত হাসি গান যেন
কার ছোঁয়া লাগি কিসের কি হইয়া যায়।

তবু আজ দুলী সব ভুলে যাবে—
বন-ছায়া-ঘেরা শিমুলতলীর গ্রাম,
এত আদরের জনক-জননী,
জীবনেও সে যে লবে না কাহারো নাম।
ভুলে যাবে দুলী শৈশব খেলা ভুলে যাবে
কোন্ কুমার নদীর তীরে,
কপোত-কপোতী নীড় বেঁধেছিল
পাখ্‌নার তলে এ উহারে লয়ে ঘিরে ;
ভুলে যাবে দুলী থানার পুলিশ,
সদর কাছারী, হাকিমের কাছে হায় ,
কোন্ কথা দুলী বলিতে যাইয়া
পড়ে গিয়েছিল নিদারুণ মূর্ছায়।

সোজনের সেই ফাটক হইল,
এক শুভদিনে শিমুলতলীর গাঁয়,
আবার বাজিল বিয়ের বাজনা,
বাঁধিল তাহারে হাতে পায়ে গহনায়।
এই কাহিনীর সে যেন কেহ না,
একা গাঁর পথে একতারা লয়ে করে,
বৈরাগিনী কে গান গেয়ে গেয়ে
কবে চলে গেছে আবছা সে মনে পড়ে।
তাহাও আজিকে ভুলে যাবে দুলী,
আর সে সোজন—ভগবান—ভগবান—
মাথায় দুলীর ভাঙিয়া পড়ুক
খর বাজভরা সুদূরের আসমান।

আহারে দারুণ দুখের বন্ধু,
কি করম দোষে অভাগী দুলীর লাগি,
এত যে কাঁদন কাঁদিতেছ তুমি
স্বেচ্ছায় হয়ে আমার ব্যথার ভাগী।
আগে যদি আমি জানিতাম সখা !
পিরীতির গাছে শুধু ফোটে কাঁটা ফুল,
জনম না হতে আপনার হাতে
কাটিতাম তারে উপাড়িয়া ডাল-মূল।
কোন্ মা আমারে গর্ভে ধরিল
শিশুকালে যদি নুন তুলে দিত মুখে,
এ অভাগিনীর করমের দোষে
আর কাহারেও কাঁদিতে হত না দুখে।

banglainternet.com

নিদারুণ বিধি ! তোমার কলমে
এই ছিল কালি, নি-দোষী এ বালিকারে,
কি সুখের লাগি দারুণ দুখের
সায়রে ভাসায়ে ডুবাইছ বারে বারে !
কোন সে পাখির বাচ্চাগুলিরে
এনেছিল দুলী মার কোল খালি করি,
তারি অভিশাপ আজি কি তাহার
নামিয়া আসিছে সারাটি জনম ভরি !
কার কলিজায় দিয়েছে সে দাগ
তারি ছোঁয়া লাগি দুলীর হিয়ার কোণে,
জ্বলে ধিকি ধিকি রাবণের চিতা
দহিয়া তাহারে নিশি-দিন অকারণে।

কি দোষ পাইয়া নিদারুণ বিধি
দুলীর কপালে লিখিলে এমন লেখা,
তুমি কি কখনো এমন বেদনা
পেয়েছ জীবনে শুধাতাম পেলে দেখা।
বন-হরিণীরে বধিলে পরানে
নিদারুণ ব্যাধ ! যে বিষের হানি শর,
তুমি কি জেনেছ সে বিষ-ব্যথায়
কি করিয়া কাঁদে হরিণীর অন্তর?
তুমি ত গড়েছ নানা জাত ভবে
গড়িয়াছ সেথা সমাজের ব্যবধান,
কেন এ মনের নাহি জাতিভেদ
একের লাগিয়া কাঁদে অপরের প্রাণ?

banglainternet.com

না ! না ! দুলী আর এই সব কথা,
ভুলেও কখনো আনিবে না তার মুখে,
সিঁথায় তাহার জ্বলিছে সিঁদুর,
দুগাছি কাঁকন দুলিছে দুহাতে সুখে।
চন্দ্রের সম সোয়ামীর খ্যাতি,
বুক ভরা তার আকাশের ভালবাসা,
বাবরী ঘুরায়ে দাঁড়ায় যখন,
স্বর্গে তাহারে দেবেরাও করে আশা।
গোলাভরা ধান, উঠানে তাহার,
গড়াগড়ি করে ফসলেরা বারোবাস,
পূজা-পরবের গলাগলি ধরি
কেহ যায় আর কেহ আসি লয় বাস।
ইহাদের মাঝে দুলীও তাহার
নিপুণ হাতের সেবায় প্রতিমা গড়ি;
সারাটি জীবন নিজেরে বিলায়ে,
বিক্ষত তার অতীতের লবে ভরি।

বিশ

ও তুই আর কত দুখ
দিবিরে নিঠুর আমারে,
বোবায় যেমন স্বপন দেখে
মনের কথা মনে রাখেরে ;
সেই দশা আমার রে।
—মুর্শিদা গান

প্রভাত না হতে সারা গাঁওখানি
কিল-বিল করি ভরিল বেদের দলে,
বেলোয়ারী চুড়ি চীনের সিঁদুর,
রঙিন খেল্না হাঁকিয়া হাঁকিয়া চলে।
ছোট ছোট ছেলে আর যত মেয়ে
আগে পিছে ধায় আড়াআড়ি করি ডাকে,
এ বলে এ বাড়ি, সে বলে ও বাড়ি,
ঘিরিয়াছে যেন মধুর মাছির চাকে।
কেউ কিনিয়াছে নূতন ঝাঁজর,
সবারে দেখায়ে গুমরে ফেলায় পা ;
কাঁচা পিতলের নোলক পরিয়া,
ছোট মেয়েটির সোহাগ যে ধরে না।
দিদির আঁচল জড়ায়ে ধরিয়া
ছোট ভাই তার কাঁদিয়া কাটিয়া কয়,
"তুই চুড়ি নিলি আর মোর হাত
খালি রবে বুঝি? কখনো হবে নয়।"

"বেটা ছেলে বুঝি চুড়ি পরে কেউ?
তার চেয়ে আয় ডালিমের ফুল ছিঁড়ে,
কাঁচা গাব ছেঁচে আঠা জড়াইয়া
ঘরে বসে তোর সাজাই কপালটিরে।"
দস্যি ছেলে সে মানে না বারণ,
বেদেনীরে দিয়ে তিন সর ধান,
কি ছাতার এক টিন দিয়ে গড়া
বাঁশী কিনে তার রাখিতে যে হয় মান!

মেঝো বউ আজ গুমর করেছে,
শাশুড়ী কিনেছে ছোট ননদীর চুড়ি,
বড় বউ ডালে ফোড়ং যে দিতে
মিছেমিছি দেয় লঙ্কা-মরিচ ছুঁড়ি।
সেজো বউ তার হাতের কাঁকন
ভাঙিয়া ফেলেছে ঝাড়িতে ঝাড়িতে ধান,
মন কষাকষি, দর কষাকষি
করিয়া বৃদ্ধা শাশুড়ী যে লবেজান।

এমনি করিয়া পাড়ায় পাড়ায়
মিলন-কলহ জাগাইয়া ঘরে ঘরে,
চলে পথে পথে বেদে দলে দলে
কোলাহলে গাঁও ওলট পালট করে।

banglainternet.com

ইলি মিলি কিলি কথা কয় তারা
রঙ-বেরঙের বসন উড়ায়ে বায়ে,
ইন্দ্রজেলের জালখানি যেন
বেয়ে যায় তারা গাঁও হতে আর গাঁয়ে।
এ বাড়ি—ও বাড়ি—সে বাড়ি ছাড়িতে
হেলাভরে তারা ছড়াইয়া যেন চলে,
হাতে হাতে চুড়ি, কপালে সিঁদুর,
কানে কানে দুল, পুঁতির মালা যে গলে।
নাকে নাক-ছাবি, পায়েতে ঝাঁজর—
ঘরে ঘরে যেন জাগায়ে মহোৎসব,
গ্রাম-পথখানি রঙিন করিয়া
চলে হেলে দুলে, বেদে-বেদেনীরা সব।

"দুপুর বেলায় কে এলো বাদিয়া
দুপুরের রোদে নাহিয়া ঘামের জলে,
ননদীলো, তারে ডেকে নিয়ে আয়,
বসিবারে বল কদম গাছের তলে।"
"কদমের ডাল ফোটা ফুল-ভারে
হেলিয়া পড়েছে সারাটি হালট ভরে।"
"ননদীলো, তারে ডেকে নিয়ে আয়,
বসিবার বল বড় মণ্টব ঘরে।"
"মণ্টব ঘরে মস্ত যে মেঝে
এখানে সেখানে ইঁদুরে তুলেছে মাটি।"
"ননদীলো, তারে বসিবারে বল
উঠানের ধারে বিছায়ে শীতলপাটী।"

banglainternet.com

"শোন, শোন ওহে নতুন বাদিয়া,
রঙিন ঝাঁপির ঢাকনি খুলিয়া দাও,
দেখাও, দেখাও মনের মতন
সুতা-সিন্দুর তুমি কি আনিয়াছাও।
দেশাল সিঁদুর চাইনাক আমি
কৌটায় ভরা চীনের সিঁদুর চাই,
দেশাল সিঁদুর বড় নুরু পুরু
সিঁথায় পরিয়া কোন সুখ নাহি পাই।
দেশাল সোন্দা নাহি চাহি আমি
গায়ে মাখিবার দেশাল মেথি না চাহি,
দেশাল সোন্দা মেখে মেখে আমি
গরম ছুটিয়া ঘামজলে অবগাহি।"
"তোমার লাগিয়া এনেছি কন্যা,
রাম-লক্ষ্মণ দুগাছি হাতের শাঁখা,
চীন দেশ হতে এনেছি সিঁদুর
তোমার রঙিন মুখের মমতা মাখা।"
"কি দাম তোমার রাম-লক্ষ্মণ
শঙ্খের লাগে, সিঁদুরে কি দাম লাগে,
বেগানা দেশের নতুন বাদিয়া
সত্য করিয়া কহগো আমার আগে।"

"আমার শাঁখার কোন দাম নাই,
ওই দুটি হাতে পরাইয়া দিব বলে,
বাদিয়ার ঝালি মাথায় লইয়া
দেশে দেশে ফিরি কাঁদিয়া নয়ন-জলে।

সিঁদুর আমার ধন্য হইবে,
ওই ভালে যদি পরাইয়া দিতে পারি,
বিগানা দেশের বাদিয়ার লাগি
এতটুকু দয়া কর তুমি ভিন-নারী।"

"ননদীলো, তুই উঠান হইতে
চলে যেতে বল বিদেশী এ বাদিয়ারে;
আর বলে দেলো, ওসব দিয়ে সে
সাজায় যেন গো আপনার অবলারে।"
"কাজল বরণ কন্যালো তুমি,
ভিন-দেশী আমি, মোর কথা নাহি ধর,
যাহা মনে লয় দিও দাম পরে
আগে তুমি মোর শাঁখা-সিন্দুর পর।"

"বিদেশী বাদিয়া নায়ে নায়ে থাক,
পসরা লইয়া ফের তুমি দেশে দেশে;
এ কেমন শাঁখা পরাইছ মোরে,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া নয়নের জলে ভেসে?
সিঁথায় সিঁদুর পরাইতে তুমি,
সিঁদুরের গুঁড়ো ভিজালে চোখের জলে;
ননদীলো, তুই একটু ওধারে
ঘুরে আয়, আমি শুনে আসি, ও কি বলে।"

banglainternet.com

"কাজল বরণ কন্যালো তুমি,
আর কোন কথা শুধায়ো না আজ মোরে,
সোঁতের সেহলা হইয়া যে আমি
দেশে দেশে ফিরি, কি হবে খবর করে।
নাহি মাতা আর নাহি পিতা মোর
আপন বলিতে নাহি বান্ধব জন,
চলি দেশে দেশে পসরা বহিয়া
সাথে সাথে চলে বুক-ভরা ক্রন্দন।
সুখে থাক তুমি, সুখে থাক মেয়ে—
সিঁথায় তোমার হাসে সিঁদুরের হাসি,
পরান তোমার ভরুক লইয়া,
স্বামীর সোহাগ আর ভালবাসাবাসি।"
"কে তুমি, কে তুমি? সোজন! সোজন!
যাও—যাও—তুমি! এক্ষুণি চলে যাও!
আর কোনদিন ভ্রমেও কখনো
উড়ানখালীতে বাড়ায়ো না তব পাও!
ভুলে গেছি আমি, সব ভুলে গেছি
সোজন বলিয়া কে ছিল কোথায় কবে,
ভ্রমেও কখনো মনের কিনারে
আনিনাক তারে আজিকার এই ভবে।
এই খুলে দিনু শঙ্খ তোমার
কৌটায় ভরা সিন্দুর নিয়ে যাও,
কালকে সকালে নাহি দেখি যেন
কমার নদীতে তোমার বেদের নাও।"

"দুলী—দুলী—তুমি এও পার আজ! —
বুক-খুলে দেখ, শুধু ক্ষত আর ক্ষত,
এতটুকু ঠাঁই পাবেনাক সেথা
একটি নখের আঁচড় দেবার মত।"
"সে-সব জানিয়া মোর কিবা হবে?
এমন আলাপ পর-পুরুষের সনে,
যেবা নারী করে, শত বৎসর
জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে নরকের কোণে।
যাও—তুমি যাও এখনি চলিয়া
তব সনে মোর আছিল যে পরিচয়,
এ খবর যেন জগতের আর
কখনো কোথাও কেহ নাহি জানি লয়।"
"কেহ জানিবে না, মোর এ হিয়ার
চির কুহেলিয়া গহন বনের তলে,
সে সব যে আমি লুকায়ে রেখেছি
জিয়ায়ে দুখের শাঙনের মেঘ-জলে!
তুমি শুধু ওই শাঁখা-সিন্দুর
হাসিমুখে আজ অঙ্গে পরিয়া যাও;
জনমের শেষ চলে যাই আমি
গাঙে ভাসাইয়া আমার বেদের নাও।"

"এই আশা লয়ে আসিয়াছ তুমি,
ভাবিয়াছ, আমি কুলটা নারীর পারা,
তোমার হাতের শাঁখা-সিন্দুরে
মজাইব মোর স্বামীর বংশধারা।"

banglainternet.com

"দুলী! দুলী! মোরে আরো ব্যথা দাও–
কঠিন আঘাত—দাও—দাও—আরো—আরো,
ভেঙ্গে যাক বুক,—ভেঙে যাক মন,
আকাশ হইতে বাজেরে আনিয়া ছাড়।
তোমারি লাগিয়া স্বজন ছাড়িয়া
ভাই বান্ধব ছাড়ি মাতাপিতা মোর,
বনের পশুর সঙ্গে ফিরেছি
লুকায়ে রয়েছি খুঁড়িয়া মড়ার গোর।
তোমারি লাগিয়া দশের সামনে
আপনার ঘাড়ে লয়ে সব অপরাধ,
সাতটি বছর কঠিন জেলের
ঘানি টানিলাম না করিয়া প্রতিবাদ।"

"যাও—তুমি যাও, ও সব বলিয়া
কেন মিছেমিছি চাহ মোরে ভুলাইতে,
আসমান-সম পতির গরব,
আসিও না তাহে এতটুকু কালি দিতে।
সেদিনের কথা ভুলে গেছি আমি,
একটু দাঁড়াও ভাল কথা হল মনে—
তুমি দিয়েছিলে বাঁক-খাড়ু পার,
নথ দিয়েছিলে পরিতে নাকের সনে।
এতদিনও তাহা রেখেছিনু আমি
কপালের জোরে দেখা যদি হল আজ,
ফিরাইয়া তবে নিয়ে যাও তুমি—
দিয়েছিলে মোরে অতীতের যত সাজ।

আর এক কথা,—তোমার গলার
গামছায় আমি দিয়েছিনু আঁকি ফুল,
সে গামছা মোর ফিরাইয়া দিও,
লোকে দেখে যদি, করিবারে পারে ভুল।
গোড়াই নদীর তীরে যেথা মোরা
বাঁধিয়াছিলাম দুইজনে ছোট ঘর,
মোদের সে গত জীবনের ছবি,
আঁকিয়াছিলাম তাহার বেড়ার পর।
সেই সব ছবি আজো যদি থাকে,
আর তুমি যদি যাও কভু সেই দেশে;
সব ছবিগুলি মুছিয়া ফেলিবে,
মিথ্যা রটাতে পারে কেহ দেখে এসে।
সবই যদি আজ ভুলিয়া গিয়াছি,
কি হবে রাখিয়া অতীতের সব চিন,
স্মরণের পথে এসে মাঝে মাঝে—
জীবনেরে এরা করিবারে পারে হীন।"

"দুলী, দুলী, তুমি! এমনি নিঠুর!
ইহা ছাড়া আর কোন কথা বল মোরে;
জীবনের এই শেষ সীমানায়
দিতে পারিতে না আজিকে বিদায় করে?
ভুলে যে গিয়েছ, ভালই করেছ,—
আমার দুখের এতটুকু ভাগী হয়ে,
জনমের শেষ বিদায় করিতে
পারিতে না মোরে দুটি ভাল কথা কয়ে?

banglainternet.com

আমি ত কিছুই চাহিতে আসিনি!
আকাশ হইতে যার শিরে বাজ পড়ে,
তুমি ত মানুষ, দেবের সাধ্য,
আছে কি তাহার এতটুকু কিছু করে?
ললাটের লেখা বহিয়া যে আমি
সায়রে ভাসিনু আপন করম লয়ে;
তারে এত ব্যথা দিয়ে আজি তুমি
কি সুখ পাইলে, যাও—যাও মোরে কয়ে।
কি করেছি আমি, সেই অন্যায়
তোমার জীবনে কি এমন ঘোরতর!
মরা কাষ্ঠেতে আগুন ফুঁকিয়া—
কি সুখেতে বল হাসে তব অন্তর?

দুলী! দুলী! দুলী!—বল তুমি মোরে,
কি লইয়া আজ ফিরে যাব শেষদিনে;
এমনি নিঠুর স্বার্থ-পরের
রূপ দিয়ে হায় তোমারে লইয়া চিনে?
এই জীবনেরো আসিবে সেদিন
—মাটির ধরায় শেষ নিশ্বাস ছাড়ি,
চিরবন্দী এ খাঁচার পাখিটি
পালাইয়া যাবে শূন্যে মেলিয়া পাড়ি!
সে সময় মোর কি করে কাটিবে,
মনে হবে যবে সারাটি জনম হায়—
কঠিন কঠোর মিথ্যার পাছে
ঘুরিয়া ঘুরিয়া খোয়ায়েছি আপনায়।

হায়, হায়—আমি তোমারে খুঁজিয়া
বাদিয়ার বেশে কেন ভাসিলাম জলে,
কেন তরী মোর ডুবিয়া গেল না—
ঝড়িয়া রাতের অথই নদীর তলে?
কেন বা তোমারে খুঁজিয়া পাইনু,
এ জীবনে যদি ব্যথার নাহিক শেষ—
পথ কেন মোর ফুরাইয়া গেল
নাহি পৌঁছিতে মরণের কালো দেশ।
পীর-আউলিয়া, কে আছ কোথায়
তারে দিব আমি সকল সালাম ভার,
যাহার আশীসে ভুলে যেতে পারি
সকল ঘটনা আজিকার দিনটার।
এ জীবনে কত করিয়াছি ভুল;
—এমন হয় না? সে ভুলের পথ পরে,
আজিকার দিন তেমনি করিয়া
চলে যায় চির-ভুল-ভরা পথ ধরে।
দুলী দুলী—আমি সব ভুলে যাব
কোন অপরাধ রাখিব না মনে প্রাণে;
এই বর দাও, ভাবিবারে পারি
তব সন্ধান মেলে নাই কোনখানে।
ভাটীয়াল সোঁতে পাল তুলে দিয়ে
আবার ভাসিবে মোর বাদিয়ার তরী,
যাবে দেশে দেশে ঘাট হতে ঘাটে,
ফিরিবে সে একা দুলীর তালাশ করি।

banglainternet.com

বনের পাখিরে ডাকি সে শুধাবে,
কোন্ দেশে আছে সোনার দুলীর ঘর,
দূরের আকাশ সুদূরে মিলাবে
আয়নার মত সাদা সে জলের পর।
চির একাকীয়া সেই নদী-পথ,
সরু জল-রেখা থামে নাই কোনখানে ;
তাহারি উপরে ভাসিবে আমার
বিরহী বাদিয়া, বন্ধুর সন্ধানে।
হায়, হায়—আজ কেন দেখা হল
কেন হল পুনঃ তব সনে পরিচয় ?
একটি ক্ষণের ঘটনা চলিল
সারাটি জনম করিবারে বিষময়।"
"নিজের কথাই ভাবিলে সোজন,
মোর কথা আজ ?—না—না—কাজ নাই বলে,
সকলি যখন শেষ করিয়াছি—
কি হইবে আর পুরান সে কাদা ডলে।
ওই বুঝি মোর স্বামী এলো ঘরে,
এক্ষুণি তুমি চলে যাও নিজ পথে,
তোমাতে-আমাতে ছিল পরিচয়—
ইহা যেন কেহ নাহি জানে কোনমতে।
আর যদি পার, আশীস করিও,
আমার স্বামীর সোহাগ আদর দিয়ে,—
এমনি করিয়া মুছে ফেলি যেন,
যে সব কাহিনী তোমারে-আমারে নিয়ে।"

"যেয়ো না—যেয়ো না, শুধু একবার
আঁখি ফিরাইয়া দেখে যাও মোর পানে,
আগুন জ্বেলেছ যে গহন বনে,
সে পুড়িছে আজ কি ব্যথা লইয়া প্রাণে।"
ধরায় লুটায়ে কাঁদিল সোজন,
কেউ ফিরিল না, মুছাতে তাহার দুখ ;
কোন্ সে সুধার সায়রে নাহিয়া
জুড়াবে সে তার অনল-পোড়া এ বুক ?
জ্বলে তার জ্বালা খর দুপুরের
রবি-রশ্মির তীব্র নিশাস ছাড়ি,
জ্বলে—জ্বলে জ্বালা কারবালা পথে,
দমকা বাতাসে তপ্ত বালুকা নাড়ি।
জ্বলে—জ্বলে জ্বালা খর অশনীর
ঘোর গরজনে পিঙ্গল মেঘে মেঘে ;
জ্বলে—জ্বলে জ্বালা মহাজলধির
জঠরে জঠরে ক্ষিপ্ত ঊর্মি-বেগে।
জ্বলে—জ্বলে জ্বালা গিরিকন্দরে
শ্মশানে শ্মশানে জ্বলে জ্বালা চিতাভরে ;
তার চেয়ে জ্বালা—জ্বলে—জ্বলে—জ্বলে
হতাশ বুকের মথিত নিশাস পরে।
জ্বলে—জ্বলে জ্বালা শত শিখা মেলি,
পোড়ে জলবায়ু—পোড়ে প্রান্তর-বন ;
আরো জ্বলে জ্বালা শত রবি সম,
দাহ করে শুধু পোড়ায় না তবু মন।

banglainternet.com

পোড়ে ভালবাসা—পোড়ে পরিণয়
—পোড়ে জাতিকুল—পোড়ে দেহ আশা ভাষা,
পুড়িয়া পুড়িয়া বেঁচে থাকে মন,
সাক্ষী হইয়া চিতায় বাঁধিয়া বাসা।
জ্বলে—জ্বলে জ্বালা—হতাশ বুকের—
দীর্ঘনিশ্বাস রহিয়া রহিয়া জ্বলে ;
জড়ায়ে জড়ায়ে বেঘুম রাতের
সীমারেখাহীন আন্ধার অঞ্চলে।
হায়—হায়—সে যে কি দিয়ে নিবাবে
কারে দেখাইবে কাহারে কহিবে ডাকি,
বুক ভরি তার কি অনল জ্বালা
শত শিখা মেলি জ্বলিতেছে থাকি থাকি।
অনেক কষ্টে মাথার পসরা
মাথায় লইয়া টলিতে টলিতে হায়,
চলিল সোজন সমুখের পানে—
চরণ ফেলিয়া বাঁকা বন-পথ ছায়।

banglainternet.com

একুশ

পাহাড়ের উপর পবর্তে পর্বতে হীরার ধার,
সেই ধারে কাটিয়া গেল সোবর্ণের হার।
ছিরিখোলার হাটেরে ভাই নানান রঙের খেলা,
পিছের দিকে চায়া দেখ তোর ডুইবা গেল বেলা।

—মুর্শিদা গান

তবুও আবার রজনী আসিল, জামদানী শাড়ীখানি,
পেটেরা খুলিয়া স-যতনে দুলী অঙ্গে লইল টানি।
হাতে পায়ে দিল আলতার দাগ, আরশিতে বার বার,
ঠোটেরে ঘষিল, মুখেরে মাজিল, রূপ দেখি আপনার।
সিঁথার উপরে পুরু করি আঁকি রচিল সিঁদুর লেখা,
তিমির কেশের তীরে দেখা দিল রঙিন রবির রেখা।
মাঠের যত-না ফুল লয়ে দুলী পরিল সারাটি গায়,
খোঁপায় জড়াল কলমীর লতা, গাঁদা ফুল হাতে পায়।
স্বামী কয় তারে, "এমন সাজেতে যে আজ দেখিব তোমা,
কৃষাণের রাণী বলিবে কিম্বা তার চেয়ে মনোরমা।"

"কখনো নয়" বাহু বেষ্টনে বাঁধিয়া স্বামীরে তার
দুষ্টু হাসিয়া কহে দুলী, "পার এত মিছে বলিবার।"
"প্রত্যয় নাহি? আচ্ছা না হয় ছিদাম ভাইরে ডাকি,
এক্ষুণি এর মীমাংসা করি, এস তবে বাজি রাখি।"
"না, না, কাজ নেই, সত্য বলত মোরে ভাল লাগে তব?"
"খুব ভাল লাগে, কত ভাল লাগে মুখেতে কেমনে কব।
—যেমন ক্ষেতেতে মই দিতে লাগে—যেমন কাটিতে ধান,
আটির উপরে আটি বেঁধে যাই খুশীতে ভরিয়া প্রাণ।

—ওপাড়ার ওই বলাই খুড়োর উঠানে রাত্র ভরে
গাজীর গানের সুর শুনে শুনে পরান যেমন করে ;
তার চেয়ে আরো শতগুণ ভাল তোমারে যে লাগে মোর,
তুমি যেন হও কুমড়ার ফুল আমি ত ভোমর চোর !"

"আচ্ছা, আমারে কেউ যদি আজি জোর করে নিয়ে যায় ?"
"ধেৎ, তা কি হয় ! তুমি মোর বউ, জানে সব লোক গাঁয়।
আমি ত তোমারে কারো কাছ থেকে চুরি করে আনি নাই,
দস্তর মত বিবাহ করেছি জানে সব গাঁর ভাই।
আর কেউ যদি নিতেই আসে বা, তুমি তা যাইবে কেন ?
আমি যে সোয়ামী, মোর সাথে তুমি ঠাট্টা করিছ যেন !"

"মনেই কর না যদি কেউ মোরে জোর করে নিয়ে যায়,
তুমি কিম্বা কর জানিতে আমার আজিকে যে মন চায়।"
"কি কহিলা তুমি ? গোরাচাঁদ রায়, তারাপদ রায়ের নাতি,
—কঠিন হাতের থাপড়ে যাহার ভূমিতে লোটাত হাতি ;
তার পোলা আমি কালাচাঁদ রায় বেচে আছি যত খন,
আমার তিরিরে ছিনায়ে লইবে কোথা রয় হেন জন ?
কল্লাডা তার টান দিয়ে আমি ছিড়িতে পারিনে হাতে,
হাড্ডি তাহার ভাঙিতে পারিনে আছড়াতে আছড়াতে ?"

"আচ্ছা—আচ্ছা, জানা যাবে সব, বস দেখি এইবার
তোমার চুলেতে সিঁথি করে দেই, একটু নোয়াও ঘাড়।"
"তোমারে একটা কথা বলিবার ইচ্ছা হইতেছে আজ,
হঠাৎ এমন কি খেয়াল হল করেছ এমন সাজ ?"

banglainternet.com

"তোমার তা বুঝি ভাল লাগছে না, খুলে ফেলি সব তবে!"
"আহা-হা রেগো না, মুখ্যু যে আমি, বুদ্ধি কোথায় হবে?
কি বলিতে ছাই কি বলিয়া ফেলি, সত্যি বলিতে কিবা,
তুমি যেন আজ সেজেছ আমার আন্ধার ঘরে দিবা।
গরীবের ঘরে পড়িয়াছ তুমি মনের মতন করে,
সাজাতে পরাতে পারিনে তোমারে নানান গহনা ভরে।
যাহ্য এনে দেই, অভিমানে তাও অঙ্গে পর না হায়,
আমার পরান সারাদিন-রাত কাঁদে এই বেদনায়।
লক্ষ্মীরে আমি পাতার ঘরের চালায় বন্দী করি,
সারাটা জীবন লইতেছি যেন কত অপরাধে ভরি।
আজিকে আমার কপাল খুলেছে, কাঙালের পূজা লয়ে,
আমার দুলালী আমার সামনে বসিয়াছে খুশী হয়ে।
তোমারে এমন সাজে দেখে মোর কহিব কি বলে মনে?
—মনে বলে তুমি প্রতিদিন যেন সাজ হেন স-যতনে।
তোমারে এমন মানায়েছে আজ, চেয়ে তব মুখ পরে,
ইচ্ছা হইছে নাচি যেন আমি, উঠি জোর গান করে।"
"কথা না থাকিলে ওই মুখে তবে ভানিত সকলে ধান।"
"তোমারে পারায়ে চিড়া কুটে তবে করিতাম খান খান্!"
বাজে কথা রাখ, আজকে ত গাঁয়ে বেদে এসেছিল কত,
কেন রাখ নাই চুড়ি ও বয়লা আপন মনের মত?
আহা! ওই শোন, বেদে-নাও হতে কেমন বাজিছে বাঁশী,
আহারে কাহার বুক ভাঙিয়াছে লয়ে কি দুখের রাশি!"
"ছাই বাঁশী বাজে, তার চেয়ে এসো দুজনে গল্প করি,
হাসি তামাসায় কাটাইয়া দেই আজিকার বিভাবরি।"

"না না তুমি শোন, এমন মধুর বাঁশী কভু শুনি নাই,
মনে বলে আমি পাখি হয়ে তার সুর সনে উড়ে যাই।"
"দেখ পায়ে পড়ি, আমার একটি কথা পার রাখিবার?
কে বাঁশী বাজায়? কহ যেয়ে উহা বাজায় না যেন আর।"
"কেন থামাইবে? কান পেতে থাক, যেন কার কত ব্যথা,
রাতের উজাল আউলা বাতাসে কহিছে বুকের কথা।"

"আমার কথায় তুমি কি উহারে থামাইতে পারনাক?
এত পারি আমি, শত পারি, শুধু মুখেই বলিয়া থাক।"
"চুপ কর, বড় ঘুম পাইতেছে, বাঁশী যেন আজ মোর,
দুইটি নয়ন ভরিয়া আনিছে, কোথাকার ঘুম ঘোর।"
"না না, তুমি আজ ঘুমোতে পাবে না, বাহিরে গহন রাতি,
কালো কুজঝটি আঁধারের পথে দোলাইছে তারা-বাতি।
রহিয়া রহিয়া উতল পবনে বাজিছে নিঠুর বাঁশী,
সুরের সুতায় দোলায়ে দোলায়ে কাহার গলের ফাঁসী।
ওগো তুমি কেন ঘুম গেলে আজ? দারুণ সিঁধেল চোরে,
ঘরে যে তোমার প্রবেশ করিয়া সব নেয় চুরি করে!
জাগ—জাগ পতি! দেবতা আমার! সোহাগ আদর দিয়ে,
জনমের মত বেঁধে রাখ আজ এই অভাগীর হিয়ে।"
না—না দুলী আজ কিছুতেই তার স্বামীর আসন খানি,
অশুচি করিতে পারিবে না কভু আর কারো স্মৃতি আনি।
দুই কানে দিল তুলা দিয়ে ছিপি, নিদারুণ বাঁশী হায়,
কোন্ সে গোপন পথ দিয়ে বুকে আসে আর যায়।
আঁটিয়া দুয়ার বন্ধ করিল, শাড়ীর আঁচল ছিঁড়ে,
ঘরের বেড়ার যত ফাঁক ছিল এটে দিল ধীরে ধীর।

banglainternet.com

নিঠুর সে বাঁশী মানে না বারণ, স্বামীর সুনাম তার,
বিকি-বেসাত জোর করে দুলী মনে করে বার বার।
হায় সে বাঁশীর সুরের জোয়ারে সকল ভাসিয়া যায়,
অবলা বালিকা—ভগবান! তুমি শক্তি দাও গো তায়।
সুরের উপরে সুর ভেসে আসে সহস্র দিক ভরি,
সহস্র সুরে আজ যেন বাঁশী ফিরিছে তাহারে স্মরি।
সেই সুর যেন রশিতে বাঁধিয়া বিস্মৃতি দেশ হতে,
ঘটনার পর ঘটনা টানিছে কালিয়-দহের সোঁতে।
না—না দুলী সব ভুলিয়া গিয়াছে; নারী সে যে অসহায়,
মন যে তাহার খেলার পুতুল সমাজের হাতে হায়।
তবু—তবু আজ সব মনে পড়ে—ভগবান—ভগবান!
তুমি ত জানিছ, কত সহিয়াছে তাহার বালিকা প্রাণ।"

বাজে—বাঁশী বাজে, "নিঠুর আমারে কি দোষ পাইয়া হায়,
ঘরের বাহির করিয়া আজিকে বধিলে কঠিন ঘায়।
কোন্ দোষে তুমি ভুলিলে আমারে, ভুলিয়াই যদি গেলে,
কঠিন কথার আঘাত হানিয়া কি সুখ পরানে পেলে।
আমি এই দুখ সহিতে পারিনে—বাজে বাঁশী বাজে হায়,

সুরে সুরে তার আকাশ-বাতাস ঝুরছে কি বেদনায়।
"জাগ, জাগ পতি, জনমের শোধ বিদায় দাও গো মোরে,
এ অভাগিনীরে দেখিবে না আর আজের নিশীর ভোরে।
সাক্ষী থাকিও চন্দ্র সূর্য আর যত দেবগণ।
তোমরা সকলে শুনিতেছ এই অভাগীর ক্রন্দন।
সাক্ষী থাকিও সিঁথার সিঁদুর, আমারে ডাকিছে বাঁশী,
কাঞ্চা বয়সে পরাইয়া মোর গলায় কঠিন ফাঁসী।

আমি চলিলাম, অভাগা পতিরে!—তাহার নাহিক দায়;
কপালের লেখা লইয়া চলিনু কপাল ভরিয়া হায়।
কালকে সকালে আমার লাগিয়া কাঁদিয়া পাগল হবে,
এক কথা পতি!—মরণ পরেও মোর স্মৃতিপথে রবে।
ছয়মাস আমি তোমার সঙ্গে কোন কথা কহি নাই,
আরো ছয়মাস কাটাইয়েছি আমি লয়ে মোর বেদনাই।
মোরে সুখ দিতে কত না কষ্ট করিয়াছ কত মতে,
আমি নারিলম তোমার জীবনে এতটুকু সুখ দিতে।
ক্ষমা কর মোরে, ক্ষমা কর পতি, বুকেতে ভরিয়া বিষ,
যারে ছুঁইয়াছি এ জগতে তার পোড়ায়েছি দশদিস।
সাক্ষী থাকিও রাতের আঁধার—তারার বসন ধরে,
সাক্ষী থাকিও বসুমতী মাতা, নাগের মাথার পরে;
এই হতভাগী চলিল আজিকে লয়ে তার ভাঙা বুক,
নিয়ে যাও সবে—নিয়ে যাও তার জীবনের সব সুখ।"

বাজে বাঁশী বাজে, রাতের আঁধারে, সুদূর নদীর চরে,
উদাসী বাতাস ডানা ভেঙে পড়ে বালুর কাফন পরে।
ধীরে অতি ধীরে স্বামীর চরণে ঘষিয়া কপালখানি,
জীবনের শেষ বিদায়ের কথা লিখে গেল রেখা টানি।
তার পর ধীরে দুয়ার খুলিল, ধীরে—অতি ধীরে, ধীরে,
মাঠ পানে দুলী বাহির হইল দুহাতে আঁধার চিরে।
বাজে বাঁশী বাজে—"দুলী! দুলী! তুমি আমারে করিও ক্ষমা,
কোন অপরাধ থাকে যদি মোর তোমার নিকটে জমা।
যদি কোন ব্যথা দিয়ে থাকি আমি তোমার সুখের ঘরে,
যদি দিয়ে থাকি কোন জঞ্জাল তোমারে স্মরণ করে;

banglainternet.com

এই বলে মোরে ক্ষমা কর তুমি, সহস্র ব্যথা ভার
সহস্র দিক হইতে যে আমি সহিয়াছি বার বার।"
"সোজন! সোজন! কেন মোর লাগি এত ব্যথা তুমি পাও?
মোর অনুরোধ, তোমার জীবনে অভাগীরে ভুলে যাও।"
"কে তুমি? কে তুমি? দুলী দুলী! দুলী—এলে কি দেখিতে তারে,
আগুন জ্বেলেছ যে বনে, সে পোড়ে কি দারুণ ব্যথা-ভারে!
আমারে লইয়া আর ভয় নাই, স্মরিয়া অতীত দিন,
তোমার পতির গরবেরে কেউ যাবে না করিতে হীন।
আসিয়াছ যদি জনমের শোধ দাঁড়াও সামনে মোর,
ওই তব রূপ দেখিতে দেখিতে আঁখি হয়ে যাক ঘোর।"

"সোজন, সোজন, একি বল তুমি? অভাগীরে মনে করি,
তোমার সোনার জীবনেরে দিবে, কেনবা ব্যথায় ভরি!
ঘরে ফিরে যাও, দেখিয়া শুনিয়া করগে নতুন বিয়া,
আবার সাজাও নতুন কুটীর তাহারে বক্ষে নিয়া।"

"দুলী—দুলী! আমি পায়ে পড়ি তব, বাঁচিব বা কতখন,
মোরে দয়া কর, ব্যথা দিয়ে আর বিদ্ধ কর না মন।"
"সোজন—সোজন!—শোন মোর কথা আজিকে বুঝেছি সার,
দুইজন মোরা বাঁচিয়া থাকিলে নিস্তার নাহি কার।
আমি যদি মরি, আমারে ভুলিতে সহজ হইবে তব,
আর সে মরণে এ জীবনে আমি সবচেয়ে সুখী হব।
তোমরা পুরুষ কি করে বুঝিবে একেরে পরাণ দিয়া,
নারীর জীবন কি করে বা কাটে আরেরে বক্ষে নিয়া।
নিজের সঙ্গে অনেক যুঝিয়া পারিলাম নাক আর,
বুঝিলাম আর সাধ্য নাহিক এ জীবন বহিবার।

banglainternet.com

যাইবার কালে এই কথা শুধু বলে যাই তব কাছে,
যে দুলীরে তুমি জানিয়াছ আজ, তাহা ছাড়া আরো আছে,
এক দুলী যার জীবনের প্রতি নিঃশ্বাসটুকু হায়,
চির বিরহিয়া সোজনেরে তার স্মরিতেছে নিরালায়।"

"কি কথা শুনালে ওহে দুলী তুমি, বল দেখি আরবার,
জীবন যেনরে জুড়াইয়া গেল সাধ হয় বাঁচিবার।"
"আজো দুলী তার সোজনেরে ছাড়া কাহারেও নাহি জানে,
সোজন তাহার ঘরে ও বাহিরে দেহে মনে আর প্রাণে।"

"হায়, হায় দুলী! এই কথা কেন আগে বল নাই মোরে,
তাহলে হয়ত বাঁচিতাম ভবে আরো কিছুদিন তরে।
আমি যে খেয়েছি আপনার হাতে বিষ-লক্ষের বড়ি,
শিয়রে আমার ভিড়িয়াছে আসি—মরণ পারের তরী।"
"কি কথা শুনালে পরাণের সখা! কি কথা শুনালে হায়,
কি দোষ পাইয়া বিষের শায়ক হানিলে পরাণটায়?
তুমি যদি আজ চলিলে বন্ধু, আমারে সঙ্গে নাও,
জনমের মত ছেড়ে চলে যাই এই ধরণীর গাঁও।
সাক্ষী থাকিও চন্দ্র-সূর্য, আর যত দেবগণ।
জনমের মত চলে যাই মোরা লয়ে ব্যথা ক্রন্দন।"

* * *

পরদিন ভোরে গাঁয়ের লোকেরা দেখিল বালুর চরে,
একটি যুবক একটি যুবতী আছে গলাগলি ধরে।
অঙ্গে অঙ্গে মিলিয়া অঙ্গ, প্রাণপাখি গেছে উড়ি,
মাটির ধরায় সোনার খাঁচাটি পায়ের আঘাতে ছুঁড়ি।

বাইশ

ঘাটে লাগাওরে নাও, কূলে লাগাওরে নাও,
আমি চিনা লই; বেপারীরে, নাও ঘাটে লাগাওরে।
বাইলাম নৌকা ঘাটে হারে ঘাটে নাহি পাইলাম রে কূল,
এই গাঙে ভাসায়ারে দিছি আমার সোবর্ণের ফুল,
—রে নাও ঘাটে লাগাওরে।

—মুর্শিদা গান

দিবসের সহ-মরণ-চিতায় আপনারে দিতে তুলে,
সন্ধ্যা সাজিছে নানা আভরণে নাহিয়া নদীর কূলে।
গায়ে জড়ায়েছে রাঙা মেঘ-চেলী, ভালে সিঁদুরের লেখা,
রঙিন পায়ের পরশে কাঁদিছে ভুবন ভরিয়া রেখা।
মাথায় বহিয়া চাঁদের প্রদীপ চলেছে মৃদুল পায়,
সপ্তঋষিরা মন্ত্র পড়িছে দূর গগনের গায়।
পিছনে চলেছে তারকা সখীরা কাঁদিয়া ঝিল্লী স্বনে,
একে একে তারা ঝাঁপায়ে পড়িবে সখীর চিতার কোণে!
গেঁয়ো নদী তার ছোট ছোট ঢেউ নাড়িয়া কূলের গায়,
ঘাট হতে ঘাটে অতি মৃদু স্বরে কহিছে এ বেদনায়।

এই গাঙ দিয়ে কার নাও চলে! উদাসী ভাটীর সুরে,
যায় সে ভাসিয়া আপনার ব্যথা বাউল বাতাসে পূরে।
বাঁকা নদী বেয়ে চলে তার তরী ডাকিয়া শুধায় সবে,
"সোজন বেদের ঘাটখানি বল আর কত দূরে হবে?"
"কোন সে সোজন, কোথায় বসতি?" "শোন, শোন সেই ব্যথা,
শোন, শোন সেই অভাগা বেদের দুস্কের যত কথা।"
এই বলে ঘাটে লাগায়ে তরণী আরম্ভ করে গান,
সারিন্দাখানি সাথে সাথে কাঁদে ছাড়িয়া ভাটীর তান।

banglainternet.com

"শোন, শোন সেই অপূর্ব কথা, শিমুলতলীর গাঁয়,
সোজন-দুলীর খেলা-ঘরখানি বনের তরুর ছায়।
স্বজন ছাড়িয়া, বান্ধব ছাড়িয়া দুইটি তরুণ হিয়া
গভীর-নিশীথে বাহির হইল এ উহাকে আগুলিয়া।
তারপর সেই ছোট ঘরখানি গোড়াই নদীর তীরে,
মনের কথারে দোলা দিত তারা ছায়ায় ঘিরে।
সেই ঘর হায়, ভাঙিয়া পড়িল ঝরিয়া রাতের বায় ;
দুলালীর সেই বিবাহ হইল ভিনদেশী এক গাঁয়।
তারপর সেই বেদের কাহিনী, শোন যত বোন ভাই,
জীবনের দীপ নিভেছে তাদের, ভালবাসা নেভে নাই।
এক নদী তীরে গেঁয়ো ঘাটখানি, তাহারি শীতল ছায়,
আজিও তাহারা গলাগলি ধরি কাঁদিতেছে নিরালায়।"

গান শেষ হয়, পল্লীবাসীরা আঁচলে মুছিয়া বারি,
বলে, "এ কাহিনী কোথায় শুনেছ? কোথা পেলে খোঁজ তারি?"
"লোকের মুখেতে শুনেছি ঘটনা, আর কিছু নাহি জানি,
নদীতে নদীতে ফিরিতেছি একা সেই ঘাট সন্ধানি।
শুনেছি সে ঘাটে গভীর নিশীথে বিছায়ে তাপিত বুক,
যত বিরহীরা আপন মনের জুড়ায় সকল দুখ।
শুনেছি সে ঘাটে কলসী ভরিয়া বধূরা ফিরিতে ঘরে,
এক ফোঁটা আঁখি-জল রেখে যায় সে অভাগাদের তরে।"
"ওগো মাঝি ভাই! কোনদিন যদি সন্ধান পাও তারি,
ফিরিবার পথে সেই ঘাট হতে আনিও তীর্থবারি।"
সরু সে জলের রেখাপথ ধরি মাঝি দূর পথে ধায়,
সন্ধ্যাতারার দীপ নিভে যায় পশ্চিম নীলিমায়।

শেষ

Tag : Jasimuddin greatest poem, works, best of . for more bangle ebook, please visit www.banglainternet.com